NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtub.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ কলকাতা বইমেলার চারযুগ: স্মৃতির পথ পেরিয়ে

বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে ধর্ষণ ও আত্মহত্যায় প্ররোচনার অভিযোগ ৬

কলকাতা ২৯ জানুয়ারি ২০২৪ ১৪ মাঘ ১৪৩০ সোমবার সপ্তদশ বর্ষ ২২৭ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 29.1.2024, Vol.17, Issue No. 227, 8 Pages, Price 3.00

এক নজরে

পুনর্গঠিত এনডিএ বেশি দিন নয়: পিকে

পটনা, ২৮ জানুয়ারি: বিহারের নাটকীয় রাজনীতি এখন খবরের শিরোনামে। সকালে মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে বিকেলে নতুন জোটে গিয়ে পুনর্গঠিত এনডিএ-সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন নীতিশ কুমার। তবে বিহারে জেডিইউ-বিজেপি জোটের ভবিষ্যৎ আশাব্যাঞ্জক নয় বলেই এবার দাবি করলেন ভোটকুশলী প্রশান্ত কিশোর। পিকে-র দাবি, ২০২৫ সালে বিহার বিধানসভার ভোট পর্যন্তও টিকবে না নয়া জোট। এর অর্থ হল, বছরখানেকেরও কম সময় স্থায়ী হবে বিজেপি-জেডিইউ জোট। প্রশান্তের কথায়, নতুন করে নীতিশ বিজেপির হাত ধরেছেন। এর একমাত্র কারণ, তিনি বুঝতে পারছিলেন, মহাগঠবন্ধনে থেকে লোকসভা ভোটে একটি আসনও জিততে পারবেন না। তাই এনডিএতে ঢুকে মোদি, বিজেপির নামে যদি কিছু আসন জেতা যায়। সেটা হয়তো হবে-ও। পিকে বলেন, ‘ আমি আজ বলে দিচ্ছি, ২০২৫ সালে বিহারের বিধানসভা ভোটে এই নতুন জোটের সবচেয়ে বড় মূল্য চোকাতে হবে বিজেপিকে।’

শশীর কটাক্ষ

পটনা, ২৮ জানুয়ারি: রাজনীতির চর্চায় এখন পঞ্চমবার জোট বদলানো বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। কেউ তাঁকে ব্যাঙ্গ করছেন ‘ডিগবাজি খাওয়া নীতীশ’ বলে, কেউ আবার বলছেন ‘জোটবদলু নীতীশ’। তবে নীতীশের জন্য কংগ্রেস সাংসদ শশী তারুর ইংরেজি অভিধান থেকে বাছলেন একটা শব্দ ‘স্নলিগস্টার’। যদিও এই শব্দ সরাসরি নীতীশের নাম করে প্রয়োগ করেননি শশী। তবে এক্স হ্যান্ডলে যে সময়ে ওই শব্দটি নিয়ে পোস্ট করেছেন শশী, তার সঙ্গে কাকতালীয় ভাবে মিলে গিয়েছে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে নীতীশের ইস্তফা দেওয়ার সময়। রবিবার দুপুরেই বিহারের কংগ্রেস, আরজেডি, সিপিআই এবং জেডিইউয়ের মহাগঠবন্ধনের সরকারের মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দেন নীতীশ। শশী এক্স হ্যান্ডলে ওই পোস্ট করেন ঠিক দুপুর ১২টা বেজে ৩৬ মিনিটে। নিজেরই একটি পুরনো পোস্ট উল্লেখ করে এক্স হ্যান্ডলে শশী লেখেন, ‘(দীর্ঘশ্বাস!) ভাবতেই পারিনি সাত বছর আগে আমার লেখা এই শব্দটি আবার এক দিন ব্যবহার করার প্রয়োজন পড়বে।’ হ্যাশট্যাগ দিয়ে শশী এর পরেই লেখেন স্নলিগস্টার শব্দটি। যার অর্থ, ‘অতি চতুর এবং নীতিনৈতিকতাহীন এক রাজনীতিবিদ।’

মেঘলা আকাশে কমবে না ঠান্ডা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শীত মানেই, মিঠে কড়া রোদের প্রত্যাশা। কিন্তু তা-ও হওয়ার জো নেই। সোমবার থেকে কলকাতা ও বঙ্গবাসীর কপালে রোদ জুটবে না বলেই ইঙ্গিত হাওয়া অফিসের। কয়েকদিন শীতের সকাল বিকেল আচ্ছন্ন হয়ে থাকবে ঘনকুয়াশায়। থাকবে মেঘ। দিন কয়েক আগেই পশ্চিমী ঝঞ্ঝার জেরে বৃষ্টি হয়েছে রাজ্যে। আগামী সপ্তাহে বৃষ্টিও হবে কলকাতা-সহ গোটা রাজ্যে। উত্তর এবং দক্ষিণ, দুই বঙ্গের জন্যই রবিবার এই পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। রবিবার আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানিয়ে দিয়েছে, আগামী সপ্তাহে ঠান্ডা কমার আর সম্ভাবনা নেই। বরং তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে। সোমবার থেকে ঘনকুয়াশা থাকবে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে।

এবেলা ইস্তফা, ওবেলা মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নীতীশ কুমারের

পটনা, ২৮ জানুয়ারি: জল্পনা ছিলই। সেই জল্পনাকে সত্যি করে পঞ্চমবার জোট বদল করলেন নীতীশ কুমার। রবিবার নবমবারের জন্য বিহারের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন তিনি। বড়সড় ধাক্কা খেল বিরোধীদের জোট ‘ইন্ডিয়া’।

রবিবার সকালে সমস্ত জল্পনার অবসান ঘটিয়ে তিনি রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপালের কাছে নিজের পদত্যাগপত্র জমা দেন নীতীশ কুমার। ‘মহাগঠবন্ধন’ জোটের মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে জোট বদলে বিকালে তিনিই আবার বিহারের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিলেন নীতীশ। সমর্থন করল বিজেপি। যদিও ‘খেলা এখনও বাকি’ আছে, প্রতিক্রিয়া সদ্য ভেঙে যাওয়া সরকারের উপমুখ্যমন্ত্রী তেজস্বী যাদবের।

গত কয়েকদিন ধরেই নীতিশ কুমারের গতিবিধি নিয়ে সন্দেহ দানা বাঁধছিল বিহার তথা জাতীয় রাজনীতিতে। নীতীশ যে আবার এনডিএতে ফিরতে পারেন, সেই জল্পনা ক্রমশ দৃঢ় হচ্ছিল। কংগ্রেস নেতৃত্ব বিষয়টা আঁচ করে পরিস্থিতি সামাল দিতে চাইলেও, লাভ হয়নি। জোট বদলে বিহারে পুনর্গঠিত এনডিএ-র মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে তিনি শপথও নিয়ে ফেললেন রবিবার

পঞ্চমবার জোট বদল

বিকেলেই।

কেন মহাগঠবন্ধন ছেড়ে বেরিয়ে এলেন? সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে নীতীশ কুমার বলেন, ‘আপনাদের সকলকে স্পষ্ট করে বলে দিচ্ছি, ‘আমি আজকে ইস্তফা দিয়ে দিয়েছি। মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে পদত্যাগ করেছি আর রাজ্যপালকে অনুরোধ জানিয়েছিল এই সরকারকে ডিসলভ করে দিতে। সরকার ঠিকমতো চলছিল না। আপনাদের সঙ্গেও কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছিলাম। চুপ করে দেখছিলাম। পার্টির অন্দরেও কথাবার্তা চলছিল, সবার থেকে মতামত নিয়েছি। তাই আজকে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এই সরকার সমাপ্ত। দেড় বছর আগে একটা জোট ভেঙে বেরিয়ে এসেছিলাম। মহাগঠবন্ধন বানিয়েছিলাম। কিন্তু, দেখলাম এখানেও পরিস্থিতি ঠিক নেই।’ ইন্ডিয়া জোটও তিনি ছেড়ে বেরিয়ে এলেন, এ কথাও এদিন স্পষ্ট করে দেন নীতীশ কুমার। তিনি বলেন, ‘আমি নিজে উদ্যোগ নিয়ে ইন্ডিয়া জোট তৈরি করেছিলাম। কিন্তু, দেখলেন তো কী হল। সবারই কোনও না কোনও সমস্যা রয়েছে ওখানে। আমি অনেকদিন ধরে চুপ ছিলাম। এত সমস্যা নিয়ে থাকা যায় না। তাই ইন্ডিয়া জোট আমি ছেড়ে দিলাম।’

লোকসভা ভোটে মূলত বিজেপিকে হারাতে বিরোধী একাধিক দল একসঙ্গে তৈরি করেছে ইন্ডিয়া জোট। আসন ভাগাভাগি নিয়ে এমনিতে ইন্ডিয়ার শরিক দলগুলির সঙ্গে কংগ্রেসের টানাপড়েন চরমে। তার মধ্যেই লোকসভার আগে নীতীশের ইস্তফা এবং বিজেপির সমর্থন নিয়ে একই দিনে মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথে বিরোধীদের ইন্ডিয়া ব্লক বড় ধাক্কা খেল বলে মনে করা হচ্ছে। যদিও ঘনিষ্ঠ মহলে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগেই জানিয়েছিলেন, জোট ছেড়ে নীতীশের বেরিয়ে যাওয়ায় ইন্ডিয়ার ক্ষতি তো হবেই না, বরং লাভ হবে। তাঁর এই জোট ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়াতে বিহারে লোকসভা নির্বাচনে বিরোধী জোট ভাল ফলই করবে বলেও মনে করেন তৃণমূল নেত্রী।

রবিবার বিকেলে নীতিশ কুমারের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথগ্রহণের অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নড্ডা প্রমুখ। উপমুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিয়েছেন বিজেপির সম্রাট চৌধরি এবং বিজয় সিংহ।

মমতার মুখে খড়্গের নাম, ক্ষুব্ধ হয়েই কি ‘ইন্ডিয়া’ ছাড়ার ভাবনা!

কংগ্রেসকেই দায়ী করছে জেডি (ইউ)

নয়াদিল্লি, ২৮ জানুয়ারি: শুধু জোট বদল নয়, ছাড়লেন ‘ইন্ডিয়া’ জোটও।

বিজেপি বিরোধী ‘ইন্ডিয়া’ জোটের রূপায়ণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় থাকা নীতীশ কুমারই জোট ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। সেই নীতিশই বিজেপির হাত ধরে বিহারে পুনর্গঠিত এনডিএ-র মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিলেন রবিবার বিকেলে।

ডিসেম্বর মাসে ‘ইন্ডিয়া’ জোটের বৈঠকেই তাল কাটে বলে গত কয়েক দিন ধরেই শোনা যাচ্ছিল। রবিবার সকালে নীতীশ ইস্তফা দিয়ে বিকেলে পুরনো জোটসঙ্গী বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ-তে ফেরার ঘোষণা করেন। ‘ইন্ডিয়া’ ছাড়া নিয়েও তারপরেই শুরু হয় কাঁটাছেঁড়া। নীতিশের দল জেডি(ইউ)-এর নেতা কে সি ত্যাগী ‘ইন্ডিয়া’ ছাড়ার জন্য কংগ্রেসকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করান। ত্যাগী বলেন, ‘যেনতেন প্রকারে ইন্ডিয়া জোটের নেতৃত্ব ছিনিয়ে নিতে চাইছিল কংগ্রেস। গত ১৯ ডিসেম্বর যে বৈঠক হয়, ষড়যন্ত্র করে সেখানে প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসবে মল্লিকার্জুন খড়্গের নামের প্রস্তাব দেওয়া হয়। অথচ তার আগে মুম্বইয়ের বৈঠকেই সর্বসম্মতিতে ঠিক হয়েছিল, প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী ছাড়াই নির্বাচনে লড়াই করা হবে। ষড়যন্ত্র করে ওই দিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিয়ে খড়্গের নামের প্রস্তাব দেওয়ানো হয়। তার পরই অন্য দলগুলি কংগ্রেসের বিরুদ্ধে নিজেদের

মতো করে লড়াই শুরু করে। আসন সমঝোতা নিয়েও গড়িমসি করে চলেছে কংগ্রেস। যত দ্রুত সম্ভব আসন সমঝোতা সেরে ফেলতে হবে বলেছিলাম আমরা।’

জেডি (ইউ) -তরফে বক্তব্য, প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী ছাড়া, কোনও মুখ ছাড়াই বিজেপি-র বিরুদ্ধে নির্বাচনে ‘ইন্ডিয়া’ লড়বে হবে বলে গোড়া থেকে ঠিক ছিল। কিন্তু আচমকা কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খড়্গের নাম প্রস্তাব করেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাতেই ক্ষুব্ধ হন নীতীশ। আম আদমি পার্টির নেচা অরবিন্দ কেজরিওয়াল এবং বাকিরাও সেই প্রস্তাবে সায় দেন। সেই থেকেই নীতীশের সঙ্গে বিরোধী জোটের তাল কাটতে শুরু করে বলে খবর। যদিও নীতীশের দাবি ছিল, প্রধাননমন্ত্রী পদপ্রার্থী হওয়ার বাসনা নেই তাঁর। একজোটে বিজেপি-র বিরুদ্ধে লড়তে চান। কিন্তু জোট ত্যাগ করার নেপথ্যে কারণ হিসেবে এখন ওই বৈঠকেরই দুয়ো দিচ্ছে তাঁর দল।

বিজেপি-র বিরুদ্ধে জাতীয় স্তরে বিরোধী দলগুলিকে একজোট করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় ছিলেন নীতীশ। মমতা খড়্গের নাম তোলার পরও, নীতীশকে জোটের আহ্বায়ক হতে আহ্বান জানানো হয়। কিন্তু সেই প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন তিনি। এদিন ‘ইন্ডিয়া’ ছেড়ে বেরিয়ে আসার পর জোটের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন তুলে দেন। নীতীশ বলেন, ‘খুব পরিশ্রম করেছিলাম। জোটকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছিল না। তাই সিদ্ধান্ত নিতে হল আমাকে।’

বাংলার মানুষকে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব নিতে হবে: রাহুল গান্ধী

নিজস্ব প্রতিবেদন, শিলিগুড়ি: ‘ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা’-য় রবিবার উত্তরবঙ্গে পা রেখেছেন রাহুল গান্ধী। জলপাইগুড়ি হয়ে শিলিগুড়িতে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন তাঁর ন্যায় যাত্রাকে। এদিন শিলিগুড়ির রাস্তায় দাঁড়িয়ে বাংলার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন রাহুল গান্ধী। তবে তাঁর মুখে একবারও শোনা গেল না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম।

কোনও মঞ্চ নয়, ভিড়ের মধ্যেই একটি গাড়ির মাথায় বসে নিজের বক্তব্য রাখেন তিনি। স্বাধীনতার ইতিহাস টেনে তিনি বলেন, ‘ইংরেজ আমল থেকে বাঙালি দেশকে পথ দেখিয়েছে। এখনও বাংলার মানুষকে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব নিতে হবে।’ তাঁর কথায়, ‘রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নেতাজি, বিবেকানন্দের মতো মানুষ দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা পালন করেছেন। এই থেকে বোঝা যায় যে, আপনাদের মধ্যে দেশকে পথ দেখানো ক্ষমতা রয়েছে। এই দায়িত্ব যদি আপনারা না নেন, তাহলে দেশ আপনাদের ক্ষমা করবে না। এটাই আপনারদের দায়িত্ব।’ তবে বাংলা ও বাঙালির প্রশংসা করলেও বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ‘ইন্ডিয়া’-র অন্যতম শরিক তৃণমূলের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম শোনা যায়নি রাহুল গান্ধীর মুখে। স্বাভাবিকভাবেই এই বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। রাহুল কি ইচ্ছা করেই ন্যায় যাত্রায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম নিলেন না। প্রসঙ্গত সেই সময় যখন ‘ইন্ডিয়া’র ভবিষ্যৎ নিয়ে বড় রকমের প্রশ্ন তৈরি হচ্ছে।

ভারত জোড়ো যাত্রা শুরু করার পর অসমে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে কংগ্রেস। সেখান থেকে বাংলায় প্রবেশের পরও এই যাত্রাকে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। তাই রবিবার উত্তরবঙ্গের ন্যায় যাত্রার আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আবার আমন্ত্রণ জানান হয়েছিল কংগ্রেসের তরফে। পাশাপাশি, দলের সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গে মমতাকে নিরাপত্তা ইস্যুতে চিঠিও দেন। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের অনেকের মতে, বাংলায় ঢোকার পর কংগ্রেসের ন্যায় যাত্রা যেভাবে বাধার সম্মুখীন হয়েছিল তা যাতে আর না হয়, তার জন্যই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বারবার আমন্ত্রণ জানান হয়েছে। তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার, রবিবার ন্যায় যাত্রায় পোস্টার, ব্যানার ছেঁড়ার মতো ঘটনা ঘটলেও, তা বড় করে দেখতে রাজি হয়নি কংগ্রেস। ধূপগুড়ি স্টেশন মোড়ে ভারত জোড়ো যাত্রার পোস্টার ছিঁড়ে ফেলারও অভিযোগ উঠেছে তৃণমূল কর্মীদের বিরুদ্ধে। ফ্লেক্স ছিঁড়ে ফেলার অভিযোগ উঠেছে। এটা অভিপ্রেত নয় বলে জানালেন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক তথা মিডিয়া ইনচার্জ জয়রাম রমেশ। তবে, বিষয়টিকে বিশেষ পাত্তা দিতে নারাজ তিনি। বৃহত্তর স্বার্থের কথা বলেছেন। তৃণমূল সাংসদ শান্তনু সেন এ প্রসঙ্গে বলেন, ‘এ কথা তো সত্যি বাংলা দেশকে পথ দেখিয়েছে, সেই জন্য তো বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ভারতবর্ষের একমাত্র মহিলা মুখ্যমন্ত্রী, সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী তিনি এগিয়ে এসে সবাইকে এক জায়গায় নিয়ে বিজেপি বিরোধী লড়াইয়ের ডাক দিয়েছিলেন। সেই জন্যেই তো জোটের নামকরণও তিনি করেছিলেন ‘ইন্ডিয়া’। কিন্তু রাহুলবাবুদের তো এটা মাথায় রাখতে হবে তারা নিজেরা যেভাবে সময় নষ্ট করছেন, তারা যেভাবে আঞ্চলিক দলগুলোকে যতটা গুরুত্ব দেওয়া দরকার, সেভাবে দেননি।’ নাম না করে অধীর চৌধুরীকে নিশানা করেন শান্তনু। তাঁর কথায়, সেই বাংলায় রাহুলবাবু যাঁকে রাজ্য সভাপতি করে রেখেছেন, তিনি

‘মমতাকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেখতে চাই’

নিজস্ব প্রতিবেদন, শিলিগুড়ি: রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে বাংলায় শুরু হয়েছে কংগ্রেসের ন্যায় যাত্রা। জলপাইগুড়িতে এই যাত্রা শুরু হওয়ার কিছু পরেই দেখা গেল মমতার ছবি দেওয়া পোস্টার। একটি বাড়ি থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দেখতে চান বলে এক ব্যক্তি পোস্টার দেখান খোদ রাহুল গান্ধীকেই। বাংলায় ভারত জোড়ো যাত্রায় অংশ নেওয়ার জন্য তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমন্ত্রণ জানান হয়েছে বলে দাবি করেছে কংগ্রেস। যদিও আসেননি তৃণমূল নেত্রী। ঘটনাক্রমে জেলা সফরে উত্তরবঙ্গেই এসেছেন মমতা। কংগ্রেসের ন্যায় যাত্রার কোনও অনুষ্ঠানে তৃণমূল নেত্রীকে দেখা যাবে না, এ কথা একশো শতাংশ জোর দিয়ে অবশ্য এখনও বলতে পারছেন না রাজনীতিকরা। বুধবার সকালে বালুরঘাট থেকে মালদায় যাবেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানেও সরকারি পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠান রয়েছে। ওই একই দিনে ন্যায় যাত্রা কর্মসূচিতে মালদায় থাকবেন রাহুল গান্ধী। সরকারি ভাবে কোনও সূচি না থাকলেও দু’জনের মধ্যে সামান্য সময়ের জন্য সাক্ষাৎ হতে পারে বলে এক রাজনৈতিক সূত্রের দাবি।

যেভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বারাবার কুরুচিকর মন্তব্য করেছেন, তাতে প্রমাণিত বাংলায় বিজেপি বিরোধী শক্তি তৃণমূলকে দুর্বল করাই হচ্ছে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি যার নেতৃত্বে বিধানসভায় আসন শূন্য, তাঁর উদ্দেশ্য। রাহুলবাবু যদি তাঁকে আগে সরিয়ে দিতেন তাহলে বোঝা যেত রাহুলবাবু বাংলায় বিজেপি বিরোধী জোট চাইছেন।

রাহুলের বার্তা নিয়ে রাজ্য বিজেপির মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্যের কটাক্ষ, রাহুলের মনে রাখা দরকার নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে তাঁর দলই বিতাড়িত করেছিল।’ তাঁর সংযোজন, ষাটের দশকে কংগ্রেসের রাজনৈতিক অস্থিরতার সুযোগ নিয়েই বাংলায় একসময় বামেদের উত্থান হয়েছিল। কংগ্রেস সঠিকভাবে তাদের ভূমিকা পালন করলে পশ্চিমবঙ্গকে এই অর্থনৈতকি দুর্দশার মধ্যে পড়তে হত না। কার্যত পশ্চিমবঙ্গকে ধ্বংস করার ধারাবাহিকতা কংগ্রেস বজায় রেখেছে। এই রাজনীতিকে মানুষ প্রত্যাখ্যান করবে।

পাঁচ দিনের জেলা সফরে উত্তরবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, শিলিগুড়ি: রবিবার পাঁচ দিনের সফরে উত্তরবঙ্গ পৌঁছলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার দুপুরে দমদম বিমানবন্দর থেকে রাজ্য সরকারের নিজস্ব বিমানে তিনি হাসিমারা বিমানঘাঁটিতে পৌঁছন। শিলিগুড়িতে রাতেই যাপনের পর সোমবার কোচবিহার ও শিলিগুড়িতে দু’টি অনুষ্ঠানে যোগদানের কর্মসূচি রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর। কোচবিহারের সরকারি অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকেই রাজবংশী ভাষায় পঠনপাঠন শুরু করার কথা ঘোষণা করবেন মুখ্যমন্ত্রী। মঙ্গলবার রায়গঞ্জ ও বালুরঘাটের সরকারি অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে তিনি বিভিন্ন প্রকল্পের সুযোগ সুবিধা উপভক্তাদের হাতে তুলে দেবেন তিনি। প্রথমে সরকারি অনুষ্ঠানে যোগদান করবেন তিনি। ওই দিন বালুরঘাটে সভা করার পাশাপাশি মঙ্গলবার রাতে সেখানেই থাকবেন। মনে করা হচ্ছে, ওই দিন রাতেই তিনি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা তৃণমূল নেতৃত্বের সঙ্গে দেখাও করতে পারেন। পাশাপাশি, জনসংযোগও করতে পারেন তিনি।

বুধবার সকালে বালুরঘাট থেকে মালদায় যাবেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানেও সরকারি পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠান রয়েছে। ওই একই দিনে ন্যায় যাত্রা কর্মসূচিতে মালদায় থাকবেন রাহুল গান্ধী। সরকারি ভাবে কোনও সূচি না থাকলেও দু’জনের মধ্যে সামান্য সময়ের জন্য সাক্ষাৎ হতে পারে বলে এক রাজনৈতিক সূত্রের দাবি। মালদা থেকে মুখ্যমন্ত্রী যাবেন বহরমপুর। সেখানেও একটি সরকারি অনুষ্ঠান রয়েছে তাঁর। ওই দিনই মুখ্যমন্ত্রী পৌঁছে যাবেন কৃষ্ণনগর। পরদিন নদিয়া জেলার কৃষ্ণনগরে সরকারি অনুষ্ঠানে পরিষেবা প্রদান করে ফিরে আসবেন কলকাতায়।

কিশোর মৃত্যুতে তপ্ত মেটিয়াবুরুজ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এক কিশোরের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে তপ্ত হয়ে উঠল মেটিয়াবুরুজ এলাকা। জানা গিয়েছে মৃত কিশোর মেরি রোড বেনে পুকুরের বাসিন্দা। অভিযোগ, তাকে মেরে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। দেহ ময়নাতদন্ত থেকে ফেরার পরই শনিবার রাতে রাস্তায় ফেলে বিক্ষোভ শুরু হয়। অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের দাবিতে স্থানীয় বাসিন্দারা রাস্তা অবরোধ করেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে যায় পুলিশ। তাঁদেরও বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয়। জ্বালিয়ে দেওয়া হয় বাইক। পুলিশের গাড়িতেও আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় বলে খবর। শুধু তাই নয়, এই ঘটনায় আহত হন দুই পুলিশ কর্মীও। পুলিশ সূত্রে খবর, ঘটনায় দুই পুলিশ কর্মী আহত হয়। ঘটনায় এলাকা এতাটই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি সামাল দিতে নামানো হয় র‍্যাফ। পুলিশ সূত্রে খবর, তাদের দেখে ইট মারে এলাকার মানুষজন। পালটা উন্মত্ত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশও লাঠিচার্জ করে। বেশ কয়েকজন আহত হন। তবে উল্টোদিকে পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন স্থানীয়রা। তাঁদের অভিযোগ, মহিলাদেরও হেনস্থা করেছে পুলিশ। থানা সূত্রে খবর, ৩০২ ধারায় খুনের মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। গ্রেপ্তার হয়েছে তিন যুবক। ধৃতদের নাম শেখ শাকিল আহমেদ ওরফে রকি, শেখ সাবির আহমেদ ওরফে রনি, শেখ সোহেল আহমেদ ওরফে রোহন।

শীতের দুপুরে কলকাতার ময়দানে খেলায় মত্ত খুদে। ছবি: অদিতি সাহা

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

NOTICE

By an affidavit No. 17590 dt. **29.11.2023** sworn before the Judicial Magistrate, 1st class, Paschim Medinipur, I, the undersigned, have changed my son's name and he shall hereafter be known as ANURAG DUTTA instead of SURAJ DUTTA as written in my son's Birth Certificate issued by Sub-Registrar (Birth & Death), Medinipur Medical College and Hospital on **07.01.2023.**

Utpal Dutta
S/O Late Debu Dutta
R.O. Dineshnagar,
P.O. Talbagicha,
P.S.-Kharagpur (L),
Dist. Paschim Medinipur.

E-Tender

E- Tenders invited by the Prodhan, Pipulbaria Gram Panchayat (Under Karimpur- I Panchayat Samity), Pipulbaria, Nadia. **NIET No. 10/15TH FC (TIED)/PGP/ 2023-24.** Last date of submission **10.02.2024 up to 4p.m** For details contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan,
Pipulbaria Gram Panchayat.

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৯ শে জানুয়ারি, ১৪ই মাঘ। সোম বার। চতুর্থী তিথি। জন্মে সিংহ রাশি। অষ্টত্তরী মঙ্গল র মহাদশা। বিংশোত্তরী শুক্র র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : আজ শুভ যোগাযোগের দ্বারা ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির ইঙ্গিত। কর্মের আবেদন যারা করেছেন, তাদের নতুন পথের সন্ধান পাওয়া যাবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। গৃহবধূদের জন্য শুভ। যারা যন্ত্রাংশের ব্যবসা করেন, তাদের সফলতার ইঙ্গিত। মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার যারা তাদেরও নতুন পথের সন্ধান প্রাপ্তি। প্রেমিক যুগল জলভ্রমন বাদ দিয়ে ছোট ভ্রমণে যান। শান্তি বজায় থাকবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ জ্বেলে শ্রী শ্রী মহাদেবের ধ্যান করুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : অতীব শুভ সৌভাগ্য যোগ। আজকের গ্রহ অবস্থান বলছে নতুন কোন পদক্ষেপ নিতে। পরিবারের সদস্যরা আপনাকে সম্মান প্রদান করবে। গৃহ সংসারের সম্মান বজায় থাকবে। দাম্পত্য সুখ শুভ। গৃহবধূদের জন্য সুখবর আসতে পারে। অল্প পরিচিত কোনো বন্ধু দ্বারা শুভ বৃদ্ধি। জমি বাড়ি বাস্তু বিষয় যারা কাজ করেন, তাদেরও শুভ সৌভাগ্য যোগ বর্ধিত হবে। পরিবারের প্রবীণ নাগরিকের কথা শুনে চললে শুভ। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে নিজের নাম গোত্র বলুন শুভ হবে।

মিথুন রাশি : আজকের দিনটি খুব শান্তিপূর্ণ নয়। ব্যবসায়িক কথা গোপন কথা প্রকাশ্য আসার কারণে মানসিক দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। পরিবারের অশান্তির কালো মেঘ থাকবে, যার কাজটি করে দেওয়ার ছিল তিনি কাজটি করে না করে দেওয়ার জন্য সম্মানহানি যোগ। বিশেষত আজকের দিন যানবাহন বিষয়ে অশুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বালান হরহর মহাদেব বলুন। নিশ্চয়ই শুভ হবে।

কর্কট রাশি : কর্মে সম্মান বৃদ্ধি যোগ। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। যে বন্ধু আপনাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল সে আবার নিজের প্রয়োজনেই আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করবে। গৃহবধূদের জন্য শুভ বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। উচ্চ বিদ্যা যোগে যারা বিদ্যা চর্চা করেন তাদের জন্য শুভ। শিক্ষক অধ্যাপকদের জন্য শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বালুন ওম নমঃ শিবায় বলুন শুভ হবে।

সিংহ রাশি : অতীব শুভ দিন। সাধারণ মানুষের সঙ্গে মেলামেশার দিন। আজ আপনি জয়ের হাসি হাসতে পারবেন। গুপ্ত শত্রুর চক্রান্ত আজ বিফলে যাবে। একজন প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। এনজিওতে যারা কাজ করেন, তাদের জন্য শুভ। খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা যারা করেন তাদের জন্য শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান গনেশে র ১০৮ দুর্বার মালা দিন শুভ হবে।

কন্যা রাশি : এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা ব্যবসায়ের নতুন সুযোগ বৃদ্ধির পথ দেখা যাবে। যারা মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ তাদের জন্য নতুন কোন সুযোগ আসছে। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। গৃহবধূদের জন্য শুভ বিবাহের বিষয়ে যে কথাটা আটকে ছিল আজ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। কাল প্রবীণ নাগরিকের বুদ্ধিমত চলুন শুভ হবে। বাস্তু জমি বাড়ির যারা ব্যবসা করেন তাদের শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বেলে, মহাকালীর ধ্যানে বসুন শুভ হবে।

তুলা রাশি : আজ গ্রহ যোগ অতীব শুভ। পরিবারের সম্মান প্রাপ্তির দিন। বাড়ির কনিষ্ঠ সদস্য নিয়ে যে বিভ্রাট ছিল, সমস্যা ছিল তা আজ মিটে যাবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। গৃহবধূদের জন্য শুভ। উচ্চ বিদ্যায় যারা রয়েছেন তাদের জন্য শুভ। শিল্পী কলাকৌশলী বিশেষত ক্যামেরাম্যান যারা তাদের জন্য শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বেলে ওম নমঃ শিবায় বলুন শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : শান্তিপূর্ণ পরিবেশে, মাথা ঠান্ডা রেখে, প্রবীণ নাগরিকের বুদ্ধি নিলে আজ আপনার জয় হবেই। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনাকে কোন নতুন দায়িত্ব দিতে পারে। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন তাদেরও শুভ দিন। বাস্তু ফ্ল্যাট জমি বিষয়ে যে উৎকণ্ঠা ছিল তা মিটে যাবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বেলে ওম নমো শিবায় বলুন শুভ হবে।

ধনু রাশি : আজ শুভ দিন। পিতৃমাতৃ আশীর্বাদ নিয়ে নতুন কোন কাজ শুরু করার দিন। সেবামূলক কর্মে যারা আছেন, এনজিও তে যারা কাজ করেন, তাদের জন্য শুভ সৌভাগ্য প্রদান হবে। প্রশাসনিক কর্মে যারা আছেন, তাদের শুভ। বেসরকারি বেতন ভোগী কর্মচারীদের জন্য শুভ। সৌভাগ্য যোগ। যারা যানবাহনের ব্যবসা করেন তাদের জন্য শুভ সৌভাগ্য। বিদ্যার্থী দের জন্য শুভ। গৃহবধূদের জন্য শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বেলে, ওম নমঃ শিবায় বলুন শুভ হবে।

মকর রাশি : আজ জ্ঞান বর্ধক দিন। নতুন করে কিছু জানার দিন। পুরাতন বান্ধব পুরাতন কোন সম্পর্ক আজ দীনতার সাথে নতুন করে সঙ্গী হবে। যারা কেমিক্যাল এবং তরল পদার্থের ব্যবসা করেন, তাদের জন্য শুভ। শিল্পী কলাকৌশলী যারা তাদের জন্য শুভ দিন। তবে সতর্ক থাকতে হবে, কোন ছলনাময়ী নারীর কারণে পরিবারে বাদ বিতান্ডার সৃষ্টি হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বেলে ওম নমঃ শিবায় বলুন ভালো হবে।

কুম্ভ রাশি : অতীব সতর্কতার সঙ্গে আজকের দিনটি কাটাতে হবে। গুপ্ত শত্রুর চক্রান্ত থাকবে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আজকে আপনাকে কোন ভুল হওয়ার জন্য ডেকে পাঠাতে পারে। পরিবারে বিতর্ক দানা বাঁধবে। অশান্তির কালো মেঘ থাকবে। ধৈর্য ধরতে হবে অন্যের কথা বেশি শুনলে আজ শুভ আজ নারিকেল সহ ভগবান গনেশের উদ্দেশ্যে দুর্বা প্রদান করুন শুভ হবে।

মীন রাশি : শুভ দিন শুভ যোগাযোগের দ্বারা ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা যারা ইনস্টিটিউট বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কাজ করেন তাদের জন্য শুভ সৌভাগ্য যোগ। যারা পরামর্শদাতা তাদের জন্য শুভ আর্থিক দিন। অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা প্রবল। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। গৃহবধূদের জন্য শুভ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। হর হর মহাদেব বলে বাড়ি থেকে বেরোবার সময় হলুদ রঙের তিলক কপালে দিন শুভ হবে।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

জলপথ পরিবহণে জোর, ১৫টি অত্যাধুনিক জেটি নির্মাণের পরিকল্পনা পরিবহণ দপ্তরের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সড়কপথে যানবাহনের চাপ কমাতে রাজ্য সরকার জলপথ পরিবহণের ওপর জোর দিচ্ছে। এই লক্ষ্যে বিশ্বব্যাঙ্কের আর্থিক সহায়তায় কলকাতা ও সংলগ্ন শহরতলির বিভিন্ন গঙ্গার ঘাটে অত্যাধুনিক সুযোগ সুবিধা সহ জেটি নির্মাণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে গঙ্গার দুই পাড়ে মোট ১৫টি অত্যাধুনিক ভাসমান জেটি তৈরি হবে। এর মধ্যে রয়েছে উত্তর ব্যারাকপুরের বাবাজি ফেরিঘাট, বৈদ্যবাটির কানাইদিওয়ার ফেরি ঘাট, ভাটপাড়ার আতপুর ঘাট, চন্দননগরের গোন্দলপাড়া, হাওড়ার বালি ঘাট, উত্তর চব্বিশ পরগনার বরানগর, হাওড়ার জগন্নাথ ঘাট, হাওড়ার সাঁকরাইলের পোদরা, কলকাতার রাজাবাগান ঘাট, হুগলির চুঁচুড়ার চাঁদনি ঘাট, তামলিপাড়া ও হুগলি ঘাট, হালিশহরের জুটমিল ঘাট, এছাড়া মেটিয়াবুরুজ জেটি ঘাট এবং দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার পুজালি ঘাট।

যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য সেখানে একাধিক শৌচালয় সহ নানা ধরনের সুযোগ-সুবিধা থাকবে। প্রতিবন্ধীরাও যাতে লঞ্চে যাতায়াত করতে পারেন তার জন্য সিঁড়ির বদলে র‍্যাম্প তৈরি করা হবে। ওয়েস্ট বেঙ্গল ইনফ্রাসট্রাকচার ডেভলপমেন্ট কর্পোরেশন এই প্রকল্প রূপায়ণ করবে । বছর দেড়েকের মধ্যেই এই কাজ শেষ করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে। হুগলি নদীতে অত্যাধুনিক জেটি তৈরির পাশাপাশি বিশ্বব্যাঙ্কের টাকায় মোট ১৩টি ইলেকট্রিক ফেরি কিনতে চলেছে রাজ্য সরকার। তার মধ্যে সাতটি নন এসি এবং বাকিগুলো এসি ডেকযুক্ত। এর ফলে জলপথের প্রতি লোকে বেশি করে আকৃষ্ট হবেন বলে মনে করছেন পরিবহণ দপ্তরের কর্তারা।

মানুষের কাছে সেই উন্নয়ন তুলে ধরাই মূল লক্ষ্য: ফিরহাদ হাকিম

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আমূল পরিবর্তন হয়েছে বন্দর এলাকার। বদলে গিয়েছে অমিতাভ বচ্চনের দিওয়ার ছবির বন্দর এলাকার চেহারা। রবিবার পোর্ট এলাকায় পোর্টাথন অনুষ্ঠানে সস্ত্রীক যোগ দিয়ে জানালেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। তিনি আরো বলেন, পোর্ট এলাকা নতুন রূপে সাজিয়ে তোলা হয়েছে। মানুষের কাছে সেই উন্নয়ন তুলে ধরাই মূল লক্ষ্য।

এদিন সকালে কলকাতা বন্দর এলাকায় ম্যারাথনে পা মেলালেন কয়েক হাজার মানুষ। বন্দর এলাকাতে এই প্রথম এমন কোন উদ্যোগ বলে দাবি করলেন মেয়র কন্যা প্রিয়দর্শিনী হাকিম। কম বেশি ৩০০০ প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করে। ৭ হাজার, ১৪ হাজার ও ছোটদের জন্য ৫০০ কিমি দৌড়ের আয়োজন করা হয়েছিল।

অন্যদিকে এদিনের অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি প্রতিযোগীদের হাতে পুরস্কার তুলে দিয়ে বলেন, 'বর্তমান যুগে শরীরচর্চার প্রয়োজনীয়তা আছে। আর কলকাতার আবহাওয়া ম্যারাথনের উপযুক্ত। আরো বেশি পরিমাণে এই ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন হওয়া উচিত।' প্রতিযোগিতার উদ্বোধনে সস্ত্রীক মেয়র ফিরহাদ হাকিমের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার,এলাকার কাউন্সিলর দেবলীনা বিশ্বাস ও অন্যান্যরা।

জলপাইগুড়িতে দুটি গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু কিশোরীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, জলপাইগুড়ি: দুটি গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে এক কিশোরীর মৃত্যু হয়েছে। ঘটনায় আহত হয়েছেন তিনজন। শনিবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ির জাতীয় সড়ক-১৭-এর খুনিয়া মোড় সংলগ্ন এলাকায়। মৃতের নাম নেহা সিং। আহতদের নাম বিনয় মাহাতো (২৭), রাজেন রাই (৪০), সঞ্জোগ শেরপা (২৯)। পুলিশ দুর্ঘটনাকবলিত গাড়ি দুটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে এসেছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, একটি ভুটানি গাড়ি চালসা থেকে আসছিল। খুনিয়া মোড়ে অপরদিক থেকে আসা আরেকটি গাড়ির সাথে সংঘর্ষ হয়। এরপর চালসার দিক থেকে আসা একটি স্কুটারের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। রাজেন রাই এবং সঞ্জোগ শেরপা স্কুটিতে আরোহী ছিলেন, যারা গুরুতর আহত হয়েছেন। ঘটনার পর স্থানীয় লোকজন সবাইকে উদ্ধার করে সুলকাপাড়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়। প্রাথমিক চিকিৎসার পর, আঘাত গুরুতর হওয়ায় নেহা সিংকে মালবাজার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে রেফার করা হয়, কিন্তু পথেই তার মৃত্যু হয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

নন্দীগ্রামের হরিপুর ৫নং অঞ্চলের ৮৮ নং বুথের বিজেপি কার্যালয়ে গ্রামবাসী ও দলীয় কার্যকর্তাদের সাথে বসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'মন কি বাত' ডিজিট্যাল মাধ্যমে শুনলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

রবিবার মামুদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সুভাষনগর শিব মন্দির কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত আনন্দ ভোজন অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন সাংসদ অর্জুন সিং। উক্ত অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন মামুদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন উপ-প্রধান হারান ঘোষ, সজল সরকার, সুমিত ঘোষ, রানা দাশগুপ্ত, কেষ্ট ঘোষ, নাজমুল ইসলাম সহ গ্রামের মানুষজন। গ্রামবাসীদের দাবি মেনে বেহাল রাস্তা সংস্কারের অবশ্যই চেষ্টা করার আশ্বাস দিলেন সাংসদ।

নিখোঁজের সাতদিন পর দেহ উদ্ধার বড়ঞাতে, বিক্ষোভ থানার সামনে

নিজস্ব প্রতিবেদন, মুর্শিদাবাদ: সাতদিন নিখোঁজের পর পুকুর থেকে উদ্ধার যুবকের দেহ। ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদ জেলার বড়ঞায়। ববরপুর গ্রামের বছর ছাব্বিশের অভিজিৎ সাহাকে বড়ঞা গ্রামীণ হাসপাতালের পিছনের পুকুর থেকে দেহ উদ্ধার করা হয়। তারই প্রতিবাদে রবিবার সকালে পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলে বড়ঞা থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখায় মৃতের পরিবার। গ্রামবাসীর অভিযোগ এটা স্বাভাবিক মৃত্যু নয় খুন করা হয়েছে। তাই মৃতদেহ উদ্ধার করতে এলে পুলিশকে ঘিরেও বিক্ষোভ দেখানো হয়। উল্লেখ্য, ২২ জানুয়ারি ববরপুরের বাসিন্দা অভিজিৎ সাহা নিখোঁজ হওয়ার পর এক মহিলার কাছে থেকে তার মোবাইল ও জ্যাকেট উদ্ধার করে পুলিশ।

বইমেলা সমাপ্তির শেষ রবিবার বইপ্রেমীদের জনসমুদ্র। *ছবি: অদিতি সাহা*

পুণে বিমানবন্দর থেকে প্রায় সাত কেজি সোনা উদ্ধার, গ্রেপ্তার মহিলা-সহ ২

মুম্বই, ২৮ জানুয়ারি: পুণে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে প্রায় ৭ কেজি সোনা উদ্ধার হয়েছে। গ্রেপ্তার করা হয়েছে এক মহিলা সহ দু'জন ব্যক্তিকে। ডিরেক্টরেট অফ রেভিনিউ ইন্টেলিজেন্স (ডিআরআই) পুণে বিমানবন্দর থেকে ছয় কেজি ৯১২ গ্রাম সোনা নিয়ে দুবাই থেকে আসা এক মহিলা সহ দুই যাত্রীকে গ্রেপ্তার করেছে। আটক সোনার মূল্য আনুমানিক সাড়ে তিন কোটি টাকা। ডিআরআই আধিকারিকরা অভিযুক্তদের জিজ্ঞাসাবাদ করছেন। ডিআরআই সূত্রে রবিবার এই তথ্য জানানো হয়েছে। ডিআরআই জানিয়েছে, দুবাই থেকে সোনা পাচারের গোপন তথ্য পাওয়ার পরই বিমানবন্দরের যাত্রীদের ওপর নজর রাখছিল ডিআরআই আধিকারিকরা। দুবাই থেকে আসা এক মহিলা এবং দুজন যাত্রীকে পুণে বিমানবন্দরে সন্দেহজনক অবস্থায় দেখা গিয়েছিল এবং তারা দ্রুত বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। এই দুই যাত্রীকে সন্দেহ হওয়ায় ডিআরআই দল তাদের দু'জনকেই থামিয়ে তল্লাশি চালায়। দু'জনের বেল্ট ও পকেট থেকে ছয় কেজি ৯১২ গ্রাম সোনার পাউডার পাওয়া যায়। এরপর ডিআরআই দল দু'জনকেই গ্রেপ্তার করে। এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বনদপ্তরের সিসি ক্যামেরা চুরির অভিযোগে ধৃতের জেল হেপাজত

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: ঝাড়গ্রামে বন দপ্তরের লাগানো সিসি ক্যামেরা চুরি করার ঘটনায় শনিবার এক যুবককে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। রবিবার দুপুরে বিচারের জন্য ওই যুবককে ঝাড়গ্রাম আদালতে পেশ করল ঝাড়গ্রাম থানার পুলিশ। এদিন ঝাড়গ্রাম আদালতে পেশ করলে মহামান্য বিচারক ওই যুবককে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃত যুবকের নাম জিসুন হাঁসদা, বাড়ি ঝাড়গ্রামের সিধাডাঙা গ্রামে। জানা গিয়েছে, জঙ্গল থেকে হাতি লোকালয়ে ঢোকার আগে যাতে বন দপ্তর টের পায় তার জন্য ঝাড়গ্রাম শহর লাগোয়া জঙ্গল এলাকায় সিসি ক্যামেরা বসানোর উদ্যোগ নেয় বন দপ্তর। অভিযোগ, শুক্রবার বন দপ্তরের বসানো সেই সিসি ক্যামেরা চুরি করে যুবক জাসুন হাঁসদা। যা বন দপ্তরের ক্যামেরাতে প্রমাণ রয়েছে। শনিবার ঝাড়গ্রাম থানায় বন বিভাগের অভিযোগের ভিত্তিতে শনিবার যুবককে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

উৎসবকে কেন্দ্র করে বহু মানুষের রোজগার হয়: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: মেলা-উৎসবকে কেন্দ্র বহু মানুষের রোজগার হয়। রবিবার নৈহাটির গরুরফাঁড়ি মোড় সংলগ্ন ঘোষপাড়া রোডের ধারে দলের পুরনো কর্মীদের ডাকে আয়োজিত মিলন উৎসবে হাজির হয়ে এমনটাই বললেন ব্যারাকপুর কেন্দ্রের সাংসদ অর্জুন সিং। এদিন তিনি বলেন, ২৫ ডিসেম্বর থেকে জানুয়ারি মাসের শেষ পর্যন্ত বাংলার মানুষ উৎসবে মেতে ওঠেন। কিন্তু আগে এই সময়টা ছিল শুধু বনভোজনের মরসুম। সাংসদের কথায়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর শীতের আমেজে সকলেই মেলা ও উৎসবে মেতেছেন। আর এই মেলা কিংবা উৎসবের মধ্য দিয়ে অনেকের রোজগারও হয়। এদিনের মিলন উৎসবে হাজির ছিলেন হালিশহর পুরসভার প্রাক্তন উপ-পুরপ্রধান রাজা দত্ত, প্রাক্তন কাউন্সিলর বন্ধু গোপাল সাহা, অতনু রায় চৌধুরী, অরিন্দম দে, সংগ্রাম সরকার প্রমুখ। তবে এদিন বিজয় দে-র মতো অনেক পুরনো কর্মীরাও মিলন উৎসবে সামিল হয়েছিলেন।

অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় টিটাগড় রেল সিস্টেম লিমিটেডের বিবৃতি

নিজস্ব প্রতিবেদন: টিটাগড়ে কোম্পানির কারখানায় আগুন লাগার ঘটনায় বিবৃতি দেওয়া হল টিটাগড় রেল সিস্টেম লিমিটেডের তরফ থেকে।

এই বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, ২০২৪ সালের ২৭ জানুয়ারি রাত ১.৪৫ মিনিটে পশ্চিমবঙ্গের ব্যারাকপুরের টিটাগড়ের আর কে দেও রাস্তায় সংস্থার কারখানায় আগুন লাগে। দমকল বিভাগ, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ও কর্মীদের দ্রুত সহযোগিতা ও সহযোগিতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, এতে কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি এবং কোনও কাজও স্থগিত করা হয়নি। আগুন লাগার কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির বিষয়ে তদন্ত করছে সংস্থাটি। এই কারখানাটির জন্য পর্যাপ্ত বিমাও রয়েছে এবং বিমা কোম্পানিকে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করা হয়েছে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ২৯ জানুয়ারি ২০২৪ ১৪ মাঘ ১৪৩০ সোমবার

পরীক্ষার সময় এগিয়ে আসায় শিক্ষক শিক্ষিকাদের রিপোর্টিং টাইমেও বদল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পরীক্ষার সময়সীমা এগিয়ে আসার জেরে এবার শিক্ষক-শিক্ষিকাদের স্কুলে ঢোকার সময়সীমা এগিয়ে আনা হল। পর্ষদের তরফে যে নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে সেখানে বলা হয়েছে সকাল ৮ টার মধ্যেই শিক্ষক শিক্ষিকাদের স্কুলে ঢুকতে হবে। সকাল আটটার পর শিক্ষক শিক্ষিকারা স্কুলে ঢুকলে সেই রিপোর্ট পর্ষদকে পাঠাতে হবে বলেও নির্দেশিকা জানিয়েছে বোর্ড। এরপর ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষাকেন্দ্রে ঢুকতে পারবেন সকাল সাড়ে আটটার পর থেকে। জেলায় জেলায় এমনই নির্দেশিকা ইতিমধ্যেই পাঠানো হয়েছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের তরফ থেকে। ইতিমধ্যেই, উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার সময়সীমা এগিয়ে আনা হয়েছে। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার সূচি ও পরিবর্তিত রাখা হলেও পরীক্ষা শুরু সময়সীমা এগিয়ে আনার ব্যাপারে ইতিমধ্যেই নির্দেশিকা জারি করেছে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। দুপুর ১২ টার পরিবর্তে সকাল ৯টা ৪৫ থেকে শুরু হবে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা। রাজ্য প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠক করে গত বৃহস্পতিবারই এই নির্দেশিকা জারি করা হয় সংসদের তরফ থেকে।

অন্যদিকে, মধ্যশিক্ষা পর্ষদের কন্ট্রোল রুম চালু করা হয়েছে ইতিমধ্যেই। পর্ষদের তরফে জানানো হয়েছে ২৬ জানুয়ারি সকাল ১১ টা থেকেই পর্ষদের কন্ট্রোল রুম চালু করা হয়েছে ছাত্রছাত্রীদের জন্য। পর্ষদের তরফে জানানো হয়েছে ২৪ ঘণ্টা ব্যাপী চালু থাকবে কন্ট্রোল রুম। কন্ট্রোল রুমের নম্বরগুলি হল ০৩৩ ২৩৫৯-২২৭৭, ২৩২১-৩৮৪৪। কলকাতার পাশাপাশি বিভিন্ন জেলাতেও এদিন থেকেই ২৪ ঘণ্টা ব্যাপী কন্ট্রোল রুম চালু থাকবে। বর্ধমানের কন্ট্রোল রুমের নম্বরটি হল ৯১৪৭১৩৫৭৪৭, মেদিনীপুরের কন্ট্রোল রুমের নম্বরটি হল ৯১৪৭১৩৫৭৫২, উত্তরবঙ্গের কন্ট্রোল রুমের নম্বর হল ৯১৪৭১৩৫৭৪৮। পরীক্ষা সংক্রান্ত যে কোনও সমস্যা নিয়ে এই কন্ট্রোল রুমে ফোন করতে পারবেন ছাত্রছাত্রীরা। পাশাপাশি, মাধ্যমিক পরীক্ষার সময়সীমা এবার এগিয়ে এনেছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। সকাল ৯টা ৪৫ মিনিট থেকে দুপুর ১ টা পর্যন্ত হবে মাধ্যমিক পরীক্ষা। প্রসঙ্গত, উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে স্কুলগুলিতে নেওয়া যাবে স্কুলের পরীক্ষাও। এই মর্মে ইতিমধ্যেই নির্দেশিকা জারি করেছে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষের জন্য একাদশ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের বার্ষিক পরীক্ষাও নিতে পারবেন ওই দিনগুলিতে। এই মর্মে রাজ্যজুড়ে স্কুলে স্কুলে নির্দেশিকা দিয়েছে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ।

দৃষ্টিহীন ছাত্রীর আত্মহত্যার ঘটনায় অস্বস্তিতে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

নিজস্ব প্রতিবেদন, যাদবপুর: ফের এক পড়ুয়ার অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় চরম অস্বস্তিতে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এবার দৃষ্টিহীন এক ছাত্রীর আত্মহত্যার ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্র এবং একজন গবেষকের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে। আর এই অভিযোগ দায়ের হয়েছে মৃতা ছাত্রীর পরিবারের তরফেই। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকেও আত্মহত্যার ঘটনায় প্ররোচনার অভিযোগ জানিয়ে চিঠি দিয়েছেন ওই ছাত্রীর মা-বাবা। পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযুক্ত দু'জনও দৃষ্টিহীন।

প্রসঙ্গত, বিশ্ববিদ্যালয়ের মেন হস্টেলে গত বছর অগস্টে র‍্যাগিং ও ছাত্র মৃত্যুর ঘটনার ক্ষত এখনও পুরোপুরি সারেনি। এর মধ্যেই ফের এমন একটি অভিযোগ দায়ের হওয়ায় কর্তৃপক্ষ বেশ কিছুটা সাবধানীও। এই ঘটনায় রেজিস্ট্রার স্নেহমঞ্জু বসু জানান, অভিযোগের প্রেক্ষিতে কী পদক্ষেপ তা ঠিক করতে আলোচনা শুরু হবে। এক ছাত্রীর এমন মর্মান্তিক মৃত্যুকে গুরুত্ব দিয়েই দেখা হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে অবশ্য ক্যাম্পাসে বা হস্টেলে নয়, ওই ছাত্রী উত্তরবঙ্গে তাঁর বাড়িতেই আত্মহত্যা করেছেন। এদিকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে খবর, ওই ছাত্রী ইংরেজি বিভাগের। জলপাইগুড়ির মালবাজার থানা এলাকায় তাঁর বাড়ি। ক্যাম্পাসে হস্টেলে তিনি থাকতেন। গত ১৮ জানুয়ারি তিনি নিজের বাড়িতেই আত্মহত্যা করেন। বাবা-মায়ের অভিযোগ, এই আত্মহত্যার নেপথ্যে রয়েছে বন্ধুত্বের নামে প্রতারণা, বিশ্বাসভঙ্গ, সম্পর্কের জটিলতা এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে শালীনতার মাত্রা ছাড়ানোর মতো ঘটনাও। কর্তৃপক্ষের কাছে দায়ের করা অভিযোগপত্রে ওই ছাত্রীর মা-বাবা লিখেছেন, 'এই আত্মহত্যার পথ বেছে নেওয়ার কারণ হিসেবে রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই পড়ুয়া।'

মৃত্যুর আগে এ কথা তাঁরা মেয়ের কাছ থেকে জানতে পেরেছিলেন বলেও দাবি করা হয়েছে। ওই ছাত্র এবং গবেষকের নাম উল্লেখ করে মৃতার পরিবার লিখেছে, 'গত এক বছর ধরে প্রতারণামূলক বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। নানা ভাবে আমাদের মেয়েকে শারীরিক ও মানসিক ভাবে অত্যাচারিত হতে হয়েছে। গত ১ জানুয়ারি মেয়ে আমাদের বিষয়টি জানায়।' ওই ছাত্রীর মা ফোনে বলেন, 'আমার মেয়ে সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীন হলেও কোনও দিক থেকেই কম ছিল না। পড়াশোনায় জেলায় সেরাদের মধ্যে থাকত। যাদবপুরে গিয়ে এই ছেলেগুলোর সঙ্গে আলাপ হলে ওঁরা বন্ধুত্বের নাম করে নানা ভাবে ব্ল্যাকমেল করতে থাকে। মেয়ের থেকে টাকা-পয়সাও তোলা হয়। হোয়াটসঅ্যাপ বা ফোনে দেখেছি অশালীন কার্যকলাপও করা হয়েছিল।'

একইসঙ্গে তিনি এও জানিয়েছেন, 'মেয়ে নরম স্বভাবের ছিল বলেই ওঁকে এভাবে শেষ করে দেওয়া হল। মৃত্যুর আগে ওর সঙ্গে ওই দুই পড়ুয়ার ঘণ্টার পর ঘণ্টা ফোনে কথা হত। কিছুদিন আগে মেয়ের পরীক্ষার জন্য ওঁর সঙ্গে হস্টেলে গিয়ে আমি ১৫ দিন ছিলাম তখন বিষয়টা আমার প্রথম নজরে আসে।' পরিবারের দাবি, মেয়েকে মানসিকভাবে সাপোর্ট করার জন্য কলকাতার এক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শও করেছিলেন তাঁরা। মায়ের কথায়, 'মৃত্যুর আগে আমার মেয়ে কেবল একটাই কথা বলেছে, ওঁর জাস্টিস চাই।' এদিকে সূত্রে এ খবরও মিলেছে, গত ২৫ জানুয়ারি মালবাজার থানাতেও অভিযোগ করা হয়েছে। এদিকে যাদবপুরের রেজিস্ট্রার স্নেহমঞ্জু বসু জানিয়েছেন, 'মৃতার মা-বাবার সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। তবে অভিযোগপত্র পেয়েছি। দুঃখজনক ঘটনা। বিষয়টি আমরা আলোচনার জন্য ওই ছাত্রীর বিভাগ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিজেবিলিটি সেন্টারের কাছে পাঠাবো। আইনজীবীর সঙ্গেও আলোচনা করা হবে। সব পক্ষের মতামত সংগ্রহ করার জন্য আগামী সপ্তাহের শুরুতেই আমরা বৈঠকে বসছি।' এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের দৃষ্টিহীন ও বিশেষভাবে সক্ষম পড়ুয়াদের সংগঠন এফএসডির কাছেও ওই ছাত্রীর মা-বাবা সব জানিয়েছেন। সংগঠনের সাধারণ এক সদস্য শুভদীপ মণ্ডলের অভিমত, 'অপরাধ হয়ে থাকলে অপরাধী হিসেবেই তাদের দেখা উচিত, ছাত্র বা প্রতিবন্ধী বলে যেন কোনও ছাড় দেওয়া না হয়।'

কাঁচড়াপাড়ার কালীনগরে বোমা বিস্ফোরণ, জখম ২ ফেরিওয়ালা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: কাঁচড়াপাড়া পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের সুবোধ রায় সরণির কালীনগরে রবিবার বেলায় বিস্ফোরণ ঘটে। জানা গিয়েছে, স্থানীয় লোহা লক্কর ব্যবসায়ী রঘু রায়ের গোডাউনে এই বিস্ফোরণ ঘটে। বিস্ফোরণে গুরুতর জখম দুই বাতিল জিনিসপত্রের ফেরিওয়ালা কল্যাণীর জেএনএম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তবে প্রকাশ্য দিবালোকে বোমা বিস্ফোরনের ঘটনায় আতঙ্কিত কালীনগরের বাসিন্দারা। গোডাউন মালিকের মেয়ে অনিতা কৈরী জানান, এদিন বেলায় ক্যানসারে আক্রান্ত মাকে বাড়ির গেটের সামনে বসিয়ে ওষুধ খাওয়াচ্ছিলেন। ঠিক তখন তিনি একটা বোমা ফাটার বিকট আওয়াজ শুনতে পান। তৎক্ষণাৎ তিনি অসুস্থ মাকে নিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েন। অনিতা দেবীর দাবি, পরপর তিনটি বোমা ফাটার আওয়াজে গোটা এলাকা কেঁপে ওঠে। বোমা ফাটার খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বীজপুর থানার পুলিশ। ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ একটা তাজা বোমা উদ্ধারও করেছে। বিস্ফোরণের ঘটনা নিয়ে সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, পুলিশ তদন্ত করে দেখছে। তবে পুলিশ কমিশনার খুব সক্ষম ব্যক্তি। আশা করা যাচ্ছে, ঘটনার দ্রুত কিনারা করা সম্ভব হবে। এদিকে ঘটনার পর বিস্ফোরণস্থল পরিদর্শনে আসেন ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনার অলোক রাজোরিয়া। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে পুলিশ কমিশনার অলোক রাজোরিয়া বলেন, চাকদা থেকে নিয়মিত মালপত্র বিক্রি করতে কালীনগরে এই 'ভাংরি দোকানে' আসেন দুই মাঝবয়সি ব্যক্তি। এদিন বেলা ১২ টা নাগাদ তারা বাতিল জিনিসপত্রের সামগ্রী নিয়ে ওই দোকানে বেচতে আসেন। মালপত্র বাছাই করার সময় নাড়াচাড়া হতেই কৌট জাতীয় জিনিস বিকট শব্দে ফেটে ওঠে। সঞ্জয় অধিকারী নামে একজন ফেরিওয়ালা ডান হাতে গুরুতর আঘাত পান। আরেকজন বিধান দাস অল্প-বিস্তর আহত হয়েছেন। তারা দু'জনেই কল্যাণীর জেএনএম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। পুলিশ কমিশনার আরও বলেন, বিস্ফোরণে জখম দু'জন কোথা থেকে মালপত্র এনে ওই ভাংরি দোকানে বিক্রি করতে এসেছিল, তা খতিয়ে করে দেখা হচ্ছে। বিকেলের দিকে ওই ভাঙাচোরা লোহা-লক্কর মজুত থাকা ওই গোডাউনে বোমার খোঁজে তল্লাশি চালায় সিআইডি-র বম্ব স্কোয়াড।

দলমত নির্বিশেষে বাংলার মানুষ মুখ্যমন্ত্রীর জনমুখী প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছেন: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: দলমত নির্বিশেষে বাংলার মানুষ মুখ্যমন্ত্রীর সমস্ত জনমুখী প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছেন। রবিবার নৈহাটির ফেরিঘাট একতা সংঘ ও জর্জ রোড তরুণ সমিতির যৌথ উদ্যোগে দরিদ্র মানুষজনের মধ্যে শীতবস্ত্র প্রদান অনুষ্ঠানে এসে এমনটাই বললেন ব্যারাকপুর কেন্দ্রের সাংসদ অর্জুন সিং। এদিন তিনি বলেন, সেবামূলক কাজের চেয়ে বড় কাজ আর কিছুই হয় না। সামাজিক কাজের মধ্য দিয়েই তৃণমূল দলটা আজ এতদূর এগিয়েছে। সাংসদের দাবি, বাম জমানায় মানুষের কাছে পৌঁছতে খুব অসুবিধা হত। প্রতিকূলতা থাকা সত্ত্বেও তৎকালীন সময় মানুষের সেবা করা হত। সাংসদের সংযোজন, ২০১১ সালে দল ক্ষমতায় আসার পরও তাদের সেবামূলক কাজ অটুট রয়েছে। বছরের সারাটা সময় তারা নিজেদেরকে সেবামূলক কাজে নিয়োজিত রাখেন। এদিন শীতবস্ত্র প্রদান অনুষ্ঠানে সাংসদ ছাড়াও হাজির ছিলেন হালিশহরের প্রাক্তন উপ-পুরপ্রধান রাজা দত্ত, প্রাক্তন কাউন্সিলর বন্ধু গোপাল সাহা, তৃণমূল নেতা সঞ্জয় সিং, রানা দাশগুপ্ত, দীপঙ্কর ঘোষ, অতনু রায় চৌধুরী-সহ বিশিষ্টজনেরা।

সুপ্রিম কোর্টে জমা পড়তে চলেছে প্যানেল, আইনি জট কাটবে ১১,৭৬৫ শূন্যপদ নিয়োগে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: অবশেষে আইনি জট কাটতে চলেছে ১১,৭৬৫ শূন্যপদের নিয়োগে। সে কারণেই এখন চরম ব্যস্ততা পর্ষদে। সোমবার সুপ্রিম কোর্টে জমা পড়বে প্যানেল। প্রসঙ্গত, নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় মানিক ভট্টাচার্য গ্রেপ্তার হতেই পর্ষদ সভাপতির দায়িত্ব গিয়েছিল গৌতম পালের কাঁধে। এরপরই তিনি একটা নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করেন। কিন্তু, সেই নিয়োগ প্রক্রিয়া কাউন্সিলিং, ইন্টারভিউ পর্যন্ত এগিয়েও আইনি জটে আটকে যায়। ফলে নিয়োগপত্র দেওয়া সম্ভব হয়নি। কিন্তু, বর্তমানে সুপ্রিম কোর্টে যেভাবে মামলাটি নিষ্পত্তির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তাতে পর্ষদ মনে হচ্ছে শীঘ্রই মিলতে পারে নিয়োগপত্র দেওয়ার ছাড়পত্র এমনটাই জানাচ্ছেন পর্ষদের কর্তারা। এর পাশাপাশি প্যানেলে ছাড়পত্র পাওয়া নিয়ে আশাবাদী খোদ পর্ষদ সভাপতি। ফলে শীর্ষ আদালত ছাড়পত্র দিলেই দ্রুত চাকরিপ্রার্থীদের হাতে সেই নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া হবে, খবর পর্ষদ সূত্রে। সে কারণেই পর্ষদের তরফে প্যানেল তৈরি করা হচ্ছে। ২০২২ সালের নিয়োগের সেই প্যানেল যাবে সুপ্রিম কোর্টে। তারপর সুপ্রিম কোর্ট ছাড়পত্র দিলে নিয়োগ শুধু সময়ের অপেক্ষা বলেই মনে করছেন পর্ষদের কর্তারা। দ্রুত প্রাথমিক স্কুলগুলিতে চলে আসবে নতুন শিক্ষক। এখন দেখার সোমবার প্যানেল দেখে সুপ্রিম কোর্ট ছাড়পত্র দেয় কি না তা নিয়ে জোর চর্চা চলছে শিক্ষা মহল থেকে বঙ্গ রাজনীতির অন্দরেও। এদিকে দ্রুত নিয়োগ প্রক্রিয়া চালু করার দাবি ফের নতুন করে সরব হয়েছেন ২০২২ সালের টেট উত্তীর্ণরা। সুপ্রিম নির্দেশের দিকে তাকিয়ে তাঁরাও। এই প্রসঙ্গে এক চাকরিপ্রার্থী জানান, 'কিছুদিন আগেই আমরা পর্ষদ সভাপতির সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। উনি বলেছেন এই নিয়োগ প্রক্রিয়া মিটে গেলেই আমরা কী ভাবছি সেটা দেখতে পাবে।' অন্যদিকে বিশিষ্ট আইনজীবী তথা সিপিআইএম নেতা বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য এই প্রসঙ্গে জানান, 'সঠিক প্যানেল দিলে, দুর্নীতি না করলে নিয়োগে আদালতের কোনও নির্দেশ বাধা হবে না।'

দক্ষিণবঙ্গের আকাশে জমছে মেঘ, উধাও হবে শীত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ঠান্ডায় কাঁপছে দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলা। শনিবারের থেকে তাপমাত্রার পারদ নেমেছে বেশ কিছুটা। শনিবার কলকাতায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৩.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। রবিবার তা আরও কমে হয়েছে ১২.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ২ ডিগ্রি কম। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২৩.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। স্বাভাবিকের থেকে ৩ ডিগ্রি কম। পূর্বাভাস বলছে, পরপর পশ্চিমী ঝঞ্ঝার দেখা মিলবে বাংলার আকাশে। সে কারণেই দ্রুত উধাও হবে শীত। এই দফায় শীতের আয়ু আর একদিন। এদিকে জানুয়ারির শেষে আবারও দক্ষিণবঙ্গের আকাশে মেঘ জমতে পারে, এমনটাই জানাচ্ছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। রবিবার সকাল থেকেই দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলা কুয়াশার চাদরে ঢাকে। তবে বেলা গড়ালেই রোদের দেখা মিলবে। আগামী তিন দিন মনোরম পরিবেশ থাকবে বাংলায়। তবে শীতের আমেজ থাকলেও জাঁকিয়ে শীতের সম্ভাবনা আর নেই। সকালে হালকা কুয়াশা থাকলেও বেলা বাড়লে পরিষ্কার আকাশের সম্ভাবনা। আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, মঙ্গলবার থেকে আবহাওয়ার পরিবর্তন হবে দক্ষিণবঙ্গে। মঙ্গলবার থেকেই বাড়বে রাতের তাপমাত্রা। কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা পৌঁছতে পারে ১৭ ডিগ্রিতে। যদিও বিগত কয়েদিনে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১১ থেকে ডিগ্রির আশপাশে ঘোরাফেরা করছিল। কিন্তু, সেই হাড়কাঁপানো শীতের দেখা আর মিলবে না বলে মনে করা হচ্ছে।

অগ্নিদগ্ধ পুরসভার ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষের মা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: অগ্নিদগ্ধ হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন কলকাতা পুরসভার ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষের মা। সূত্রে খবর, অতীন ঘোষের মা গীতা ঘোষ শনিবার সন্ধ্যায় নলিনী সরকার স্ট্রিটের বাড়িতে অগ্নিদগ্ধ হয়েছেন। পুজো করতে গিয়ে দেশলাই কাঠি থেকে আগুন ধরে যায় তাঁর শাড়িতে। সেখান থেকেই দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে আগুন। এর জেরেই গীতার ঘোষের দেহের ৬৫ শতাংশ পুড়ে গিয়েছে বলে জানা গেছে। বর্তমানে তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এই ঘটনায় উদ্বিগ্ন অতীন ঘোষের পরিবারের সদস্যরা।

সূত্রে কবর, শনিবার বিকালে নলীন সরকার স্ট্রিটের বাড়িতে ছিলেন অতীন ঘোষের মা। সন্ধ্যা পৌনে সাতটা নাগাদ প্রদীপ জ্বালানোর জন্য দেশলাই কাঠি জ্বালান। কিন্তু তা ঠিক মতো না জ্বলায় পাশে ফেলে দেন এবং অন্য একটি কাঠি ধরানোর চেষ্টা করেন। সে সময়ই ওই কাঠি থেকে আগুন ধরে যায় তাঁর শরীরে। তা বুঝতে বুঝতে শাড়ির অনেকটাই ধরে যায়। চিৎকার শুনে অতীন ঘোষের তুতো দাদা এবং ভাইরা এসে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু ততক্ষণে শরীরের বড় অংশ পুড়ে যায় বলেই পরিবার সূত্রে খবর। সেই অবস্থায় উদ্ধার করে অতীন ঘোষের মাকে নিয়ে যাওয়া হয় আরজি কর হাসপাতালে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় সেখানে চিকিৎসাধীন তিনি। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, অতীন ঘোষের মায়ের শরীরের ৬৫ শতাংশ পুড়ে গিয়েছে। অতীন ঘোষের মায়ের বয়স ৮৫ বছর।

নজরদারি করার আধুনিক যন্ত্র নেই, দূষণ বাড়ছে শহরময়

অশোক সেনগুপ্ত

দূষণ মাত্রাতিরিক্ত থাকলে আধুনিক 'কন্টিনিউয়াস অ্যামবিয়েন্ট এয়ার কোয়ালিটি মনিটরিং স্টেশনে' (সিএএসিএমএস) সেটা ধরা পড়ে। কিন্তু কলকাতায় সংখ্যাটি অত্যন্ত কম। ফলে মার খাচ্ছে দূষণের মাত্রা বোঝার। হোঁচট খাচ্ছে দূষণ নিয়ন্ত্রণের কাজ। সূত্রের খবর, দিল্লিতে ৪০টি সিএএসিএমএস এবং ১০ টি ন্যাশনাল এয়ার মনিটরিং প্রোগ্রাম (এনএএমপি) আছে। দিল্লির জনসংখ্যার ২৬ শতাংশ এর ২-কিমি ব্যাসার্ধের মধ্যে থাকে। জনসংখ্যার ১০০ শতাংশ মনিটরিং নেটওয়ার্কের ৫০-কিমি ব্যাসার্ধের মধ্যে থাকে। মুম্বইয়ের মতো মেট্রো সিটিতেও ২৫ টি সিএএসিএমএস রয়েছে। সেখানে কলকাতায় সংখ্যা মাত্র ৭ টি। বছর দুই আগে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ জানিয়েছিল বর্তমানে কলকাতা পুরসভা এলাকাতে থাকা ৭টি সিএএসিএমএস-এর সঙ্গে আরও দশটি সিএএসিএমএস যোগ করা হবে। পরিবেশবিদ এবং 'সবুজ মঞ্চ'-র সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সোমেন্দ্র মোহন ঘোষ এ খবর জানিয়ে বলেন, গত বছর মার্চ মাসের মধ্যে সেগুলো হওয়ার কথা ছিল। তার মধ্যে আছে বানতলা চর্মনগরী, সেক্টর ফাইভ, বেহালা চৌরাস্তা ইত্যাদি। কিন্তু অনেক সময়েই পেরিয়ে গেলেও বড় নানা নির্মাণস্থলের কাছে বিভিন্ন ধরণের দূষণের পরিমাণ ও জনঘনত্ব, গাড়ির ঘনত্ব প্রভৃতি 'রিয়েল টাইম ডেটা' সংগ্রহ করা যাচ্ছে না। ফলে সমগ্র কলকাতার ১৮০ ডিগ্রি বায়ু দূষণ চিত্র পাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। কিছু পুরনো যন্ত্রের ওপর ভরসা করে থাকতে হচ্ছে। পরিবেশবাদী সংগঠন 'সবুজ মঞ্চ'-র সম্পাদক নব দত্ত জানান, আমরা চাই অবিলম্বে কলকাতা ও তার আশপাশের এলাকায় যেখানে বায়ু দূষণ মাত্রা দেশের গড় দূষণ মাত্রার চেয়ে অনেক বেশি সেখানেই সিএএসিএমএস তৈরি করা হোক। বিষয়টিকে সামনে রেখেই অতি সম্প্রতি স্বতঃপ্রণোদিত মামলা দায়ের করল ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইব্যুনাল। অভিযোগ, এর ফলে শহরের বেশির ভাগ অংশে দূষণ মাত্রাতিরিক্ত থাকলেও সেই সব জায়গায় আদৌ তদারকি করে দূষণ নিয়ন্ত্রণের উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হয় না। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের তরফে উল্লেখ করা হয়েছে, ২০১১-র জনসুমারির নিরিখে এই কেন্দ্রগুলি করা হয়েছে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় পর্ষদের নিয়ম মেনে আরও বাড়াতে পারে। প্রতিটি সিএএসিএমএস-এর জন্য খরচ হবে প্রায় দেড় কোটি টাকা। বিশ্বের যে কোনও স্থান থেকে এই ব্যবস্থার মাধ্যমে নির্দিষ্ট যেকোনও জায়গার পরিবেশগত বিশদ পরিস্থিতি বোঝা যাবে। সোমেন্দ্রবাবু এই প্রতিবেদককে বলেন, কলকাতার রবীন্দ্র সরোবরে ৮০ থেকে ৯০ বছরের অনেকেই প্রাতঃভ্রমণ করে শুদ্ধ বাতাস নিয়ে প্রতিদিন সুস্থ থাকার পরিকল্পনা করেন। আমার সঙ্গে দেখা হলেই অভিযোগ করেন, লেক থেকে বেরোলেই চারিদিকে বাতাসে একটা অস্বস্তি হয়। সত্যি, ওই সব জায়গায় গড় ধূলিকণার পরিমাণ শীতকালে প্রতি ঘন মিটারে ৩৫০ গ্রাম যা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্ধারিত মাত্রার ৩৫ গুন বেশি। রাজ্য সরকার যাতে কালবিলম্ব না করে নিম্নলিখিত কাজগুলি সম্পন্ন করেন—

১) শুধু মাত্র কাগজে কলমে নয়, বাস্তবেও খনিজ তেলে চলা ১৫ বছরের পুরনো গাড়িগুলোকে বাদ দেওয়া, ২) রাস্তার ধারে কয়লার উনুন জ্বালানো বন্ধ করা, ৩) কলকাতার রাস্তার ধুলো সকালে বিকেলে জল ছিটিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা, ৪) কলকাতার আশেপাশের পুকুর ভরাট বন্ধ করা, ৫) কলকাতায় আরও বায়ু পরিশোধক গাছ লাগানো এবং বিভিন্ন ওয়ার্ডে গাছ গননা করা, এর জন্য বৃক্ষসুমারী কমিটি গঠন, ৬) প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ বর্জন ও এগুলো পোড়ানো বন্ধ করা, ৭) জঞ্জাল জ্বলতে দেখলেই অপরাধীদের জরিমানার কাগজ ধরানো, ৮) জলপথে পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়ন, ৯) প্রাকৃতিক গ্যাসের এবং ব্যাটারিচালিত গাড়ির ব্যবহার বাড়ানো এবং ১০) অবিলম্বে বেশ কিছু সিএএসিএমএস স্থাপন এবং সেগুলো দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের সঙ্গে যুক্ত করা।

মাধ্যমিক পরীক্ষা থাকার কারণে অনির্দিষ্ট কালের ধর্মঘট প্রত্যাহার সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘটের ডাক দিলেও তা প্রত্যাহার করল সংগ্রামী যৌথমঞ্চ। রবিবার সাংবাদিক সম্মেলন করে এমনটাই জানান সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের আহ্বায়ক ভাস্কর ঘোষ। রবিবারের সাংবাদিক বৈঠক থেকে তিনি জানান, সোমবার থেকে অনির্দিষ্টকালের যে ধর্মঘট হওয়ার কথা ছিল তা হচ্ছে না। মাধ্যমিকের কারণে এই সিদ্ধান্ত তাঁরা নিয়েছেন। আগামী ২ ফেব্রুয়ারি থেকে এ বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হচ্ছে। তবে এই প্রতিবাদ কর্মসূচি থেকে যে সরছেন না তাঁরা এদিন তা জানাতেও ভোলেননি। এরই রেশ ধরে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের আহ্বায়ক জানান, মার্চের প্রথম সপ্তাহ থেকে অনশন ধর্মঘট চলবে।

একইসঙ্গে এও জানান, সোমবার থেকে কালো ব্যাচ পরে নিজের নিজের এলাকায় প্রতীকী আন্দোলন করবেন সরকারি কর্মচারীরা। একইসঙ্গে ভাস্কর জানান, নবান্নের সামনে অনশন করতে চেয়ে তাঁরা পুলিশের কাছে আবেদন জানাবেন। সেখানে অনুমতি না পেলে আদালতে যাওয়ার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন। তবে মার্চে যে ধর্মঘটের ডাক, তাতে সাধারণ মানুষকেও অংশ নেওয়ার জন্য আবেদন জানায় সংগ্রামী যৌথমঞ্চ। এই প্রসঙ্গে ভাস্কর ঘোষ এদিন বলেন, 'সরকারি কর্মীদের পাশাপাশি বঞ্চিত সাধারণ মানুষকেও আমাদের আন্দোলনের সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য আহ্বান করছি।' ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় হারে ডিএ'র দাবিতে চারজন অনশনে বসেন। তাঁদের মধ্যে একজনের শারীরিক অবস্থাও খারাপ হয়। যা নিয়ে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসকে চিঠি লেখেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এদিন ভাস্কর ঘোষ এই অনশন কর্মসূচি প্রসঙ্গে জানান, 'এই ৯ দিন ধরে অনশন করছেন। প্রত্যেকের ওজন ৪-৫ কিলো কমেছে। চারজনের মধ্যে তিনজনের ইউরিনে কিটন বডি দেখা গিয়েছে। একজনের বিলুরুবিন অত্যন্ত বেশি। একজনের লিভারের কার্যক্ষমতার রিপোর্ট ভালো না। বিরোধী দলনেতা ছাড়া কেউ খোঁজ নেননি। সরকারের পক্ষ থেকে কোনও সাড়া পাইনি।'

সম্পাদকীয়

খুব তাড়াতাড়িই কি লোকসভা ভোটে যেতে চাইছেন নরেন্দ্র মোদি!

সবকিছু ঠিকঠাক চললে তো লোকসভা ভোটের বাকি এখনও দু'মাসেরও বেশি। এখন থেকেই তাহলে প্রচারে এই গতি কেন? তাও আবার স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর? ইতিমধ্যেই ভোটের প্রাক্কালে ঠিক যা যা কর্মসূচি বিজেপি গ্রহণ করে, সেসব নেওয়া হয়ে গিয়েছে। প্রকাশ হয়ে গিয়েছে নির্বাচনের থিম সং। এখানেই শেষ নয়, নির্বাচনী ইস্তাহার তৈরির প্রক্রিয়াও দলকে শুরু করতে বলেছেন শীর্ষ নেতৃত্ব। দলীয় সূত্রে যা খবর, দিন পনেরোর মধ্যেই সেই কাজ শেষ হয়ে যাবে। সাধারণত, এই দু'টি কর্মসূচিই ভোট ঘোষণার পর নেওয়া হয়। বাজেট অধিবেশন শেষ হবে ৯ ফেব্রুয়ারি। অপেক্ষা শুধু সেই ক'দিনের। তারপরই ভোটের ইস্তাহার, রণকৌশল, স্লোগান নিয়ে ময়দানে ঝাঁপাবে বিজেপি। নির্বাচনী কমিটি, ইস্তাহার গঠন কমিটি, প্রার্থী বাছাই কমিটির বৈঠক শীঘ্রই ডাকা হচ্ছে। সোজা কথায়, 'যথা সময়ে' ভোটের অপেক্ষায় আর থাকতে চাইছেন না নরেন্দ্র মোদি। দিল্লির দরবারে জোর চর্চা, প্রধানমন্ত্রীকে আরও উৎসাহ দিচ্ছে মহাজোট 'ইন্ডিয়া'র মধ্যে চলা চোরাস্রোত। কংগ্রেসের ভূমিকায় ক্ষোভের বহর প্রতিদিন বাড়ছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গত কয়েকদিন ধরেই কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ক্ষোভ গোপন রাখছেন না। আম আদমি পার্টি, সমাজবাদী পার্টিও একই পথে হাঁটছে। তার উপর জোরদার হয়েছে নীতীশ কুমারের এনডিএতে ফেরার জল্পনা। এই অনৈক্যের সুযোগ নরেন্দ্র মোদি ছাড়তে চাইছেন না। উত্তরপ্রদেশের বুলন্দশহরে ছিল তারই ছায়া। কারণ, এদিনই 'রামরাজ্যের' জন্য ১৯ হাজার কোটি টাকার প্রকল্প ঘোষণা করেছেন মোদি। সুবিধা মূলত কারা পাবেন? তালিকায় কৃষক থেকে নারী, শ্রমিক থেকে অসংগঠিত ক্ষেত্র;প্রত্যেকে। মোদি বললেন, 'আমরা ইউরিয়া সারে রেকর্ড ভর্তুকি দিচ্ছি। ঠিক করে শুনছেন তো? ইউরিয়ার বস্তা যেখানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ৩ হাজার টাকা দরেও বিক্রি হয়, সেখানে আপনারা পাচ্ছেন ৩০০ টাকারও কমে। আরও বেশ কিছু সুখবর আসবে।' অন্তর্বর্তী বাজেটের কয়েকদিন এই ইঙ্গিতের অর্থ কী? তাহলে কি ভোট অন অ্যাকাউন্টও আচমকা হয়ে উঠবে জনমোহিনী? রামমন্দির উদ্বোধনের পরই কিন্তু একটা হাওয়া তুলে দেওয়া হয়েছে। শোনা যাচ্ছে, রামমন্দিরের উপহার হিসেবে নতুন কর কাঠামোয় আরও ৫০ হাজার টাকার ছাড় দেওয়া হবে। অর্থাৎ সাড়ে ৭ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বার্ষিক বেতনের আয়করে মিলবে ছাড়। ফলে এই কয়েকটি ঘোষণার পরই ভোটে গেলে রামমন্দির উদ্বোধনের উত্তেজনা, হাওয়া এবং আঁচ ধরে রাখা নিয়ে কোনও সংশয়ই থাকবে না। মোদি নিজেও সেকথা জানেন।

আনন্দকথা

বাঁধাঘাটের অনতিদূরে পদ্মকরবী ও কোকিলাক্ষ। পরমহংসদেবের ঘরের পাশে দুই-একটি কৃষ্ণচূড়ার বৃক্ষ ও আশেপাশে বেল, জুঁই, গন্ধরাজ, গোলাপ, মল্লিকা, জবা, শ্বেতকরবী, রক্তকরবী আবার পঞ্চমুখী জবা, চীন জাতীয় জবা।

শ্রীরামকৃষ্ণও এককালে পুষ্পচয়ন করিতেন। একদিন পঞ্চবটীর সম্মুখস্থ একটি বিল্ববৃক্ষ হইতে বিল্বপত্র চয়ন করিতেছিলেন। বিল্বপত্র তুলিতে গিয়া গাছের খানিকটা ছাল উঠিয়া আসিল। তখন তাঁহার এইরূপ অনুভূতি হইল যে, যিনি সর্বভূতে আছেন তাঁর না জানি কত কষ্ট হইল! অমনি আর বিল্বপত্র তুলিতে পারিলেন না। আর একদিন পুষ্পচয়ন করিবার জন্য বিচরণ করিতেছিলেন, এমন সময় কে যেন দপ্ করিয়া দেখাইয়া দিল যে, কুসুমিত বৃক্ষগুলি যেন এক-একটি ফুলর তোড়া, এই বিরাট শিবমূর্তির উপর শোভা পাইতেছে — যেন তাঁহারই অহর্নিশ পূজা হইতেছে।

(ক্রমশঃ)

জন্মদিন

আজকের দিন

রাজ্যবর্ধন সিং রাঠোর

১৯৬১ *বিশিষ্ট শিল্পপতি সঞ্জীব গোয়েঙ্কার জন্মদিন।*
১৯৬২ *বিশিষ্ট সাংবাদিক গৌরী লঙ্কেশের জন্মদিন।*
১৯৭০ *বিশিষ্ট শুটার ও রাজনীতিক রাজ্যবর্ধন সিং রাঠোরের জন্মদিন।*

কলকাতা বইমেলার চারযুগ
স্মৃতির পথ পেরিয়ে

পল্লব মিত্র

রামমোহন থেকে মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র থেকে বিদ্যাসাগর, গিরিশচন্দ্র ঘোষ থেকে রবীন্দ্রনাথ, গত ২০০ বছর সময় কালে এই সব মনীষীদের নানান সৃষ্টিতে গড়ে উঠেছে ঐতিহ্যর বাংলা সাহিত্য। এই কলকাতা শহরের একজন সাহিত্যর প্রতিনিধি হিসাবে সমগ্র এশিয়ার মধ্যে বাংলা কবিতার জন্য সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১১০ বছর আগে ইতিমধ্যেই রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন এর দ্বিশতবর্ষ উদযাপিত হয়েছে আর বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ? তিনি তো বিরাজ করছেন নানা ভাষায় অনুবাদের সূত্রে সমগ্র বিশ্ববাসীর কাছে সকলের কাছেই রবীন্দ্র সাহিত্য এক পরম সম্পদ।

তাই বইপত্র, পত্রিকা বা দৈনিক সংবাদপত্রের মধ্যে দিয়ে সুদীর্ঘকাল ধরে জনমানসে প্রসারিত হয়েছে বাংলা ভাষা, সংস্কৃতি ও সাহিত্য। সেই কারনেই বাংলায় আজও আমরা স্মরণীয় সব মনীষীদের অনন্য সব কীর্তির গরিমা বহন করে চলেছি। প্রথম স্কুল, প্রথম কলেজ, প্রথম পত্রিকা, বাংলা ভাষায় রচিত গ্রন্থ সবই কালে কালে রচিত হয়েছে এই বাংলা থেকে। এমনকি ১৭৭৮ সালে শ্রীরামপুরের পঞ্চানন কর্মকার কাঠের বাংলা হরফ তৈরি করে। পরবর্তী সময়ে শ্রীরামপুর থেকে সমাচার দর্পন সহ নানান পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল এই বাংলা ভাষাতেই। বিদ্যাসাগর স্বয়ং নানান বাংলা সাহিত্যর সম্ভার সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে আমাদের অক্ষর জ্ঞান থেকে শুরু করে সাহিত্যর শিক্ষা দান করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের গল্প , উপন্যাস, রচনার পাশাপাশি বঙ্গদর্শন পত্রিকা সম্পাদনার মধ্যে দিয়ে তিনিও আমাদের সাহিত্যর পথকে আলোকিত করেন। পূর্বসূরীদের এই মহান কীর্তিতে আমরা সমৃদ্ধ হয়েছি। এক কথায় বাংলা অক্ষরে ছাপা যে কোন বই আমাদের কাছে এক সুমহান ঐতিহ্য।

বই এর প্রতি আমাদের এই আকর্ষন দীর্ঘকাল আগে গড়ে তোলে বই বিষয়ক মেলার উন্মুক্তক্ষেত্র। যা সহজ ভাষায় আমরা বইমেলা বলে জানি। এমনিতে প্রবাদ আছে ''বাংলায় বারো মাসে তেরো পার্বন'', বই এর মেলা প্রায় চার যুগ আগে এই কলকাতায় স্থায়ী ভাবে প্রদর্শিত হয়ে নতুন প্রবাদগড়ে তুলেছে। যে বাংলায় বারো মাসে তেরো নয়, চৌদ্দ পার্বন

এবার আসা যাক বইমেলার কিছু পুরোনো জন্মলগ্নের কথায়। স্বাধীনতার পর ভারত সরকার সাহিত্য একাডেমি, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, প্রভৃতি সংস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন ভাষায় উল্লেখযোগ্য বই প্রকাশ ও বছরে একবার করে দিল্লিতে ও ভারতের বড় বড় শহরে সরকারি ভাবে বিভিন্ন বই প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে। দেখতে দেখতে কলকাতাতেও প্রকাশকদের নানা উদ্যোগে বেশ কয়েকবার এখানকার বিভিন্ন হলে ও এলগিন রোডেব কশিমবাজার রাজবাড়ির প্রাঙ্গনে কিংবা একাডেমি অফ ফাইন আর্টসে বই এর মেলার আয়োজন হয়েছিল। সত্তর এর দশকের গোড়ায় বিমল ধর দেবজ্যোতি দত্ত, সুপ্রিয় সরকার প্রমুখ একদল পুস্তক প্রকাশক বিদেশের বইমেলায় হাজির থেকে অনুভব করেছিলেন, যদি কলকাতায় পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশকদের পক্ষ থেকে নিয়মিত ভাবে বই মেলা সংগঠিত করা সম্ভব হয়। আনুষ্ঠানিক ভাবে গঠিত হল ''পাবলিসার্স এন্ড বুক সেলার্স গিল্ড '' যার প্রথম ডিরেক্টর ছিলেন বিমল ধর। ১৯৭৫ সালে বিড়লা তারামন্ডলের বিপরীত ময়দানে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রথম শুরু হলকলকতা বই মেলা যার উদ্বোধন করেন জাতীয় অধ্যাপক সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়। পৌরোহিত্য করেন, তৎকালীন শিক্ষা মন্ত্রী মৃত্যুঞ্জয় বন্দোপাধ্যায়। সেই শুর। এরপর কলকাতার সেই বইমেলা আনুষ্ঠানিক ভাবে স্বীকৃতি পেল আন্তজার্তিক বইমেলা সংগঠনে, বিশ্ব বইমেলার বার্ষিক ক্যালেন্ডারে লিপিবদ্ধ হল সম্পর্কে ঘোষনা। নানা কারনে ময়দান থেকে পার্ক স্ট্রিট বা মিলন মেলা প্রাঙ্গন থেকে পার্কসার্কাস ময়দান বা যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন থেকে বর্তমানে বিধান নগরের সেন্ট্রাল পার্ক, গত সাত বছর ধরে সরকারের সহযোগিতায় করুনাময়ী সংলগ্ন সেন্ট্রাল পার্কের বিশাল এলাকা জুড়ে গড়ে তোলা হয়েছে স্থায়ী বইমেলা প্রাঙ্গন।

ইতিমধ্যেই কলকাতার ঝামাপুকুর লেনে গিল্ডের নিজস্ব দোতলা ভবন অফিস তৈরি হয়েছে, সেখানে সারা বছর ধরে মেলা সংক্রান্ত নানা কাজকর্ম হয়ে থাকে গিল্ডের উদ্যোগেই। বিদেশের বিভিন্ন বড় বড় আন্তজার্তিক বইমেলার বছরে বিভিন্ন সময়ে বাংলা বই নিয়ে গিল্ড সেখানে অংশগ্রহন করে। বহুকাল থেকেই এককথায় ভালো ভালো বাংলা বই পৌঁছে যায় বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে উদ্যোগী বইপ্রেমিকদের হাতে।

সাধারণত জানুয়ারি মাসের শেষ থেকে ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথমদিকে মোট ১২ দিনের বইমেলা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। ভারতের বিভিন্ন শহরের ইংরেজি বইয়ের প্রকাশকরাও অংশ নেন এই মেলায়। পাশাপাশি কলকাতার প্রায় সমস্ত উল্লেখযোগ্য প্রকাশকরা তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী বিভিন্ন মাপের স্টল বা প্যাভিলিলিয়ন এর মাধ্যমে তাদের প্রকাশিত বই বিক্রির জন্য প্রদর্শন করেন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মেলার অঙ্গসজ্জা, বিভিন্ন আধুনিক সুযোগ সুবিধাও লক্ষ্য করা যাচ্ছে। প্রকাশকদের পাশাপাশি, বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান যেমন রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম সংঘ, শ্রীঅরবিন্দ ভবন, উদ্বোধন রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, বিভিন্ন মুসলিম সংস্থা ও নানা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান স্টল সাজিয়ে তাদের বিভিন্ন প্রকাশন ও পত্রিকা মেলায় হাজির করেন । আকারে বিশাল এই বই মেলায় লক্ষ লক্ষ পাঠকদের নজর কাড়তে ইংরেজি, বাংলা, হিন্দি ভাষায় প্রকাশন ও সংবাদপত্র ও নানান ইলেকট্রনিক্স সংবাদ চ্যানেল, স্টল ভাড়া নিয়ে দর্শকদের নজর কাড়ার চেষ্টা করেন। বইমেলাতে প্রথম পাঁচ-সাত বছর শেষ তিনদিন খোলা মাঠে জমে থাকা বিভিন্ন প্রকাশকের বই অসম্ভব কম দামে ঢেলে বিক্রি করা হত, যা সেই সময় বই বাজার নামে পরিচিত ছিল। বহু উৎসাহী বই সংগ্রাহক সেই বই বাজারের জন্য অপেক্ষায় থাকতেন এবং কম দামে বই সংগ্রহ করতেন।

১৯৯৭ সালে পার্কস্ট্রিট সংলগ্ন বইমেলা প্রাঙ্গন সকালবেলায় আগুন লেগে সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হয়ে যায়, কিন্তু তথ্যসংস্কৃতি মন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যর প্রত্যক্ষ উদ্যোগে দুদিনের মধ্যেই নতুন করে ত্রিপল টাঙিয়ে বইমেলা সম্পূর্ণ হয়, যা বইমেলার ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব ঘটনা। আবার আশির দশকের শেষে বইমেলাতেই লেখক যাযাবরের সাহিত্য সমগ্র প্রকাশ অনুষ্ঠানে বইমেলার মঞ্চেই গ্রন্থ উদবোধন করতে গিয়ে আকস্মিক হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হন আনন্দবাজারের সম্পাদক অশোককুমার সরকার। তারপর থেকে প্রতি বছর তার স্মৃতিতে বইমেলায় আয়োজিত হয় ''অশোককুমার স্মারক বক্তৃতা'' ১৯৮৪-৮৬ সালে মেলার সহযোগিতায় ''অতীত কে বাঁধতে ভবিষ্যৎকে রক্ষা কর'' শীর্ষক পুরোনো কলকাতার ছবির বিশাল প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল পর পর তিন বছর ''সোসাইটি ফর প্রিজারভেশন কলকাতার'' উদ্যোগে। সংস্থার সহসম্পাদক প্রতিদিন ঐ প্যাভিলিয়নে প্রদর্শনী ঘুরে দেখিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু থেকে প্রশান্ত শূর, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য থেকে অশোক মিত্র, রবিশংকর থেকে মৃনাল সেন, শম্ভু মিত্র থেকে অভীক সরকার-সহ রাজ্যর বহু উৎসাহী ব্যাক্তিত্বকে

১৯৮৫ সালে প্রবীন সাংবাদিক অমিতাভ চৌধুরীর সূত্রে বইমেলার মাঠে এসেছিলেন মহানায়িকা সুচিত্রা সেন। মেলা শুরু হবার আগেই কয়েকটি স্টলে ঢুকে তিনি পছন্দ মত বই কিনে আবার সবার অজান্তেই ফিরে গিয়েছিলেন। গিল্ডের আয়োজনে প্রতিবছর বিশ্বের একটি দেশকে থিম কান্ট্রি হিসাবে মেলায় উপস্থাপন করা হয়। সেই দেশের বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিক্ষা, সংস্কৃতির উপর প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয় বিশাল প্যাভিলিয়নে সেই দেশকে জানার ও বোঝার জন্য। যেমন এই বছরের থিম কান্ট্রি ইউনাইনেড কিংডোম। মেলায় বিশাল প্রেক্ষাগৃহে প্রতিদিন নানান অনুষ্ঠানে কবিতা পাঠ, গ্রন্থপ্রকাশ, সাহিত্য আলোচনা, প্রয়াত লেখককদের প্রতি স্মৃতিচারনা, সর্বোপরি প্রকাশকরা নতুন নতুন বই প্রকাশ করেন এই বইমেলার ক'দিনে

গিল্ড কর্তৃপক্ষ একজন করে প্রবীন লেখককে আজীবন সাহিত্যকীর্তির জন্য পুরস্কৃত করে থাকেন প্রতিবছর। এই বছর সেই পুরস্কার তুলে দেওয়া হল বানী বসুর হাতে। প্রতিবছর গিল্ড কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন স্টলে উৎকর্ষ এবং গঠনের সৌষ্ঠবেরকে বিবেচনা করে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় — তিনটি পুরস্কার তুলে দেন সেই স্টলের প্রকাশকদের হাতে। গত চারদশকের বেশি সময় ধরে মেলার বিভিন্ন প্রবেশ পথগুলিকে বিশ্বের বিভিন্ন স্মরণীয় গ্রন্থাগারগুলির আদলে তৈরি করা হয়। একই সঙ্গে লেখকদের শতবর্ষ, ১২৫ বর্ষ, বা 'সার্ধশতবর্ষ' স্মরণে বিভিন্ন আলোচনার আয়োজন করা হয়। এই ভাবে নানারকম বই, পত্রপত্রিকা, একটি পরিমন্ডল সুন্দর ভাবে গড়ে ওঠে এই কয়েকদিনের আন্তজার্তিক বইমেলা প্রাঙ্গনে। তাই বইমেলা রূপ পেয়েছে সব শ্রেণীর গ্রন্থ পাঠকদের ভালোবাসার স্পর্শ।

বিশ্ব কুষ্ঠদিবস উদযাপন এবং আমাদের ভূমিকা

ডাঃ শামসুল হক

কুষ্ঠ এমনই একটা মারাত্মক ব্যাধি যা এখনও পর্যন্ত কার ও কাছে তেমন একটা স্বস্তিদায়ক রোগ হিসেবে বিবেচিত হয়নি। এতে প্রাণহানির তেমন একটা ভয় না থাকলেও নিশ্চিতভাবে আছে অনেক ছোঁয়াছুঁয়ির ব্যাপারও। আবার আক্রান্ত সেই মানুষটির সঙ্গে দূরত্ব রক্ষা করে চলার জন্য ও সদা সচেতন আমরা। রোগীকে ছুঁলে বা তার এঁটো খাবার খেলে কিংবা তার সঙ্গে বসবাস করলে সেই মানুষটাও যে আক্রান্ত হয়ে যেতে পারেন সেই একই রোগে এটা নিয়েও ভাবিত আমরা।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতে কুষ্ঠ হল জীবাণুঘটিত এমন একটা রোগ যা প্রয়োজনে ভয়াবহ ও হয়ে উঠতে পারে। এই রোগের জন্য মূলত দায়ী করা হয়ে থাকে মাইক্রো ব্যাকটেরিয়াল লেপ্রি নামক একটা জীবাণুই। নর ওয়ের চিকিৎসা বিজ্ঞানী ডাক্তার জি. হ্যানস্যাম এই রোগ নিয়ে গবেষণা শুরু করেন এবং তার জীবাণুও আবিষ্কার করেন। বের করেন রোগমুক্তির উপায়ও।

এই রোগে দেহের চামড়া এবং চামড়া সংলগ্ন স্নায়ুকে আক্রমণ করেই শুরু করে তার বিস্তারও । আর এই রোগ এমনই অতর্কিতে একজন মানুষকে আক্রান্ত করে ফেলে যে সহসা সেটা কেউ টের ও পান না। প্রাথমিকভাবে চামড়ার উপর কেবল হালকা বাদামি রঙের একটা দাগ দেখা যায় মাত্র। মোটামুটিভাবে সেটাকে কেউ গ্রাহ্যের মধ্যেও আনার চেষ্টা করেন না। কিন্তু তা করলে কি হবে, ক্ষতি যেটুকু হওয়ার তা তো হয়েই যায়।

কুষ্ঠ রোগের জীবাণু একজন মানুষের দেহে প্রবেশ করার পর সাধারণত পনের দিন পর থেকে তার বংশ বিস্তার করতে শুরু করে। কিন্তু তার প্রকাশ ঘটে দুই, তিন প্রয়োজনে পাঁচ বছর পর। কোন কোন ক্ষেত্রে আরও বিলম্বেই ঘটে তার প্রকাশ। তখন আক্রান্ত ব্যক্তির দেহ মধ্যস্থ চামড়ার উপর হালকা বাদামি রঙের দাগ দেখা যায়। প্রাথমিকভাবে তা একটু বিবর্ণ হলেও ধীরে ধীরেই সে তার আসল রূপটাও প্রকাশ করে। তখন সেইসব জায়গায় লাল রঙের চাকা চাকা দাগ দেখা যায়। অনেক সময় সেটা আবার ফুলেও যায়। তখন বিলম্ব না করে অতি অবশ্যই নিতে হবে বিশেষজ্ঞের পরামর্শও।

আমাদের দেশে কুষ্ঠ হল একটা আঞ্চলিক সমস্যা। এই রোগের প্রাদুর্ভাব রয়েছে বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ব্রাজিল, ইন্দোনেশিয়া, মায়ানমার ইত্যাদি দেশেও। আর তা থেকে দূরে থাকতে হলে দূরে সরিয়ে রাখতে হবে সব ধরণের অজ্ঞাতাকেও। খোলা রাখতে হবে চোখ কানও। মনে রাখতে হবে যে, এই রোগকে অতি সাধারণ একটা রোগ হিসেবে গণ্য করাও চলবে না। কারণ কেবলমাত্র সুচিকিৎসারই অভাবে দেখা দিতে পারে পঙ্গুত্বও। শুধু তাই নয়, কুষ্ঠ রোগ মস্তিষ্ক এবং মেরুদন্ডের বাইরের দিকের স্নায়ুর, ত্বকের ক্ষতিও করতে পারে।

কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির জিনও অনেক সময় আবার সংক্রমণের জন্য দায়ীও হয়ে থাকে। তাই সতর্ক থাকতে হবে সেই ব্যাপারেও। এই রোগকে মানব সভ্যতার অতি প্রাচীনতম একটা ব্যধি হিসেবেই গণ্য করা হয়ে থাকে। চার হাজার বছর আগের ইতিহাসেও আছে তার বিবরণ। এর বিরুদ্ধে মিলিতভাবে সংগ্রাম করে চলেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সহ অন্যান্য আরও অনেক দেশও। তাই অতি আড়ম্বরের সঙ্গেই পালন করা হচ্ছে বিশেষ সেই দিনটাকেও।

এই রোগকে নিয়ে কালে কালে অনেক গুণীজনরাও চালিয়েছিলেন তাঁদের নিরলস গবেষণাকর্ম। ১৯৬০ সালে মার্কিন চিকিৎসক জন শেফার্ড ইঁদুরের দেহে কুষ্ঠ রোগের জীবাণু প্রয়োগ করে তার বিস্তারের কারণ এবং ঔষধ ও আবিষ্কার করেন। এই চিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত মাল্টি ড্রাগ থেরাপি এই আবিষ্কারেরই ফলাফল হিসেবে পাওয়া। ১৯৮২ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা তার অনুমোদন ও প্রদান করে।

মানুষের মনের গভীরে লুকিয়ে থাকা এহেন আশঙ্কার ঢেউ একটা সময় বিস্তারিতভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল সমগ্র বিশ্ব জুড়েই। তাই ১৮৭৪ সালে উইলেসি বাইলি নামক একজন আইরিশ চিকিৎসক দ্য লেপ্রসি মিশন নামক একটা সংস্থাও গড়ে তোলেন সেই রোগে আক্রান্ত রোগীদের সেবা করারই উদ্দেশ্যে। পরে ঠিক একই ধরণের আরও একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে অস্ট্রেলিয়াতেও।

কুষ্ঠ রোগীদের সেবার জন্য জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীও সবরমতী আশ্রমে ব্যয় করেছেন তাঁর নিজের জীবনের অনেকটা সময়ও। আর স্মৃতি রক্ষার্থেই রাষ্ট্রসঙ্ঘের হস্তক্ষেপে প্রতি বছর ৩০ শে জানুয়ারি বা তার কাছাকাছি রবিবারই কুষ্ঠ দিবস উদযাপনের জন্য নির্ধারিতও করা হয়। ছোট বড় সব বয়সী মানুষজনদেরই আক্রমণ করতে পারে এই রোগ। বাচ্চাদের মধ্যে চার থেকে শুরু করে পনের বছর বয়সীরা এবং বয়স্কদের ক্ষেত্রে মধ্যবয়স্ক থেকে একেবারে বৃদ্ধবস্থা পর্যন্ত, যে কেউই যে কোন সময়ই হতে পারেন এর শিকার। তবে সমীক্ষায় দেখা গেছে মেয়েদের তুলনায় পুরুষরাই এই রোগে বেশি আক্রান্ত হয়ে থাকেন।

ঘটনা যাই হোক না কেন , এই রোগের বাড়বৃদ্ধির জন্য কিন্তু দায়ী আমরা নিজেরাও। উদাসীনতা তো আছেই, তার সঙ্গে আবার আছে সচেতনতার অভাবও। তাই বিশ্ব কুষ্ঠদিবস যাতে সার্থক ও সম্পন্ন হয়ে ওঠে সেইদিকেই খেয়াল রাখতে হবে আমাদের।

বাবা ও ছেলেকে গুলি করে খুনের চেষ্টার অভিযোগ, উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: বাবা ও ছেলেকে গুলি করে খুনের চেষ্টা চালাল স্থানীয় দুষ্কৃতীরা। রবিবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটেছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পশ্চিম বেলগুড়া গ্রামে। গুলিবিদ্ধ জখম দু'জনকেই চিকিৎসার জন্য ভর্তি করানো হয়েছে মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি এবং সাংসদ রাহুল গান্ধির মালদায় সফরের আগে হরিশ্চন্দ্রপুরে গুলি চালানোর ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। পুরো ঘটনা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পশ্চিম বেলশুর গ্রামের ঘটনা। গুলিবিদ্ধ দুই ব্যক্তির নাম সাইজুল হক (৫২) এবং তার ছেলে আব্দুল রহিম (৩২)। গুলি চালানোর অভিযোগ উঠেছে প্রতিবেশী হাসান আলি আহমেদ এবং বজলুর রহমানের বিরুদ্ধে। সাইজুল হকদের জমিতে শৌচালয় নির্মাণ নিয়ে অভিযুক্ত প্রতিবেশীদের সঙ্গে তাদের বিবাদ হয়। সেই বিবাদের জেরেই অভিযুক্তরা গুলি চালিয়েছে বলে অভিযোগ। আহত দুই ব্যক্তি হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। গুলি চালানোর পর স্থানীয়রা ধাওয়া করলে অভিযুক্তরা পালিয়ে যায়। ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার বিশাল পুলিশ। সমগ্র ঘটনা নিয়ে শুরু হয়েছে তদন্ত।

আহতদের পরিবারের অভিযোগ, এলাকার একটি গ্রামীণ শৌচালয় নির্মাণ কি ঘিরেই এই গন্ডগোলের সূত্রপাত হয়। নিম্নমানের কাজ করার প্রতিবাদ করে গ্রামেরই জনৈক বাবা ও ছেলে। এরপরই স্থানীয় দুষ্কৃতীরা দু'জনকে গুলি করে বলে অভিযোগ। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্ত হাসান আলি এবং তার দলের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে অভিযুক্তদের খোঁজ চালানো হচ্ছে।

ন্যাকের বিচারে গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের এ গ্রেড

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: বিগত ১২ ও ১৩ ডিসেম্বর কলকাতার বেলেঘাটায় অবস্থিত গভর্নমেন্ট কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড সিরামিক টেকনোলজি কলেজে ন্যাশনাল অ্যাসেসমেন্ট অ্যান্ড অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিলের তিন সদস্যের একটি বিশেষ প্রতিনিধি দল কলেজ পরিদর্শন করেন। এই অ্যাসেসমেন্টের ফলাফল হিসেবে কলেজটি এ গ্রেডের একটি কলেজ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। এই স্বীকৃতিতে কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর কৃষ্ণেন্দু চক্রবর্তী ও অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষা কর্মী, বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীরা যারপরনাই অভিভূত। কলেজটি পশ্চিমবঙ্গের ন'টি গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের মধ্যে একমাত্র কলেজ যা ন্যাকের বিচারে এ গ্রেড ভুক্ত কলেজের শিরোপা পেল। এই ফলাফল রাজ্যবাসীর কাছেও একটি অত্যন্ত আনন্দের বিষয়।

পাবলিক নোটিশ

তারকেশ্বর, মাতাজি ভবন, টি.সি. রোড, তারকেশ্বর, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, ৭১২৪১০, মোবাইল নং - ৮৩৬০১২৮১৮৯

FEDERAL BANK

ফেডারেল ব্যাঙ্ক, তারকেশ্বর শাখা দক্ষ স্বর্ণকার হিসেবে পরামর্শদাতা হিসেবে নিয়োগের জন্য উপযুক্ত প্রার্থীদের কাছ থেকে দরখাস্ত আহ্বান করছে। আগ্রহী প্রার্থীদের ফেডারেল ব্যাঙ্ক, তারকেশ্বর শাখা থেকে প্রাপ্ত নির্ধারিত ফর্মে নিম্নোক্ত নিয়ম এবং শর্তাধীনে আবেদন দাখিলের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে :-

১. প্রার্থীকে অবশ্যই তারকেশ্বর বা নিকটবর্তী শহর/টাউনের বাসিন্দা হতে হবে।
২. প্রার্থীকে অবশ্যই পরম্পরাগতভাবে স্বর্ণকার হতে হবে এবং স্বর্ণালংকার তৈরি/খাঁটি ধাতুর বিষয়ে অভিজ্ঞতা সহ প্রস্তুতের সুনাম থাকতে হবে।
৩. প্রার্থীকে ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা হিসেবে ১০ শ্রেণি/এসএসএলসি পাশ এবং ০১.০২.২০২৪ তারিখ অনুযায়ী ৫৯ বছরের বেশি হলে চলবে না।
৪. প্রার্থীকে ন্যূনতম ২ বছরের স্বর্ণ যাচাইয়ে/অলংকার তৈরিতে অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
৫. প্রার্থীকে ভারতীয় নাগরিক হতে হবে।

আরও বিস্তারিত নিয়ম এবং শর্তাদি জানতে অনুগ্রহ করে ফেডারেল ব্যাঙ্ক, তারকেশ্বর শাখায় যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

তারিখ : ২৯/০১/২০২৪
স্থান : তারকেশ্বর

ব্রাঞ্চ ম্যানেজার
তারকেশ্বর শাখা

ফর্ম বি

গণঘোষণা

(ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্ক্রাপ্সি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনস্, ২০১৬-র রেগুলেশন ১২)

সিলভারটন স্পিনারস লিমিটেড -এর স্টেকহোল্ডারদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য

ক্র.নং	বিবরণ	বিশদ
১.	কর্পোরেট ডেটরের নাম	**সিলভারটন স্পিনারস লিমিটেড**
২.	কর্পোরেট ডেটরের সংস্থা গঠনের তারিখ	২৮/০৬/১৯৯৪
৩.	যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট ডেটর সংগঠিত/ নিবন্ধভুক্ত	আরওসি-কলকাতা
৪.	কর্পোরেট আইডেনটিটি নম্বর/কর্পোরেট ডেটরের লিমিটেড লায়াবিলিটি আইডেন্টিফিকেশন নং	L18101WB1994PLC063733
৫.	কর্পোরেট ডেটরের নিবন্ধভুক্ত দপ্তর এবং মুখ্য দপ্তরের ঠিকানা (যদি থাকে)	ফলতা ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রোথ সেন্টার, সেক্টর IV, ২৪ পরগনা। (দঃ), ফলতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭৪৩৫০৪
৬.	ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রসেস বন্ধের তারিখ	২৫/০১/২০২৪
৭.	কর্পোরেট ডেটরের লিকুইডেশন শুরুর তারিখ	২৫/০১/২০২৪
৮.	লিকুাইডেটর হিসেবে ইনসলভেন্সি প্রফেশনালের নাম ও নথিভুক্ত নং.	**প্রতাপ মুখার্জি IBBI/IPA-001/IP-02515/2021-2022/13851**
৯.	লিক্যুইডেটরের ঠিকানা ও ই-মেল অ্যাড্রেস যা বোর্ডের কাছে নথিভুক্ত	২৭এ, ভট্টাচার্য পাড়া রোড, পশ্চিম বড়িশা, পোস্ট- ঠাকুরপুকুর, কলকাতা-৭০০০৬৩, pratapmukerjee62@gmail.com
১০.	লিক্যুইডেটরের ঠিকানা এবং ইমেল যার দ্বারা যোগাযোগ সম্ভব	২৭এ, ভট্টাচার্য পাড়া রোড, পশ্চিম বড়িশা, পোস্ট- ঠাকুরপুকুর, কলকাতা-৭০০০৬৩, silverton.spinners@pbinsolvency.com
১১.	দাবি জমাকরণের শেষ তারিখ	**২৪.০২.২০২৪**

এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, ন্যাশনাল কোম্পানি ল' ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা **সিলভারটন স্পিনারস লিমিটেড** -এর লিকুইডেশন শুরু করার নির্দেশ দিয়েছেন **২৫/০১/২০২৪ তারিখে**।
সিলভারটন স্পিনারস লিমিটেড --এর স্টেকহোল্ডারদের এতদ্দ্বারা ডেকে পাঠানো হচ্ছে, তাঁদের একটি দাবি প্রমাণক অথবা দাবি আপডেট জমা করার জন্য **২৪ ফেব্রুয়ারি,২০২৪** তারিখে বা তার আগে, লিক্যুইডেটরের কাছে, দফা ১০ উল্লিখিত ঠিকানায়।
আর্থিক ক্রেডিটরগণদের শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক মাধ্যমে প্রমাণ সহ তাদের দাবি জমা দিতে হবে। অন্য সব ক্রেডিটরগণদের ব্যক্তিগতভাবে, ডাকযোগে বা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে প্রমাণ সহ দাবি জমা দিতে পারে।
দাবির মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর প্রমাণ জমা দিলে জরিমানা হবে।
লিকুইডেশন প্রক্রিয়া চলাকালীন কোনো স্টেকহোল্ডার তার দাবি জমা না দিলে, ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্ক্রাপ্সি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পারসন) রেগুলেশনস, ২০১৬-এর অধীনে কর্পোরেট ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রক্রিয়া চলাকালীন জমা দিতে হবে ,এই জাতীয় স্টেকহোল্ডারের দ্বারা জমা দেওয়া দাবিগুলিকে গণ্য করা হবে সেকশন ৩৮ এর অধীনে ।

প্রতাপ মুখার্জি
লিকুইডেটর
IBBI/IPA-001/IP-P02515/2021-2022/13851
২৭এ, ভট্টাচার্য পাড়া রোড, পশ্চিম বড়িশা, পোস্ট- ঠাকুরপুকুর,
কলকাতা-৭০০০৬৩, পশ্চিমবঙ্গ, ইমেল: pratapmukerjee62@gmail.com
প্রসেস ইমেল আইডি: silverton.spinners@pbinsolvency.com
মো: ৯৪৩৩১৬৯২১৪ / ৯৬৭৪৭৬৫৬৪৮

তারিখ: ২৯/০১/২০২৪
স্থান: কলকাতা

ফর্ম জি

মাল্টিপল হোটেলস প্রাইভেট লিমিটেড-কলকাতা এবং শান্তিনিকেতনে (পশ্চিমবঙ্গ) রিয়েল এস্টেস ব্যবসা পরিচালনাকারীর জন্য আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান

(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৬এ-এর সাব রেগুলেশন (১) অধীনে)

সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত

১	প্যান/সিন/এলএলপি নং সহ কর্পোরেট ডেটরের নাম	**মাল্টিপল হোটেলস প্রাইভেট লিমিটেড** PAN : AADCM1473D CIN : U55101WB1998PTC087564
২	রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা	৬, মিলন পল্লী দেশপ্রিয় নগর, বেলঘরিয়া, উত্তর পরগনা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত ৭০০০৫৬
৩	ওয়েবসাইটের ইউআরএল	কর্পোরেট ডেটর কর্তৃক কোনও ওয়েবসাইট রাখা হয়নি
৪	যেখানে অধিকাংশ স্থায়ী সম্পদ অবস্থিত	কলকাতা এবং শান্তিনিকেতন (পব)
৫	প্রধান পণ্য/পরিষেবা স্থাপনের ক্ষমতা	রিয়েল এস্টেট প্রজেক্ট, শান্তিনিকেতনে বাংলো নির্মাণ
৬	বিগত আর্থিক বছরে প্রধান পণ্য/ পরিষেবাদি বিক্রির পরিমাণ এবং মূল্য	আর্থিক বর্ষ ২০২০-২১ রেভিনিউ নেই
৭	কর্মী/কাজের লোকের সংখ্যা	-
৮	বিগত দুই বছরের, বিনিয়োগকারীগণের তালিকা, প্রক্রিয়াগত সংশ্লিষ্ট ঘটনা (শিডিউলড সহ) প্রাপ্ত আর্থিক প্রতিবেদন সহ পরবর্তী	জীতেন্দ্র লোহিয়া ২/৭ শরৎ বোস রোড, বসুন্ধরা বিল্ডিং, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ ইমেল মারফত জানা যাবে mhplcirp@gmail.com, ক্রেডিটরের তালিকা পাওয়া যাবে https://ibbi.gov.in/en/claims/claim-process
৯	প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের যোগ্যতার বিষয় পাওয়া যাবে সংশ্লিষ্ট কোডের ধারা ২৫(২)(এইচ) অধীনে	আগ্রহ প্রকাশক নথিতে উপযুক্ততার যোগ্যতাবলি উল্লিখিত আছে, mhplcirp@gmail.com ইমেল পাঠিয়ে কপি পাওয়া যাবে
১০	আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান গ্রহণের শেষ তারিখ	১৩.০২.২০২৪
১১	সম্ভাব্য প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের সাময়িক তালিকা ইস্যুর তারিখ	১৭.০২.২০২৪
১২	সাময়িক তালিকার বিষয়ে আপত্তি দাখিলের শেষ তারিখ	২২.০২.২০২৪
১৩	সম্ভাব্য প্রস্তাব আবেদনকারীগণের চূড়ান্ত তালিকা ইস্যুর তারিখ	২৩.০২.২০২৪
১৪	মেমোর্যান্ডাম, মূল্যায়ণ ম্যাট্রিক্স এবং প্রস্তাব পরিকল্পনা অনুরোধ ইস্যুর তারিখ	২৪.০২.২০২৪
১৫	রেজোলিউশন প্ল্যান জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	২৬.০৩.২০২৪
১৬	ইওআই দাখিলের প্রক্রিয়া ইমেল আইডি	mhplcirp@gmail.com

স্বা/- সিএ জীতেন্দ্র লোহিয়া
(IBBI/IPA/P00170/2017-18/10339)
AA1/10339/02/101224/106527, বৈধ : ১০.১২.২০২৪
২/৭ শরৎ বোস রোড, বসুন্ধরা বিল্ডিং, ৩য় তল, মিন্টো পার্কের নিকট কলকাতা - ৭০০০২০
মোবাইল ৯৮৭৪০৪৪০০০, ইমেল : jitulohia@knjainco.com
মাল্টিপল হোটেলস প্রাইভেট লিমিডে-এর পক্ষে

তারিখ : ২৫.০১.২০২৪
স্থান : কলকাতা

এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস্ লিমিটেড
রেজিঃ অফিস: "বৈভব", ৪এফ, ৪, লী রোড, কলকাতা-৭০০০২০
CIN NO: L74300WB1983PLC036342
দূরভাষ: ০৩৩-২২৯০-৭৪০০/৭৪০১/৭৪০২/০৫৪৪
ফ্যাক্স নং. ০৩৩-২২৮৭-৪০৪২/২২৪০-৬৮৮৪
ই-মেল: smifcap@gmail.com, cs.smifs@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.smifscap.com

সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস্ অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস্) রেগুলেশনস্, ২০১৫ -র রেগুলেশন ৪৭-এর সঙ্গে পঠিত রেগুলেশন ২৯ অনুসারে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, কোম্পানির পরিচালন পর্ষদের সভা শুক্রবার, ৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ বেলা ১১.৩০টায় কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে অনুষ্ঠিত হবে যেখানে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক সময়ের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল অনুমোদন করা হবে।
আরও জানানো যাচ্ছে যে, উক্ত নোটিস কোম্পানির ওয়েবসাইট www.smifscap.com এবং বিএসই লিমিটেড-এর ওয়েবসাইট www.bseindia.com যথায় কোম্পানির শেয়ার তালিকাভুক্ত, তথায় পাওয়া যাবে।

বোর্ডের আদেশক্রমে
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
(পুনম ভাটিয়া)
কোম্পানি সেক্রেটারি-কাম-কমপ্লায়েন্স অফিসার

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২৯.০১.২০২৪

ফর্ম নং আইএনসি : ২৫এ
(২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৪১ সংস্থান অদীনে)
পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরিত হওয়ার সংবাদপত্রে প্রকাশক বিজ্ঞাপন
রিজিওনাল ডিরেক্টর, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক, ইস্টার্ন রিজিওন , কলকাতা সমীপে

২০১৩ সালের কোম্পানি আইন,২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৪ এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৪১ অধীন বিষয় সম্পর্কিত

এবং

স্কাই হোসিয়ারি লিমিটেড, (CIN : U17120WB2010PLC151270) রেজিস্টার্ড অফিস : পোদ্দার কোর্ট, গেট নং ২, ৪র্থ তল, রুম নং ৩৪০, ১৮ রবীন্দ্র সরণি, কলকাতা -৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

...দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে **২৫ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখে** কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরিত করার জন্য ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৪ এবং উক্ত রুলস অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলে আগ্রহী।
যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে **বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in)** বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের (১৪) চৌদ্দদিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক, ২৩৪/৪, এজেসি বোস রোড, নিজাম প্যালেস, II এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, কলকাতা- ৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির উপরে উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

মেসার্স স্কাই হোসিয়ারি লিমিটেড'এর পক্ষে
স্বা/-
আনন্দ চোবে
(ডিরেক্টর)
ডিন-০২৪৪০২৯৭

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২৫.০১.২০২৪

SBI **এসবিআই আরএসিপিসি বেহালা (১৭৮৯৯)**
২৩এ/৪৪এক্স, ৪র্থ তল, জীবন তারা বিল্ডিং, ডি. এইচ. রোড, তারাতলা, কোল - ৭০০০৫৩ ইমেল - sbi.17899@sbi.co.in

পরিশিষ্ট IV (রুল-৮(১)
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

A/c No- 35397303435 & 35397304520

যেহেতু
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, **রাজাবাজার ডকইয়ার্ড ব্রাঞ্চ,** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ এর ৫৪ অধীন সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯ সংস্থান অধীনে ০২.০৬.২০২৩ তারিখে ঋণগ্রহীতা **শ্রী রাম নারায়ণ কেশরী এবং শ্রীমতি রাজকুমারী কেশরী সংশ্লিষ্ট সকল জমি এবং ভবন সমুদয় অংশ পরিমাণ ১ কাঠা ১৫ ছটাক ২০ বর্গফুট এবং তদস্থিত ভবন, মৌজা - রামদাশহাটি, জেএল নং ৪, মহেশতলা মিউনিসিপ্যালিটি অধীন, ওয়ার্ড নং ৩, অংশত হোল্ডিং নং বি২-৭৮/১৯৪/১, ২, পল্লীশ্রী রোড, থানা - মেটিয়াবুরুজ, বর্তমানে রবীন্দ্রনগর, কলকাতা - ৭০০০২৪, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা,** কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৫,১৪,৪৩৩.০০ টাকা (পাঁচ লাখ চোদ্দ হাজার চারশ তেত্রিশ টাকা) টাকা ২৫.০১.২০২৪ অনুযায়ী** এবং সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত পুঞ্জীভূত সুদ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন। আপনারা উল্লিখিত পরিমাণের সঙ্গে তাৎক্ষণিক ব্যয়, শুল্ক, চার্জ ইত্যাদি সহ চুক্তির হারে পরবর্তী সুদ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানে দায়বদ্ধ।
ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **২৫ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, **রাজাবাজার ডকইয়ার্ড ব্রাঞ্চ,** নিকট বকেয়া **৫,১৪,৪৩৩.০০ টাকা (পাঁচ লাখ চোদ্দ হাজার চারশ তেত্রিশ টাকা) টাকা** পরবর্তী সুদ সহ।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ : -
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ কমবেশি ১ কাঠা ১৫ ছটাক ২০ বর্গফুট এবং তদস্থিত ভবন প্লট মৌজা : রামদাসহাটি, জেএল নং -৪, মহেশতলা পুরসভার ওয়ার্ড নং : ৩, অংশ হোনিডেং নং বি২-৭৮/১৯৪/১, ২ পল্লিশ্রী রোড, থানা : মেটিয়াব্রুজ, বর্তমানে রবীন্দ্রনগর, কলকাতা-৭০০০২৪, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা।
স্বত্বাধিকারী : শ্রী রাম নারায়ণ কেশরী এবং শ্রীমতি রাজকুমারী কেশরী।
সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : গঙ্গারামপুর রোড, **দক্ষিণে :** দাগ নং ৫৩ জমি, **পূর্বে :** শিবু মন্ডলের জমি এবং দাগ নং ৫৬ এবং ৫৭ জমি, **পশ্চিমে :** আশুতোষ রায় এবং শ্রী বৃন্দাবন মন্ডল এবং দাগ নং ৫৬ জমি।

দ্রষ্টব্য- ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টে দখল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা কোনও কারণে নোটিশ না পেয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট এই নোটিশকে বিকল্প নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে হবে।

তারিখ - ২৫.০১.২০২৪
স্থান - কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ফর্ম এ
সাধারণ ঘোষণা
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৬ অধীনে)
গ্রিন ভ্যালি এনার্জি ভেঞ্চারস প্রাইভেট লিমিটেড
বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত

১.	কর্পোরেট ডেটরের নাম	গ্রিন ভ্যালি এনার্জি ভেঞ্চারস প্রাইভেট লিমিটেড
২.	কর্পোরেট ডেটরের গঠনের তারিখ	১১.০১.২০১০
৩.	যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট ডেটর গঠিত/নথিভুক্ত	রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ, কলকাতা
৪.	কর্পোরেট ডেটরের কর্পোরেট আইডেন্টিটি নং	U13100WB2010PTC140900
৫.	কর্পোরেট ডেটরের রেজিস্টার্ড অফিস এবং প্রধান অফিস (যদি কিছু থাকে) ঠিকানা	১৯এ/বি, মুক্তারাম বাবু স্ট্রিট, ৪র্থ তল, কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০০০৭
৬.	কর্পোরেট ডেটরের ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ	২৫.০১.২০২৪ (এনসিএলটি, কলকাতা আদেশ অনুযায়ী, সি.পি.(আই.বি) নং ২০৩/কেবি/২০২২ তারিখ ২৫.০১.২০২৪, এনসিএলটি থেকে ২৭.০১.২০২৪ তারিখে আইআরপি দ্বারা অর্ডার গৃহীত ইমেল মারফত)
৭.	ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া সমাপ্তির আনুমানিক তারিখ	২২.০৭.২০২৪ (ইনসলভেন্সি শুরুর তারিখ থেকে ১৮০ দিন)
৮.	সাময়িক প্রস্তাব পেশাদার হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারের নাম, রেজিস্ট্রেশন নম্বর	**নাম :** নীরজ আগরওয়াল **রেজিস্ট্রেশন নং** - IBBI/IPA-001/IP-P00130/2017-2018/10272
৯.	বোর্ডের নিকট রেজিস্ট্রিকৃত সাময়িক প্রস্তাব পেশাদারের ঠিকানা এবং ইমেল	**রেজিস্টার্ড অফিস :** ম্যাট্রিক্স টাওয়ার, ডিএন-২৪, ৫ম তল, রুম নং ৪০৭, সেক্টর ৫, সল্টলেক, কলকাতা - ৭০০০৯১ **রেজিস্টার্ড ইমেল আইডি : niraj@execonservices.com**
১০	সাময়িক প্রস্তাব পেশাদারের সহিত যোগাযোগের জন্য ঠিকানা এবং ইমেল	**যোগাযোগের ঠিকানা :** ম্যাট্রিক্স টাওয়ার, ডিএন-২৪, ৫ম তল, রুম নং ৪০৭, সেক্টর ৫, সল্টলেক, কলকাতা - ৭০০০৯১ **ইমেল আইডি : greenvalley.cirp@gmail.com**
১১	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ	১০.০২.২০২৪
১২	বিনিয়োগকারীগণের শ্রেণি, যদি কিছু থাকে, সংশ্লিষ্ট আইনের ২১ ধারার উপধারা (৬এ) এর (বি) পরিমেল অধীনে অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদার কর্তৃক নির্ধারিত	আইআরপি-র তথ্য অনুযায়ী প্রযোজ্য নয়
১৩	সংশ্লিষ্ট শ্রেণিতে বিনিয়োগকারীগণের অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারগণের চিহ্নিতকরণের নাম (প্রতিটি শ্রেণিতে তিনটি নাম)	আইআরপি-র তথ্য অনুযায়ী প্রযোজ্য নয়
১৪	(ক) সম্পর্কিত ফর্মগুলি এবং (খ) প্রাপ্ত অনুমোদিত প্রতিনিধিগণের বিস্তারিত	(ক) Web link:https://www.ibbi.gov.in/en/home/downloads (খ) সংশ্লিষ্ট ঠিকানা - প্রযোজ্য নয়

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছে **গ্রিন ভ্যালি এনার্জি ভেঞ্চারস প্রাইভেট লিমিটেড**-এর কর্পোরেট ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ **২৫ জানুয়ারি ২০২৪।**
গ্রিন ভ্যালি এনার্জি ভেঞ্চারস প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি **১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে** অর্ন্তবর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদারগণের নিকট ক্রম নং ১০-এ উল্লিখিত ঠিকানায় পেশ করতে।
আইআরপি এনসিএলটি-র অর্ডার ২৭.০১.২০২৪ তারিখে গৃহীত। যথাক্রমে, ২৭.০১.২০২৪ তারিখ থেকে ১৪ দিনের মধ্যে দাবি জমা দেবার জন্য সময় পাওয়া যাবে।
আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ কেবল বৈদ্যুতিন মাধ্যমেই তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন। অন্যান্য বিনিয়োগকারীগণ তাদের দাবি প্রামাণ্য নথি সহ ব্যক্তিগতভাবে বা ডাকযোগে বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে দাখিল করতে পারেন।
ক্রম নং ১২-য় উল্লিখিত তালিকা অনুযায়ী যে সকল আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ সংশ্লিষ্ট শ্রেণিভুক্ত তারা অনুমোদিত প্রতিনিধি বেছে নিতে পারেন ক্রম নং ১৩-য় উল্লিখিত তালিকায় ইনসলভেন্সি পেশাদার তিনজনের মধ্যে থেকে তাদের অনুকূলে অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে সংশ্লিষ্ট শ্রেণির ফর্ম সিএ অনুযায়ী কাজ করতে।
মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।

নীরজ আগরওয়াল
অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাব পেশাদার
মেসার্স গ্রিন ভ্যালি এনার্জি ভেঞ্চারস প্রাইভেট লিমিটেড
আইপি রেজি নং IBBI/IPA-001/IP-P00130/2017-2018/10272
এএফএ নং AA1/10272/02/191124/106361
এএফএ রেজিস্ট্রেশন বৈধ ১৯.১১.২০২৪ পর্যন্ত

তারিখ : ২৯.০১.২০২৪
স্থান : কলকাতা

ডব্লুপিআইএল লিমিটেড
CIN: L36900WB1952PLC020274
রেজিস্টার্ড অফিস: ট্রিনিটি প্লাজা, ৪র্থ তল, ৮৪/১এ, তপসিয়া রোড, (দক্ষিণ) কলকাতা-৭০০ ০৪৬

বিজ্ঞপ্তি

সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস্ অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস্) রেগুলেশনস্, ২০১৫ -র রেগুলেশন ৪৭(১)(এ) -এর সঙ্গে পঠিত রেগুলেশন ২৯(২) অনুসারে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, কোম্পানির পরিচালন পর্ষদের সভা শনিবার, ৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের জন্য কোম্পানির অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল বিবেচনা এবং অনুমোদন করা হবে, বিষয়টি বিধিবদ্ধ নিরীক্ষক দ্বারা সীমিত পর্যালোচনা সাপেক্ষে।

উক্ত নোটিস স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট **www.bseindia.com** এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট **https://www.wpil.co.in/investorservices.php** -তেও পাওয়া যাবে।

ডব্লুপিআইএল লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
ইউ. চক্রবর্তী
জেনারেল ম্যানেজার (ফিনান্স)
এবং কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান: কলকাতা
২৭ জানুয়ারি, ২০২৪

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস- কলকাতা দক্ষিণ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল, কলকাতা-৭০০০০১

পরিশিষ্ট-৪-এ" [রুল ৮(৬) -এ বন্দোবস্ত দেখুন] বিক্রয়

স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য বিক্রি বিজ্ঞপ্তি

২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এমফোর্সমেন্ট) রুলস -এর রুল ৮(৬) -এর অনুবিধির সঙ্গে পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল এ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি অ্যাক্ট অধীনে স্থাবর পরিসম্পাদি বিক্রয়-এর জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদার(গণ)কে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে নিচে বর্ণিত বন্ধকীকৃত/ ধার্যকৃত স্থাবর সম্পত্তি যার **প্রতীকী দখল** নিয়েছেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, সুরক্ষিত ঋণদাতা -এর অনুমোদিত আধিকারিক, যা বিক্রি হবে "যেখানে যেমন আছে", "সেখানে যা আছে", এবং "সেখানে যা কিছু আছে ভিত্তিতে", আগামী **১২.০২.২০২৪** তারিখে বিক্রি করা হবে বকেয়া টাকা পুনরুদ্ধারের জন্য নিচে উল্লিখিত প্রতিটি অ্যাকাউন্টের সাপেক্ষে, নিম্নে বর্ণিত ঋণগ্রহীতা(গণ) -এর কাছ থেকে, যা **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (সুরক্ষিত ঋণদাতা)**-এর প্রাপ্য।

ক্র নং.	ক) অ্যাকাউন্ট / ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পাওনা	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ ও তারিখ গ) বিড বর্ধিত পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) দায়বদ্ধতা
১.	ক) মেসার্স ডায়মন্ড কনস্ট্রাকশন (স্বত্বাধিকারী এবং বন্ধকদাতা- শ্রী তুহিন কান্তি সরকার) এবং শ্রী তারক নাথ বিশ্বাস এবং সংযুক্তা চ্যাটার্জি (জামিনদার) খ) বোড়াল শাখা	প্রায় ৮৩৫.৪১ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এলাকাযুক্ত শার্চি ভিলেজে এর ব্লক নং ৪ এর ৩য় তলায় ফ্ল্যাট নং ২ডি এর সকল যার আরএস দাগ নং ৮৩৩ (অংশ), ৮৩৪, আরএস খতিয়ান নং ১৪৯৯, জেএল নং ৪৩, পরগনা আনোয়ারপুর, আরএস নং ৬, সাব রেজিস্ট্রি অফিস- বারাসাত, তৌজি নং ১৪৬, মৌজা- উদয়রাজপুর, হোল্ডিং নং- ৩১/১, মধ্যমগ্রাম পৌরসভার ৪ নং ওয়ার্ডের অধীনে, থানা - বারাসত, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, তুহিন কান্তি সরকারের নামে এডিএসআর বারাসাতে নিবন্ধিত উপহার দলিলের নং ০০৭৭ সাল-২০০৯ হিসাবে রেকর্ড করা হয়েছে। **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর- গ্রামের পথ দ্বারা, দক্ষিণ- জেভি প্লাস্টো ক্রাফটস প্রাইভেট লিমিটেডের দখলে দাগ নং ৮৩৩ অংশ দ্বারা, পূর্ব- যশোর রোড দ্বারা, পশ্চিম- দাগ নং ৮৩১ এবং ৮৩২ দ্বারা।	৪৮,৬৬,৪৯৮.৩৯ টাকা (আটচল্লিশ লক্ষ ছেষট্টি হাজার চারশো আটানব্বই টাকা উনচল্লিশ পয়সা মাত্র) ৩০.১১.২০২১ অনুযায়ী তদুপরি আরও সুদ, চার্জ এবং খরচ সহ।	ক) ১৯,৬৯,০০০.০০ টাকা খ) ১,৯৬,৯০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা ঘ) IDIB50209633821 ঙ) নেই

ই-অকশনের তারিখ ও সময় : ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ (১২.০২.২০২৪) সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টা

বিডারদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, অনলাইন বিডে অংশগ্রহণের জন্য আমাদের ই-অকশন সার্ভিস প্রোভাইডার এমএসটিসি লিঃ -এর ওয়েবসাইট **(www.mstcecommerce.com)** দেখুন। টেকনিক্যাল সাহায্যের জন্য **এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং ০৩৩-২২৯০১০০৪** এবং সার্ভিস প্রোভাইডারদের অন্য চালু হেল্পলাইন নম্বরে অনুগ্রহ করে ফোন করুন। এমএসটিসির সাথে রেজিস্ট্রেশন স্টেটাসের জন্য, ইএমডি স্টেটাস জানার জন্য **ibapifin@@mstcecommerce.com** এ অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন।
সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট বিশদ তথ্যাদি এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়মাবলী ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে https://ibapi.in দেখুন এবং এই পোর্টাল সংশ্লিষ্ট কোনও সংশয় দূরীকরণের জন্য অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর '১৮০০১০২৫০২৬' এবং '০১১-৪১১০৬১৩১' -এ যোগাযোগ করুন।
বিডারদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, ওয়েবসাইট **https://ibapi.in** এবং www.mstcecommerce.com -এ সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি সম্বন্ধে খোঁজখবর নেওয়ার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তির আইডি নং ব্যবহার করুন।

দ্রষ্টব্য: এই বিজ্ঞপ্তিটি ঋণগ্রহীতা(গণ)/অংশীদার(গণ)/জামিনদার(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ) -এর প্রতিও

তারিখ: ২৯.০১.২০২৪
স্থান: কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

For Special General Meeting To be held on Sunday, 25.02.2024

To,
All THE MEMBERS OF NAYA SANSAR CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETY LTD
Dear Member,
You are hereby requested to attend a **SPECIAL GENERAL MEETING** to be held at **11Am on SUNDAY 25th February 2024** at New Site of Co-operative at Dag no -31 & 33 Mouza –Mirzapur, Alampur, New Kolora, Howrah without fail to discuss and decide about Agenda Listed, Hereunder

AGENDA

1. (A) To discuss and decide and to apply for requisite approval from the office of ARCS, Howrah about recent exchange of various pockets of land, that was essentially required by both the parties, as stated in Chart A and B , to make better utilization of mutually exchanged properties that both sides have agreed and have taken physical possession also, after conducting Joint Survey by Government Approved Surveyors appointed by both sides and to transfer the same by deed of registration (exchange).
Properties to be exchanged are shown in Chart- A & B

Chart -A

Properties to be given by M/s- Peacock Residency Pvt Ltd and others to Naya Sansar C.H.S.Ltd

Name of the Company	Mouza	R.S Dag No.	L.R Dag No.	LR Khatian No.	Area in Decimal
Bansal Business Pvt.Ltd.	Mirzapur	42	44	2044	2.63
Bansal Business Pvt.Ltd.	Mirzapur	49/833	62	2044	3.075
Bansal Business Pvt.Ltd.	Mirzapur	49	61	281	5.72
Tara Goods LLP	Mirzapur	31	34	2110	8.95
Gandharaj Vyapaar LLP	Mirzapur	31	34	2109	8.95
Peacock Residency LLP	Mirzapur	33	36	2107	36.60
Giriraj Barter LLP	Mirzapur	33	36	2079	11.00
JIT Steel Service Centre Pvt.Ltd.	Mirzapur	34	37	2081	0.27
BMW Infrastructure LLP	Mirzapur	15	17	2121	40.93
Oldage Residency LLP	Mirzapur	12	14	339/2	10.75
Shalini & Pratiti Bansal	Mirzapur	27	29	2108 & 2030	17.35
				Grand Total	146.225

Chart -B

Properties to be given by Naya Sansar C.H.S.Ltd to M/s Peacock Residency Pvt Ltd and others

Name of the Company	Mouza	RS Dag No.	LR Dag No.	LR Khatian No.	Area in Decimal
Naya Sansar Co-Operative Housing Society Ltd.	Argori	124	124	951	14.63
Naya Sansar Co-Operative Housing Society Ltd.	Mirazapur	32	35	951	80.00
Naya Sansar Co-Operative Housing Society Ltd.	Mirazapur	47	59	951	5.16
Naya Sansar Co-Operative Housing Society Ltd.	Mirazapur	35	38	951	17.36
Naya Sansar Co-Operative Housing Society Ltd.	Mirazapur	25	27	951	11
				Grand Total	128.15

(B) To consider and approve Mass Petition by members and resident Members of Naya Sansar Co-operative Housing Society Ltd to EARMARK AND ALLOT some area within the co-operative complex to set up convenient stores or essential facilities such as (Medicine Shop, Grocery Shop, Doctor Chamber, Tailoring Shop etc) or any further proposed and decided by the members in Special General Meeting and to apply for taking approval from the office of ARCS, Howrah.

Thanking You
Yours Faithfully
Parmjit Singh
Secretary

Delegate Election of
Howrah Municipal Corporation Employees' Co-operative Credit Society Ltd
Regd. No: 04 (How) 1957-58
H.O.: 4, Mahatma Gandhi Road, Howrah-711101

Memo No. : 04/Election(2023) **Notice** **Date: 29.01.2024**

The notice is hereby published for all the concerned that, In pursuance of memo no. 3731-CEC/IV-01/2012-13 dated 05.10.2023 of the Secretary, Cooperative Election Commission, West Bengal and subsequent memo no. 1270/II-6/12 dated 09.10.2023 of ARCS & Returning Officer, Howrah Range, We, the undersigned have been appointed as AROs to conduct and supervise the BOD election of the said Cooperative Society. This is to notify all the concerned that the election of Delegates scheduled to be held on 23.03.2024. The election schedule attached herewith will be considered as a part of this notice of the election of Delegates.

* Number of Delegates to be elected: As per below given table

Zone wise Distribution of Delegates (As per Draft Voter list)

Sl. No	Name of the Constituencies/ Zones	Name of the departments falling under the Zone	Number of members in each zone	Number of delegates to be elected from each Zone
1.	Zone 1	LAW, S.K. Hindi M.C.F.P. School, Bally Sub-Office_ Licence(Bally) Bally Su-Office_ General DPP(Bally), Despatch, Cons. BORO 4-A,Internal Audit, Cons.BORO 1-A, Bally Sub-Office_Con-W (IV)-(Bally), W.W. Majdoor B-4 Water Works Majdoor BR-7, Bally Sub-Office_Howrah (Bally), Education (Office), Non-traceable	250	10 (Gen-6,SC/ST-2, Female-2)
2.	Zone 2	Accounts, Bally Sub-office_P.F. Cell- (Bally), Bally Sub-office_ Accounts- (Bally), Personnel,Bally Sub-Office_ Establishment-(Bally), Bally Sub-Office_Cash-(Bally), Information Technology, Market, Planing and Development, Bally Sub-Office_ Rabindra Bha-(Bally), Cons.BORO 1-B, Cons. BORO 2-B,Cons. BORO 4-B, Sub-Office_School-(Bally), Bally_Sub-Office_NST-(Bally), Non traceable	250	10 (Gen-7,SC/ST-2, Female-1)
3.	Zone 3	Bally Sub-office_Motor Vehicle-(Bally), E-2 B-5, Bally Sub-Office_ NSC-(Bally), Cons. BORO 5-A, Bally Sub-Office_Con- W(I)-Bally, Exec. Engg -II, Bally Sub-Office_water Works-(Bally), Non Traceable.	250	10 (Gen-9,SC/ST-1)
4.	Zone 4	Cons. Boro 3-B, Shibpur Hindi School, W.W. Majdoor B-5, General, Store, Cons. Boro 2-A, E-2 B-2, Bally Sub-office_A.S.I.-W (II)- (Bally), Bally Sub-Office_ Con-W (V)- (Bally), Bally Sub-Office_Con-W (II)-(Bally), Water Works (P), Shibpur Bustee School, Bally Sub-office_Health-(Bally), Belg. T.Ground, Non Traceable	250	10 (Gen-7,SC/ST-1, Female-2)
5.	Zone 5	T.D. surekha School, Tikiapara M.F.P. Boys School, Bally Sub-office_ P.P.A.N. (Hos)-(Bally), Health, Bally Sub-Office_Store-(Bally), Engineering, Cons.Boro 3-A, Conservancy, Workshop, E-2 B-6, Ghusuri Hindi School, Non traceable.	250	10 (Gen-7,SC/ST-1, Female-2)
6.	Zone 6	Survey,Road and Building,W.W. Majdoor B-3,Bally Sub-Office_P.W.D-(Bally) E-2 B-4,E-2 B-7,Water Works Majdoor-BR-6,Non Tracable.	250	10 (Gen-8,SC/ST-1, Female-1)
7.	Zone 7	Assesment, Bally Sub-office_Assesment-(Bally), License, E-2 B-3, E-2 B-1, Bally Sub-office_ No Dept., Bally Sub-Office_ Hospital-KNAB-(Bally), Bally Sub-Office-W (III)-(Bally) Bally Sub-Office_ S.J.M.S. (Hos)- (Bally), Collection, H.A. Mamorial School, Bally Sub-Office_Law-Cell-(Bally), Motor, W.w.Majdoor B-2, Water Works (s), Water Works Majdoor- B-1, Non traceable	121	5 (Gen-5,SC/ST-0, Female-0)
		Total	1621	65 (Gen-49,SC/ST-8, Female-8)

Schedule for Delegate Election

SL No.	Programme	Date	Time	Place	Authorized Person
1.	Publication of Draft Voter List	30.01.2024	1.00 P.M.	Office of the HMC ECCS Ltd.	Assistant Returning Officer
2.	Claims & objections(if any)	01.02.2024 to 15.02.2024	11.00 A.M. to 2.00 P.M. (only on working days)	Office of the HMC ECCS Ltd.	Authorized Staff of HMC ECCS Ltd.
3.	Hearing related to claims & Objections against Draft Voter List	21.02.2024	1.00 P.M. onwards	Office of the HMC ECCS Ltd.	Assistant Returning Officer
4.	Publication of Final Voter List	22.02.2024	1.00 P.M.	Office of the HMC ECCS Ltd.	Assistant Returning Officer
5.	Issue of Nomination Papers	27.02.2024 28.02.2024 29.02.2024	1.00 P.M. to 4.00 P.M.	Office of the HMC ECCS Ltd.	Assistant Returning Officer/ Authorized Staff of HMC ECCS Ltd.
6.	Submission of Nomination Papers	01.03.2024 04.03.2024 05.03.2024	1.00 P.M. to 4.00 P.M.	Office of the HMC ECCS Ltd	Assistant Returning Officer
7.	Scrutiny of Nomination Papers	07.03.2024	1.00 P.M. onwards	Office of the HMC ECCS Ltd.	Assistant Returning Officer
8.	Publication of Valid Nominations	07.03.2024	After Completion of Scrutiny	Office of the HMC ECCS Ltd.	Assistant Returning Officer
9.	Last date of withdrawal of nomination papers	08.03.2024	Up to 3.00 P.M.	Office of the HMC ECCS Ltd.	Assistant Returning Officer
10.	Publication of final list of contesting candidates (after withdrawal, if any)	08.03.2024	After 3.00 P.M.	Office of the HMC ECCS Ltd.	Assistant Returning Officer
11.	Symbol allotment(if any)	13.03.2024	1.00 P.M. onwards	Office of the HMC ECCS Ltd.	Assistant Returning Officer
12.	Date of Election	23.03.2024	11.00 A.M to 3.00 P.M	In front of NULM Building, HMC	Polling Personnel
13.	Counting of Votes	23.03.2024	After completion of Poll	In front of NULM Building, HMC	Polling Personnel
14.	Declaration of Result	23.03.2024	After Completion of Counting	Office of the HMC ECCS Ltd.	Assistant Returning Officer

[N.B. :**1.** Voters should bring the office/Society ID card along with EPIC issued by ECI or any other photo identity card notified by ECI. **2.** Photocopy of Certificate from competent authority must be submitted with nomination form (if applied for SC/ST reservation) and original to be produced before the ARO. **3.** Nomination Paper should be submitted in the prescribed form –X as per rule 40(7)(i) of the WBCS Rules,2011. 4. Eligibility criteria of Candidature will be decided as per the W.B.C.S Acts 2006 and W.B.C.S Rules 2011 and the existing Bye-Law of the Society.]

Sd/- Subhankar Sarkar
Assistant Returning Officer
HMC ECCS Ltd.

Sd/- Biswajit Saha
Assistant Returning Officer
HMC ECCS Ltd.

বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে ধর্ষণ ও আত্মহত্যায় প্ররোচনার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বিজেপি নেত্রীর অস্বাভাবিক মৃত্যুকে ঘিরে রাজনৈতিক জলঘোলা, বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে দিনের পর দিন ধর্ষণ ও আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগ, অস্বস্তিতে গেরুয়া শিবির।

এক বিজেপি নেত্রীর অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক জলঘোলা শুরু হল বাঁকুড়ার সোনামুখী এলাকায়। মৃতা বিজেপি নেত্রীকে পদের লোভ দেখিয়ে দিনের পর দিন ধর্ষণ ও শেষমেশ তাঁকে আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগ উঠল বিজেপিরই এক নেতার বিরুদ্ধে। নেত্রীর অস্বাভাবিক

মৃত্যুর পর অভিযুক্ত নেতার কঠোর শাস্তির দাবিতে সরব হয়েছে মৃতার পরিবার। লোকসভার নির্বাচনের আগে এই ঘটনায় স্বাভাবিক ভাবেই অস্বস্তিতে গেরুয়া শিবির।

বাঁকুড়ার সোনামুখী পুরসভায় বিজেপির পরিচিত মুখ ছিলেন মৃতা। দলের মহিলা মোর্চার বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার গুরুত্বপূর্ণ পদেও ছিলেন তিনি। ২০২২ সালে সোনামুখী পুরসভা নির্বাচনে দল তাঁকে একটি ওয়ার্ডে প্রার্থীও করে। গত ২৩ জানুয়ারি সন্ধ্যায় নিজের ঘরেই গলায় দড়ির ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেন ওই নেত্রী। এরপরই নেত্রীর পরিবারের তরফে অভিযোগ, বিজেপির এক জেলা নেতা প্রথমে পদের লোভ দেখিয়ে ওই নেত্রীকে ধর্ষণ করেছিলেন। তারপর নগ্ন ছবি সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল করে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়ে দিনের পর দিন তাঁকে ধর্ষণ করে গিয়েছেন বিজেপির ওই জেলা নেতা। বিষয়টি নিয়ে নেত্রী সোনামুখী থানায় লিখিত অভিযোগও জানিয়েছিলেন। কিন্তু তারপরও পুলিশ অভিযুক্তর বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা না নেওয়ায় শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে হয়েছে বলে দাবি।

নেত্রীর অস্বাভাবিক মৃত্যুর পর অভিযুক্ত নেতাকে গ্রেপ্তারের দাবিতে ফের সরব হয়েছে মৃতার পরিবার। ধর্ষণের পাশাপাশি আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে মৃতার পরিবার। অভিযুক্ত নেতা পলাতক, তাঁর খোঁজে তল্লাশি চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। পলাতক থাকায় বক্তব্য মেলেনি অভিযুক্তর। তবে একদিকে নেত্রীর অস্বাভাবিক মৃত্যু অন্যদিকে এই ঘটনার পর দলেরই এক জেলা নেতার বিরুদ্ধে ধর্ষণ ও আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার মতো গুরুতর অভিযোগ সামনে আসায় অস্বস্তিতে গেরুয়া শিবিরের বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা নেতৃত্ব। তাঁদের দাবি, আইন আইনের পথে চলবে। অভিযোগ প্রমাণ হলে আইন অনুযায়ী শাস্তি হবে।

কংসাবতীর ছাড়া জল ক্যানেল উপচে আলু জমিতে

মাথায় হাত গোঘাটের চাষিদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: কংসাবতী ব্যারেজের ছাড়া জলে ডুবল হুগলির গোঘাটের বিঘার পর বিঘা আলু চাষের জমি। নতুন করে ক্ষতির মুখে গোঘাট-১ ও ২ ব্লকের আলু চাষিরা। রবি চাষের মরশুমে কংসাবতী ব্যারেজ থেকে জল ছাড়া হয়। চাষিদের অভিযোগ, কংসাবতী ব্যারেজ থেকে জল ছাড়ার বিষয়ে তাঁদের কিছু জানানো হয়নি। শনিবার রাত থেকে কংসাবতী ক্যানেল সহ সাব ক্যানেলের জল বের হওয়া মুখ গুলি থেকে জল বেরিয়ে আলু চাষের জমি ডুবিয়ে দিয়েছে। আগাম খবর থাকলে এই মুখগুলি বন্ধ করে দেওয়া যেত। বেশি ক্ষতি হয়েছে কংসাবতীর সাব ক্যানেল সংলগ্ন জমিগুলিতে। যে জমিগুলিতে নতুন করে আলু লাগানো হয়েছিল, তাতে ব্যাপক ক্ষতির আশঙ্কা করছেন চাষিরা।

বন্যা ও অতিরিক্ত বৃষ্টির ফলে গত বছর থেকে বিপুল ক্ষতির মুখে পড়েছে আরামবাগ মহকুমার আলু চাষিরা। বন্যায় ধান সহ অন্যান্য সবজির যেমন ক্ষতি হয়েছিল, তেমনই নিম্নচাপের বৃষ্টিতে পঞ্জাবের

যে আলুর বীজ লাগানো হয়েছিল তারও প্রায় সবটাই নষ্ট হয়েছিল। ঘুরে দাঁড়াতে আলু চাষিরা জমিতে নতুন করে আলু লাগিয়েছেন। আবারও শনিবার রাতে কংসাবতী জলাধার থেকে ছাড়া জলে গোঘাট-২ ব্লকের বেঙ্গাই, কামারপুকুর ও গোঘাট-১ ব্লকের কাঁটালি সহ বিস্তীর্ণ এলাকার আলু চাষের জমি ডুবে গিয়েছে। ডুবে যাওয়া জমির আলুর চারা পচে নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করছেন চাষিরা। রবিবার সকাল থেকেই তাঁরা জমি থেকে জল বের করার চেষ্টা করছেন। এই বিষয়ে শেখ আব্দুল রফিক নামে এক চাষি বলেন, হঠাৎ করে জল ছাড়ার ফলে ক্যানেলে জল চলে আসে। তারপর আলু জমিতে জল চলে আসে। স্থানীয় প্রধান সারা রাত চাষিদের পাশে থেকে জল বের করার চেষ্টা করেছেন। কামারপুকুর পঞ্চায়েতের প্রধান রাজদীপ দে বলেন, রাতেই জল ছাড়া হয়। ক্যানেলগুলো সংস্কার না হওয়ায় জলের প্রবাহমানতা ব্যাহত হয়। ক্যানেল উপচে জমি জল চলে যায়।আমরা সেচ দপ্তরকে বলেছি যাতে দ্রুত ক্যানেল সংস্কার করা হয়। সবমিলিয়ে হঠাৎ করে ছাড়া জলে প্লাবিত বেশ কয়েক বিঘা আলু জমি।

মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য কুম্ভমেলার অনুমতি দিল না ত্রিবেণী প্রশাসন

বিজেপির দাবি, অজুহাত

নিজস্ব প্রতিবেদন, ত্রিবেণী: মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য ত্রিবেণী কুম্ভমেলার অনুমতি দিল না প্রশাসন। হুগলি জেলার ত্রিবেণীতে গত দু'বছর আগে শুরু হয় কুম্ভমেলা। এ বছর ১১-১৩ ফেব্রুয়ারি মেলার দিন ধার্য করেছিল কুম্ভমেলা পরিচালন সমিতি। ১৩ তারিখ ছিল শাহি স্নান। কিন্তু ওই সময় মাধ্যমিক পরীক্ষা থাকায় জেলা প্রশাসন মেলার অনুমতি দেয়নি।

শনিবার সদর মহকুমাশাসক স্মিতা সান্যাল শুক্লা মেলা কমিটি, শিবপুর ক্লাব, বাঁশবেড়িয়া পুরসভা, দমকল, স্বাস্থ্য, পুলিশের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করেন। সেখানে মেলা পরিচালন সমিতিকে জানিয়ে দেওয়া হয় মেলার অনুমতি দেওয়া যাবে না। এ বিষয়ে মহকুমাশাসক জানান, কুম্ভমেলা গত দু'বছর হয়েছে। কিন্তু অনেক দিন আগে এই মেলা হত তার কোনও পূর্বের ইতিহাস নেই। সব মিলিয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষা রয়েছে এ সময়। নিরাপত্তা, দমকল ব্যবস্থা থেকে ভিড় নিয়ন্ত্রণ নিয়ে সমস্যা হতে পারে। সে জন্যই মেলার অনুমতি দেওয়া হয়নি।

যে মাঠে ত্রিবেণীর কুম্ভমেলা বসে সেই শিবপুর স্পোর্টিং ক্লাবের সম্পাদক ইন্দ্রজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি, 'গত দু'বছর জোর করে এই মেলা আমাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কোনও অনুমতি দেওয়া হয়নি ক্লাবের তরফে। আমরা এই মাঠে শুধু খেলোয়াড় তৈরি করতে চাই। মিলন মেলা যেটা হয় সেটা ক্লাবের ফান্ডিংয়ের জন্য। আমরা মহকুমাশাসককে বলেছি মেলা অন্যত্র হোক।' বাঁশবেড়িয়া পুরসভার ভাইস চেয়ারপার্সন শিল্পী চট্টোপাধ্যায়ের দাবি, 'মাধ্যমিকের সময়ে কুম্ভমেলা হওয়ার কথা ছিল। মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের কথা মাথায় রেখে এবার কুম্ভমেলা স্থগিত রাখা হল। সবার উপস্থিতিতে এই সিদ্ধান্ত হয়।'

ফোনে মেলা পরিচালন সমিতির পক্ষে শুভম শ্রীবাস্তব জানান, প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠক হয়েছে। এ বিষয়ে যা বলার সোমবার জানানো হবে। মেলা হচ্ছে না জানিয়ে দেওয়া হলেও দাবি, রবিবার সকালে দেখা যায় মেলার ব্যানার টাঙানো হচ্ছে শিবপুর মাঠের সামনে। দু'বছর আগে ত্রিবেণীতে শুরু হয় কুম্ভমেলা। এই মেলাকে উদ্যোক্তারা মিনি কুম্ভ বলে থাকেন। তবে মেলার অনুমতি না দেওয়া নিয়ে কটাক্ষ করেছে বিজেপি।

বিজেপির হুগলি জেলা সাধারণ সম্পাদক সুরেশ সাউ বলেন, 'কুম্ভমেলায় অনেক বিজেপি নেতৃত্ব যুক্ত। গতবার সুকান্ত মজুমদার এসেছিলেন। সামনেই লোকসভা ভোট। এখানে বহু সনাতনী যোগ দেবেন। তাই ভয় পেয়ে এই মেলা বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মেলার দিন অনেক আগে থেকেই ঠিক হয়ে থাকে। মাধ্যমিক পরীক্ষাটা অজুহাত ছাড়া আর কিছু না।'

নয়া প্রজন্ম পত্রিকার সম্পাদক তথা সবুজের অভিযানের কর্ণধার প্রয়াত কাঞ্চন সরকারের দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকী শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হলো সিউড়ি সবুজের অভিযান বর্ণপরিচয় কক্ষে। এদিন সমাজসেবী ছবিলা খাতুন ও অনিতা মুখোপাধ্যায়কে কাঞ্চন সরকার স্মৃতি পুরস্কার দেওয়া হয়।

মন্ত্রী, বিধায়ক উপস্থিতিতে হরিপালে মিছিল তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হরিপাল: রবিবার হরিপাল ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকে শুভেন্দু অধিকারীর অশালীন মন্তব্যের দাবিতে প্রতিবাদ জানাতে গোপীনগর হড়া মোড় থেকে হরিপাল ডাকবাংলো পর্যন্ত মহা মিছিল হয়। প্রায় ১০০০০ কর্মী সমর্থক নিয়ে বিশাল মহা মিছিল হয় এবং হরিপাল ডাকবাংলো মাঠে একটি প্রতিবাদ সভা হয়। উল্লেখ্য, শনিবার রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী হরিপালে মন্ত্রী বেচারাম মান্না ও বিধায়ক ডা. করবী মান্না সহ নেতাদের বিরুদ্ধে কুকথা ও অশালীন মন্তব্য করেন বলে দাবি।

উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী বেচারাম মান্না এবং হরিপাল বিধায়ক ডা. করবী মান্না, ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি দেবাশিস পাঠক সহ নেতৃত্ববৃন্দ। সিঙ্গুরের বিধায়ক মন্ত্রী বেচারাম মান্না বলেন, 'আজকের মহামিছিলে দশ হাজার মানুষ সামিল হয়েছিল। হরিপালের মানুষ শান্তিতে আছে, সিপিএমের জমানায় ওরা অনেক অত্যাচার করেছে। নিজেদের লোককেই খুন করেছে। অনেক তৃণমূল কর্মী বাড়িছাড়া ছিলেন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সময় সিপিএম খুব ভালো আছে। আর বিজেপির মিথ্যা প্রতিশ্রুতি সাধারণ মানুষ বুঝে গিয়েছে শুভেন্দু অধিকারী মুখ্যমন্ত্রীকে গালাগালি দিচ্ছেন। তিনি নানা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন চাকরির নিয়োগ নেই আর হুমকি আমরা ভয় পাই না। আমরা সব রকম ভাবে মানসিক ভাবে তৈরি সাধারণ মানুষ এর জবাব দেবে।'

মানবিক মুখ পশ্চিম বর্ধমান জেলা তৃণমূল সভাপতির

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: মানবিক মুখ পশ্চিম বর্ধমান জেলা তৃণমূল সভাপতির। পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম ২ ডিওয়াইএফআই কর্মীকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করলেন। জমা করলেন প্রাথমিক টাকাও। হাসপাতালে দাঁড়িয়ে থেকে চিকিৎসার তদারকি করে পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাসও দিলেন জেলা তৃণমূলের সভাপতি।

রবিবার রানিগঞ্জে ব্যক্তিগত কাজ সেরে গৌতম রুইদাস ও সঞ্জয় রুইদাস বাইক নিয়ে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে মুচিপাড়ার বাড়িতে ফিরছিলেন। তখনই প্রচণ্ড গতিসম্পন্ন অবস্থায় একটি ১২ চাকার ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ওই বাইকে ধাক্কা মারে। গৌতম রুইদাসের পায়ের ওপর দিয়ে চলে যায় ট্রাক। যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকেন তিনি। সঞ্জয় রুইদাসও অল্পবিস্তর আহত হন। এই দু'জনকে জাতীয় সড়কের ওপর পড়ে থাকতে দেখে পশ্চিম বর্ধমান জেলা তৃণমূলের সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীকে খবর দেন তাঁর মেয়ে।

আসানসোলের নিঘা এলাকায় দলের রক্তদান কর্মসূচি সেরে বাড়ি ফিরছিলেন জেলা তৃণমূল সভাপতি। মেয়ের কাছে খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছন। পুলিশের অ্যাম্বুল্যান্সে করে দুর্গাপুরের বিধাননগরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে দু'জনকে নিয়ে যান।

গৌতম রুইদাস এবং সঞ্জয় রুইদাসের চিকিৎসার প্রাথমিক খরচের জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা জমাও করেন তিনি। দীর্ঘক্ষণ তাঁদের চিকিৎসার তদারকি করেন।

পশ্চিম বর্ধমান জেলা তৃণমূলের সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর দাবি, দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তির মেয়ের কাছে খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহত দুজনকেই উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। পুলিশ খুব তৎপরতার সঙ্গে তাঁদের সাহায্য করেছেন। গৌতম রুইদাসের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাঁর দু'টি পা নষ্ট হয়ে গিয়েছে। সঞ্জয় রুইদাস স্থিতিশীল রয়েছে বলেও তিনি জানান।

শাহজাহানের বিরুদ্ধে মাছ কোম্পানির টাকা আত্মসাতের অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ মৎস্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, সন্দেশখালি: কলকাতা বাসন্তী হাইওয়ে সংলগ্ন মিনাখাঁর ঘোষপুর এলাকায় একটি মাছের কোম্পানিতে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে এজেন্টরা চিংড়ি জাতীয় মাছ সরবরাহ করত। ২০১৮ সালে অগস্ট মাসে পর থেকে ওই মাছের কোম্পানি এজেন্টদের টাকা দেওয়া বন্ধ করে দেয়। তখন সমস্ত এজেন্টরা এই মাছের কোম্পানির সঙ্গে মিটিং করে। সেই মিটিংয়েও উপস্থিত ছিলেন সন্দেশখালির বেতাজ বাদশা শেখ শাহজাহান। তিনিও এই মাছের কোম্পানির একজন এজেন্ট হিসেবে ছিলেন এই কোম্পানিতে শেখ শাহজাহান ও চিংড়ি দিতেন। সেই মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছিল কোম্পানিতে মজুত করে রাখা মাছ সমস্ত বিক্রয় করে এজেন্টের টাকা ফেরত দেওয়া হবে। সেই মতো শেখ শাহজাহান কোম্পানিতে থাকা সমস্ত মাছ নিয়ে অন্য কোম্পানিতে বিক্রি করে দেয়। আর সেই টাকা অন্যান্য এজেন্টদের না দিয়ে নিজেই আত্মসাৎ করে নেয়। আনুমানিক প্রায় পাঁচ কোটি টাকা অন্য এজেন্টদের টাকা আত্মসাৎ করে নেয় ওই তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহান। শেখ শাহজাহানের কাছে একাধিকবার টাকা ফেরতের জন্য গেলেও প্রথমের দিকে ভালো ব্যবহার করলেও পরবর্তীতে টাকা চাইতে গেলে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হত বলে অভিযোগ। এজেন্টরা বিভিন্ন এলাকা থেকে চিংড়ি সংগ্রহ করে কোম্পানিতে দিত, ফলে চাষিদের কাছ থেকে হুমকি শুনতে হচ্ছে এজেন্টদেরকে। কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ ও টাকা ফেরত এর দাবি তুলে ও ওই টাকা ফেরতের দাবিতে রবিবার ওই কোম্পানির সামনে বিক্ষোভ দেখান এজেন্টরা।

শিয়ালের আক্রমণে আহত

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: সন্ধে নামলেই শিয়ালের দখলে চলে যায় গোটা গ্রাম! শিয়ালের আক্রমণে আহত হলেন এক ব্যক্তি। ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনার মন্তেশ্বরে।

গ্রামবাসীর দাবি, রাতের অন্ধকারে বাড়িতে ঢুকে ছাগল, মুরগি, হাঁস মুখে নিয়ে চম্পট দেয় শিয়াল। এমনকি মানুষকে একা পেয়ে তার ওপর হামলা করতেও ছাড়ে না শিয়ালরা। শিয়ালের দাপাদাপির আতঙ্কে সন্ধে নামলেই কার্যত গৃহবন্দি হয়ে থাকেন কালনার মন্তেশ্বরের মাঝের গ্রাম, খাদরা সহ কাইগ্রামের বাসিন্দারা। প্রত্যেকদিন সকাল হতেই কোনও দিন কারও মুরগি উধাও, কোনও দিনবা ছাগল অথবা হাঁস।

তাঁদের আরও দাবি, প্রথমে গ্রামবাসীরা ভাবতেন চোরেরা রাতের অন্ধকারে এইগুলো নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। যতই শীত পড়েছে, ততই এই রহস্য প্রকাশ হয়। শীতের রাতে বাড়িতে ঢুকে ছাগল, মুরগি ও হাঁস নিয়ে চম্পট দিচ্ছে শিয়াল, রাস্তাঘাটে মানুষকে একা পেলেই হামলা চালিয়ে দিচ্ছে শিয়ালের দল। শিয়ালের আক্রমণে গুরুতর আহত হলেন এক ব্যক্তি।

জানা গিয়েছে, সকালে মুখ ধোয়ার সময় পেছন থেকে শিয়াল হামলা চালায় ওই ব্যক্তির ওপর। ওই ব্যক্তিকে টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে শিয়াল। আহতের চিৎকার শুনে পালিয়ে যায় শিয়াল। আহত ব্যক্তিকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করেন। শিয়ালের আক্রমণে ইতিমধ্যে বেশ কয়েকজন কম বেশি আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। সন্ধে হতেই শিয়ালের আতঙ্কে রাস্তায় বেরচ্ছেন না গ্রামবাসীরা। ফলে সন্ধ্যা হলেই শুনশান হয়ে যাচ্ছে পথঘাট। কবে এই আতঙ্ক কাটবে বুঝে উঠতে পারছেন না গ্রামবাসীরা।

স্বেচ্ছায় রক্তদান ও স্বাস্থ্যপরীক্ষা শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: রবিবার উত্তরপাড়া টাউন কিষান কংগ্রেসের উদ্যোগে উত্তরপাড়ার ভদ্রকালী শিবতলা উজ্জ্বল শিশু উদ্যানে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির ও বিনা ব্যয়ে স্বাস্থ্যপরীক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এদিন ৪০ জন রক্তদাতা রক্তদান করেন ও ৬০ জনকে স্বাস্থ্যপরীক্ষা করানো হয়।

এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস নেত্রী কৃষ্ণা দেবনাথ, প্রদেশ কংগ্রেস নেতা সৌরভ ঘোষ, রাজ্য কিষাণ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ইন্দ্রজিৎ দেব, ভাইস প্রেসিডেন্ট গোপাল দে, আবু আব্বাস উদ্দিন, জেলা মহিলা কংগ্রেস সভানেত্রী

মিঠু নাগ, জেলা কংগ্রেস নেতা বাবু ঘোষ, প্রদেশ কংগ্রেস সদস্য সুব্রত মুখোপাধ্যায়, উত্তরপাড়া টাউন কিষান কংগ্রেস সভাপতি মিলন চক্রবর্তী সহ বিশিষ্টরা।

বাড়ি থেকে গুলিভর্তি পিস্তল-সহ দুষ্কৃতী গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার হাড়োয়া থানার সোনাপুকুর শঙ্করপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের রাধানগর গ্রাম থেকে বছর ২৬ এর ফিরোজ মোল্লা ওরফে টিটুর বাড়ি থেকে গুলিভর্তি

বসিরহাট

পিস্তল উদ্ধার করে পুলিশ এবং তাকেও গ্রেপ্তার করে। পুলিশের খাতায় দীর্ঘদিন নাম ছিল ফিরোজের। সে বাড়িতে অস্ত্র মজুত করেছিল বলে অভিযোগ। গোপন সূত্রের খবর, আসলে পুলিশ আধিকারিক তাপস ঘোষের নেতৃত্বে একদল পুলিশ গিয়ে রবিবার ভোররাতে তার বাড়ি থেকে গুলি ভর্তি পিস্তল উদ্ধার করে। এদিন বসিরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাকে পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

সুন্দরবনে নতুন রাস্তায় হাত দিলেই রাস্তার পিচ উঠে আসছে, নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনা রাস্তায় নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে কাজ করার অভিযোগ। ঠিকাদারের গাড়ি আটকে বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের। ঘটনাটি উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের প্রত্যন্ত সুন্দরবনে দুলদুলি গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৬১ ও ১৬২ নম্বর বুথের। করুণা মোড় থেকে সুইচ গেট পর্যন্ত দুই কিলোমিটার রাস্তার জন্য বরাদ্দ হয়েছিলেন ১৮ লক্ষ ২৮ হাজার ১৭০ টাকা। নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে করা কাজ সদ্য সমাপ্ত হওয়া রাস্তা সংস্কারের কাজ শেষ হয়েছে। গাড়ি চললেই পিচ উঠে যাচ্ছে। ছোট বাচ্চা থেকে সাধারণ মানুষ হাত দিয়েই পিচের চাঙড় তুলে ফেলছে। রাস্তার কাজ শেষ হলেও রাস্তা কয়েকদিনের মধ্যেই খারাপ হয়ে যাবে বলে দাবি গ্রামের মানুষদের। প্রায় দু'কিলোমিটার রাস্তা পুনরায় নতুন করে তৈরির দাবিতে সাধারণ মানুষ আন্দোলন করছে। তারা একাধিক জায়গায় জানিয়েও কোন সুরাহা মেলেনি। তাদের দাবি সরকার টাকা খরচ করছে মানুষের উন্নয়নের জন্য। অথচ সেই কাজ দেখভালের অভাবে ও অসৎ ঠিকাদারের কারণে সেই উন্নয়ন মানুষের কাজে লাগছে না। তারা হুঁশিয়ারি দিয়েছেন রাস্তা যদি পুনরায় না হয়, তবে তারা আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে।

তামিলনাড়ুর বন আধিকারিকদের প্রশিক্ষণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: পশ্চিমবঙ্গের জঙ্গলমহলের জেলাগুলিতে মানুষ এবং হাতির সংঘর্ষে ক্রমাগত শস্য এবং জীবনহানির ঘটনা ঘটে চলেছে। এই অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গের বনাঞ্চলে মানুষ-হাতি সংঘর্ষকে প্রশমিত করার পদ্ধতি ও গৃহীত প্রশমন ব্যবস্থাগুলি প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে তামিলনাড়ু সরকারের বন বিভাগের ৩৫ জন আধিকারিক রাজ্যে এসে প্রশিক্ষণ নিয়ে গেলেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বনবিভাগের আধিকারিকরা মানুষ-হাতি সংঘর্ষ প্রশমনে গৃহীত পদক্ষেপগুলি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। তামিলনাড়ুর এই আধিকারিক দলের প্রধান ভেঙ্কটেশ প্রভু জানান, প্রধানত দুই রাজ্যের সরকার হাতির উপদ্রব, সংঘর্ষ ঠেকাতে দুই রাজ্যের বনবিভাগ কি কি পদক্ষেপ করছে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে সেই সম্পর্কে চিন্তাভাবনা ও তথ্যের আদান-প্রদান এই প্রশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য। খড়্গপুরের হিজলিতে অবস্থিত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বনদপ্তরের রাজ্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অধিকর্তা অনুসূয়া রায় জানিয়েছেন, দুই রাজ্যের বনদপ্তরের যৌথ উদ্যোগে এই ধরনের প্রশিক্ষণ রাজ্যে এই প্রথম। তামিলনাড়ুর সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের জঙ্গলের ভৌগোলিক গঠন, জঙ্গলের ধরন আলাদা। ওই রাজ্যে মানুষ-হাতি সংঘর্ষ প্রশমনের জন্য ব্যবহৃত প্রযুক্তি, শহরাঞ্চলে হাতির প্রবেশ আটকানোর জন্য গৃহীত পদক্ষেপ গুলি সম্পর্কে পাঁচ দিনের এই শিবিরে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। প্রয়োজনে এই প্রশিক্ষণ থেকে গৃহীত শিক্ষা বাস্তবে কাজে লাগানো হবে বলেও দুই রাজ্যের আধিকারিকরা জানিয়েছেন।

মুম্বইয়ের পর বাংলায় প্রথম রানাঘাটে

চালু রূপান্তরিত মাতৃভূমি লেডিস স্পেশাল ট্রেন

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: নদিয়ার রানাঘাট-শিয়ালদা রেলওয়ের যাত্রাপথে এবার নতুন পালকের সংযোজন। এবার রানাঘাট-শিয়ালদা শাখায় চালু হল রূপান্তরিত মাতৃভূমি লেডিস স্পেশাল ট্রেন।

এই ট্রেনটিতে যাত্রীদের একাধিক সুবিধা নিয়েই চালু হয় রবিবার সকাল ১০টা ৪৫ মিনিটে রানাঘাট ৫ নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে। এই ট্রেনটিতে রয়েছে দু'টি

স্পেশাল কোচ। রয়েছে প্রথম শ্রেণি ও দ্বিতীয় শ্রেণি। এছাড়াও জনসাধারণের জন্য জেনারেল কামরাও রয়েছে। প্রথম শ্রেণির কোচের আরামদায়ক বসার ব্যবস্থা সহ সিসিটিভি ক্যামেরা নিরাপত্তা, মোবাইল চার্জিং ছাড়াও একাধিক সুবিধা রয়েছে।

রানাঘাট ৫ নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে নতুন এই ট্রেনের উদ্বোধন করলেন রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি সাংসদ জগন্নাথ সরকার। এদিন উপস্থিত ছিলেন ডিভিশন্যাল রেলওয়ে ম্যানেজার শিয়ালদা ডিভিশনের দীপক নিগম। ট্রেন উদ্বোধনের শেষে বিজেপি সাংসদ জগন্নাথ সরকার জানান, ইস্টার্ন রেলওয়ে এই প্রথম চালু করেছে। মুম্বইয়ের পর দ্বিতীয় এই ট্রেন। সপ্তাহে রবিবার বাদে প্রতিদিনই রানাঘাট স্টেশন থেকে সকাল ৭টা ৪৫ মিনিটে শিয়ালদাগামী এই ট্রেন ছাড়বে। রেলের এই উদ্যোগে অত্যন্ত খুশি সকলেই। রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্র থেকে এই ট্রেন চালু হওয়াতে খুশি সাংসদ জগন্নাথ সরকার নিজেও।

রামমন্দিরকে কেন্দ্র করে ভারতের ঐক্যবদ্ধ শক্তি প্রতিফলিত হয়েছে ‘মন কি বাতে’ বললেন মোদি

নয়াদিল্লি, ২৮ জানুয়ারি: অযোধ্যার রামমন্দিরকে কেন্দ্র করে এই মহা সমারোহ আসলে ঐক্যবদ্ধ ভারতের শক্তিকেই প্রতিফলিত করেছে। মাসের শেষ রবিবারে ‘মন কি বাত’ অনুষ্ঠানে এমনটাই জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বললেন, ‘হাজার হাজার মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করেছে অযোধ্যার রামমন্দির।’

এ বছরের প্রথম মন কি বাত অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মন কি বাতের ১০৯তম পর্বে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে উঠে এসেছে একাধিক প্রসঙ্গ। নারী ক্ষমতায়ন থেকে শুরু করে দেশের সংবিধানের ৭৫ বছর নিয়েও বক্তব্য রেখেছেন মোদী। সেই সঙ্গে তাঁর কথায় উঠে এসেছে অযোধ্যায় রামমন্দিরে রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠার প্রসঙ্গও। এর পাশাপাশি আয়ুর্বেদ চিকিৎসা এবং অঙ্গদানের বিষয় উল্লেখিত হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে।

‘মন কি বাত’-এ প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, ‘রামমন্দির নিয়ে সকলের অনুভূতি সমান। সকলের ভক্তি সমান। সকলের মুখে মুখে রয়েছেন রাম। সকলের মনেও রয়েছেন সেই রাম।’

‘মনের কথা’য় মোদি রামরাজত্বের কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন শ্রোতাদের। তাঁর মতে, রামের শাসন দেশের আইনপ্রণেতাদের কাছে উদাহরণ হয়ে রয়ে গিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘এই কারণেই আমি গত ২২ জানুয়ারি অযোধ্যায় ‘দেব থেকে দেশ’ এবং ‘রাম থেকে রাষ্ট্র’ নিয়ে কথা বলেছি। রামের শাসন আমাদের কাছে দৃষ্টান্ত হয়ে আছে।’

পাশাপাশি ২৬ জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবসের প্যারেড নিয়ে উচ্ছ্বসিত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বিশেষত প্যারেডে মহিলাদের যোগদান প্রসঙ্গে মোদি বলেছেন, ‘এ বছরের ২৬ জানুয়ারি ছিল অসাধারণ। মহিলা শক্তিকে প্যারেডে অংশ নিতে দেখে অনেকেই প্রশংসা করছেন। কর্তব্য পথে তাঁদের দেখে দেশবাসী উচ্ছ্বসিত। দেশের সংবিধানের ৭৫ বছরের প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, তএ বছর ভারতের সংবিধানের ৭৫ বছর পূর্ণ হল। সুপ্রিম কোর্টেরও তাই। ভারতের সংবিধান জীবন্ত নথি। এর তৃতীয় অধ্যায়ে নাগরিকদের অধিকার বর্ণিত হয়েছে।’

অযোধ্যার মন্দিরে গর্ভগৃহ পরিষ্কারে উপহার হিসেবে এল রুপোর ঝাঁটা

অযোধ্যা, ২৮ জানুয়ারি: রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠার সময় থেকে ঈশ্বরের জন্য দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নানা রকম উপহার পাঠাচ্ছেন ভক্তরা। এবার অযোধ্যা মন্দিরের জন্য এল রুপোর ঝাঁটা। সেই ঝাঁটার ওজন ১ কেজি ৭৫১ গ্রাম। মন্দিরের গর্ভগৃহ পরিষ্কার রাখার জন্য উপহার হিসেবে তা পাঠিয়েছে রামভক্তদের সংগঠন ‘অখিল ভারতীয় মাঙ্গ সমাজ’। ভক্তদের তরফে অনুরোধ জানানো হয়েছে, মন্দিরের গর্ভগৃহ পরিষ্কার করার জন্য যেন ওই ঝাঁটাটি ব্যবহার করা হয়। একটি ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে, কাচের বাক্সে রাখা সেই রুপোর ঝাঁটা ভক্তেরা মাথায় করে নিয়ে আসছেন। ফুলের মালায় সাজানো হয়েছে সেই বাক্স। (যদিও এই ভিডিয়োর সত্যতা যাচাই করেনি একদিন সংবাদপত্র।)

‘প্রাণপ্রতিষ্ঠা’র আগেই শিশু রামের জন্য উপচে পড়েছে উপহারের ডালি। দেশের বিভিন্ন রাজ্য থেকে তো বটেই, বিদেশ থেকেও এসেছে উপহার। সোনা-রুপোর পাদুকা থেকে শুরু করে অষ্টধাতুর ঘণ্টা, মিহি রেশমের বস্ত্র, ঘড়ি, চুড়ি, গহনা, নাগাড়ু কিছুই বাদ যায়নি। উপহারের তালিকায় রয়েছে খাবারদাবারও। এমনকি, কুতুব মিনারের অর্ধেক উচ্চতার পেল্লাই ধূপকাঠিও পাঠানো হয়েছিল গুজরাত থেকে। এ ছাড়া ৫০০০ আমেরিকান ডায়মন্ড এবং দু’কেজি রুপো দিয়ে তৈরি একটি হার পাঠিয়েছেন সুরাতের এক গহনাশিল্পী। অবিকল রামমন্দিরের আদলে লকেট বানানো হয়েছে সেই হারের। হারের মালার অংশে খোদাই করা হয়েছে রামায়ণের চরিত্র।

ভারতীয় নৌসেনার জন্য রক্ষা ব্রিটিশ বাণিজ্যতরীর

ব্রিটেন, ২৮ জানুয়ারি: ভারতীয় নৌসেনার জন্য এ যাত্রায় রক্ষা পেল ব্রিটিশ বাণিজ্যতরী। মাঝ সমুদ্রে টানা ছ’ঘণ্টা আগুনের সঙ্গে লড়ে যান নৌসেনার ১০ কর্মী। এই লড়াইয়ের পর অবশেষে নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয় জাহাজের আগুন। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর নেই। ২২ ভারতীয়, ১ বাংলাদেশি-সহ জাহাজের সমস্ত যাত্রীর প্রাণ বাঁচানোর জন্য ভারতীয় নৌসেনাকে ধন্যবাদ জানাতে ভোলেননি ব্রিটিশ পণ্যবাহী জাহাজের ক্যাপ্টেন।

এডেন উপসাগরে ব্রিটিশ বাণিজ্যতরীতে হাউথিরা মিসাইল হামলা চালালে দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে জাহাজটি। জাহাজের মধ্যে থাকা যাত্রীদের পুড়ে মরার পরিস্থিতি তৈরি হয়। এডেন উপসাগরেই ক্ষেপণাস্ত্র ধ্বংসকারী আইএনএস বিশাখাপত্তনম মোতায়েন ছিল। প্রাণ বাঁচাতে ভারতীয় যুদ্ধ জাহাজের কাছে সাহায্য চান ব্রিটিশ জাহাজের ক্যাপ্টেন। এরপরই আগুন নেভানোর জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে ভারতীয় নৌসেনার বিশেষ দল। মাঝ সমুদ্রে জাহাজের আগুন নেভানোর জন্য ৬ ঘণ্টা লড়াই চালাতে হয় ১০ জওয়ানকে। তাঁদের চেষ্টাতেই শেষ পর্যন্ত রক্ষা পান জাহাজের যাত্রীরা।

বাণিজ্যতরীর ক্যাপ্টেন অভিলাস রাওয়াত ভারতীয় নৌসেনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, ‘প্রাণে বাঁচার সমস্ত আশা যখন ছেড়েই দিয়েছিলাম, তখনই আমাদের বাঁচাতে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় ভারতীয় নৌসেনার আইএনএস বিশাখাপত্তনম। নৌসেনার অগ্নিনির্বাপণ বিশেষজ্ঞদের কুর্নিশ। ওঁদের জন্যই প্রাণ বাঁচল। ভারতীয় নৌসেনাকে ধন্যবাদ।’ ভারতীয় নৌসেনার তরফে বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়েছে, ৬ ঘণ্টার লড়াই শেষে ওই বাণিজ্যতরীর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। বিপদ এড়াতে জাহাজটিকে কড়া নজরে রাখা হয়েছে।

নির্বাচনী ইস্তেহারে ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখার কথা উল্লেখ নওয়াজের

ইসলামাবাদ, ২৮ জানুয়ারি: ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখার কথা নির্বাচনের ইস্তেহারে উল্লেখ করলেন প্রাক্তন পাক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফ। আর দু’ সপ্তাহের মধ্যেই পাকিস্তানে নির্বাচন। তার আগে শনিবার নির্বাচনী ইস্তেহার প্রকাশিত হয় নওয়াজ শরিফের দল পাকিস্তান মুসলিম লিগের তরফে। এক্ষেত্রে বলে রাখা প্রয়োজন, প্রবল বিতর্ক উড়িয়ে দিয়ে আগামী নির্বাচনে লড়ার ছাড়পত্র মিলেছে নওয়াজ শরিফের। এবার পাক জনতার মন জয় করতেই তিনি ভারতের নাম ব্যবহার করছেন বলে দাবি রাজনৈতিক মহলের।

তবে শুধু ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখার বার্তাই নয়, বিপুল মূল্যবৃদ্ধির জেরে ধুঁকতে থাকা পাকিস্তানের বাসিন্দাদের জন্য একাধিক প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে মুসলিম লিগের তরফে। ক্ষমতায় এলে বিদ্যুতের বিলে ২০ থেকে ৩০ শতাংশ ছাড় দেওয়ার প্রতিশ্রুতি ছাড়াও সে দেশের অর্থনৈতিক হাল ফেরানোর কথাও উঠে এসেছে প্রাক্তন পাক প্রধানমন্ত্রীর দলের দেওয়া ইস্তেহারে। এমনকি, সন্ত্রাসবাদ প্রসঙ্গে কড়া বার্তা দেওয়া হয়েছে সেখানে। সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে আপস করা হবে না বলেও উল্লেখ রয়েছে।

এতকিছুর পরও সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, প্রতিবেশী দেশ ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার বার্তাও দেওয়া হয়েছে নওয়াজ শরিফের দেওয়া নির্বাচনী ইস্তেহারে। সেখানে বলা হয়েছে, ভারত-সহ অন্যান্য দেশগুলোর সঙ্গে শান্তি বজায় রাখবে পাকিস্তানের নতুন সরকার।

প্রসঙ্গত, পানামা দুর্নীতিকাণ্ডে নাম জড়িয়েছিল পাকিস্তানের চারবারের প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফের। এরপর থেকেই স্বেচ্ছায় নির্বাসনে ছিলেন প্রাক্তন পাক প্রধানমন্ত্রী। তিনি নিজের দেশ ত্যাগ করে ব্রিটেনে গিয়ে থাকছিলেন। এর মধ্যে তোষাখানা মামলায় নওয়াজের অস্বস্তি বাড়িয়ে দেয়। ২০২০ সালে বাজেয়াপ্ত হয়ে যায় তাঁর সম্পত্তি। তবে গত বছর আদালতের রক্ষাকবচ পেতেই চার বছর পরে দেশে ফিরে আসেন সঙ্গে বাজেয়াপ্ত হওয়া সম্পত্তিও ফিরে পান। এরপরই এবার নির্বাচন কমিশনের ছাড়পত্র পেয়ে ভোটেও লড়ার সিদ্ধান্ত নেন। পঞ্চমবারের জন্য প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসার জন্য এবার ভারতের সঙ্গেও শান্তি বজায় রাখার বার্তাও দিলেন নওয়াজ।

তামিলনাড়ুতে দুর্ঘটনায় মৃত্যু একসঙ্গে ছ’জনের

চেন্নাই, ২৮ জানুয়ারি: ভয়াবহ দুর্ঘটনা তামিলনাড়ুতে। গাড়ি চালক ক্ষণিকের জন্য ঘুমিয়ে পড়ায় ঘটে গেল বিপদ। দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল গাড়ির ছয় আরোহীর। রবিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ তামিলনাড়ুর সিঙ্গিলিপট্টি এবং পুন্নাইয়াপুরমের মাঝে।

পুলিশ জানিয়েছে, ছ’জন গাড়িতে ঘুরতে গিয়েছিলেন। কুত্রালামে ফিরছিলেন। রবিবার ভোর সাড়ে ৩টের সময় দুর্ঘটনার কবলে পড়ে গাড়িটি। প্রাথমিক ভাবে পুলিশ জানতে পেরেছে, গাড়িক চালকের চোখ জুড়িয়ে এসেছিল। ফলে তিনি গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। সেই সময় উল্টো দিক থেকে একটি ট্রাক আসছিল। গাড়িটি সোজা গিয়ে ধাক্কা মারে ট্রাকটিতে। গাড়িটি দুমড়ে ট্রাকের নীচে ঢুকে যায়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় পাঁচ আরোহীর। গুরুতর জখম অবস্থায় এক আরোহীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানে মৃত্যু হয় তাঁর।পুলিশ জানিয়েছে মৃতেরা হলেন, কার্তিক, ভেল মনোজ, সুব্রামণি, মনোহরণ এবং পতিরাজ। আর এক জনের পরিচয় জানা যায়নি। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে দ্রুত পৌঁছয় পুলিশ, দমকলবাহিনী এবং উদ্ধারকারী দল। গ্যাসকাটার দিয়ে গাড়ি কেটে আরোহীদের উদ্ধার করা হয়। আধ ঘণ্টার মধ্যে গোটা উদ্ধারকাজ চালানো হয়েছে বলে এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন।

স্বামী রোজগারহীন হলেও স্ত্রীর ভরণপোষণ দিতে হবে, পর্যবেক্ষণ এলাহাবাদ হাই কোর্টের

এলাহাবাদ, ২৮ জানুয়ারি: স্বামীর রোজগার নেই। তা সত্ত্বেও বিবাহবিচ্ছেদের পর স্ত্রীর খরচ তাঁকে জোগাতেই হবে। একটি মামলায় এমনটাই পর্যবেক্ষণ এলাহাবাদ হাই কোর্টের। যে করেই হোক, স্ত্রীর ভরণপোষণের টাকা জোগাড় করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ওই যুবককে। কারণ, বিচ্ছেদের পর স্ত্রীর খরচ বহন করা প্রত্যেক স্বামীর কর্তব্য, মনে করে আদালত। বিচ্ছেদের পর স্ত্রীর খরচ বহন করতে পারবেন না বলে আদালতে আবেদন জানিয়েছিলেন যুবক। পারিবারিক আদালতে তাঁর আবেদন খারিজ হয়ে যায়। আইন অনুযায়ী স্ত্রীর ভরণপোষণ বাবদ নির্দিষ্ট মাসিক খরচ দিতে বলা হয় তাঁকে। পারিবারিক আদালতের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে যুবক এলাহাবাদ হাই কোর্টের দ্বারস্থ হন। বিচারপতি রেণু আগরওয়ালের বেঞ্চে মামলাটি ওঠে। আদালতের পর্যবেক্ষণ, বিবাহবিচ্ছেদের পর স্ত্রীর ভরণপোষণের খরচ জোগানো স্বামীর কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। তিনি সেই কর্তব্য কোনও অজুহাতেই এড়িয়ে যেতে পারেন না। স্বামী বেকার হলেও স্ত্রীর খরচ জোগানোর জন্যই তাঁকে রোজগার করতে হবে। রোজগারের জন্য যুবককে পরামর্শও দিয়েছে আদালত। বিচারপতি জানিয়েছেন, এক জন অদক্ষ শ্রমিক হিসাবে কাজ করেও যুবক দিনে ৩০০ থেকে ৪০০ টাকা রোজগার করার ক্ষমতা রাখেন। সেই কারণেই স্ত্রীর ভরণপোষণের বন্দোবস্ত তাঁকে করতে হবে। স্ত্রীকে মাসে দু’হাজার টাকা করে দিতে হবে যুবককে, নির্দেশ আদালতের।

জানা গিয়েছে, ওই দম্পতির বিয়ে হয়েছিল ২০১৫ সালে। তার পরের বছরেই ঘর ছেড়ে চলে যান মহিলা। স্বামী এবং শ্বশুরবাড়ির লোকজনের বিরুদ্ধে তিনি এফআইআর করেছিলেন। অভিযোগ, তাঁর কাছ থেকে পণের টাকা আদায়ের জন্য চাপ দিতেন শ্বশুরবাড়ির সদস্যেরা। চলত শারীরিক এবং মানসিক নির্যাতন। স্বামীর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসার পর মহিলা শিক্ষিকা হিসাবে একটি স্কুলে যোগ দেন। সেখান থেকে মাসে ১০ হাজার টাকা রোজগার করছেন তিনি। এই যুক্তি দেখিয়েই যুবক স্ত্রীর ভরণপোষণ জোগাতে পারবেন না বলে আদালতে যান।

হামাসের মদতে ইজরায়েলে হামলার অভিযোগ রাষ্ট্রসংঘের কর্মীদের বিরুদ্ধে

গাজা, ২৮ জানুয়ারি: হামাসের মদতে ইজরায়েলের ওপরে হামলা চালানোর অভিযোগ উঠল রাষ্ট্রসংঘের বিশেষ সংগঠনের কর্মীদের বিরুদ্ধে। চাঞ্চল্যকর অভিযোগ প্রকাশ্যে আসতেই প্যালেস্তাইনের জন্য গড়া রাষ্ট্রসংঘের বিশেষ সংগঠনের অনুদান বন্ধ করে দিল ৯টি দেশ। আমেরিকা, ব্রিটেন, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা-সহ একাধিক দেশ অনুদান দেওয়া বন্ধ কবরে দিল। এই ঘটনায় হতাশাও ব্যক্ত করা হয়েছে রাষ্ট্রসংঘের তরফে। বেশ কয়েকজন কর্মীর বিরুদ্ধে হামাস যোগের তদন্তও শুরু করেছে সংগঠনটি।

১৯৪৮ সাল থেকে প্যালেস্তিনীয়দের সাহায্য করতে কাজ শুরু করে ইউএনআরডব্লিউএ নামে রাষ্ট্রসংঘের সংগঠনটি। গত শুক্রবার ইজরায়েলের তরফে ইউএনআরডব্লিউএর কর্মীদের বিরুদ্ধে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ আনা হয়। সেদেশের দাবি, গত ৭ অক্টোবর হামাসের হামলার সঙ্গে ইউএনআরডব্লিউএর কর্মীরা প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত ছিলেন। এহেন বিস্ফোরক অভিযোগের পরে ইজরায়েলের বিদেশমন্ত্রী কড়া বার্তা দিয়ে জানান, গাজাকে সন্ত্রাসমুক্ত এলাকা হিসাবে গড়ে তুলতে রাষ্ট্রসংঘের সংগঠন ইউএনআরডব্লিউএকে সরাতে হবে। এই বার্তার পরই রাষ্ট্রসংঘের সংগঠন ইউএনআরডব্লিউএকে অনুদান দেওয়া বন্ধ করার কথা ঘোষণা করে ৯টি দেশ।

জার্মানি, ইটালি, নেদারল্যান্ডস, সুইৎজারল্যান্ড সহ ৯টি দেশের অনুদান বন্ধ হতেই হতাশা প্রকাশ করে ইউএনআরডব্লিউএ। গাজার প্যালেস্তিনীয়দের শান্তি দিতে সমস্ত দেশ একজোট হয়েছে বলে দাবি করেন সংগঠনের কমিশনার জেনারেল ফিলিপ লাজারিনি। তিনি জানান, যে সব কর্মীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে, তাঁদের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই ব্যবস্থা নিয়েছে কর্তৃপক্ষ। অভিযুক্ত কর্মীদের কাজের চুক্তি বাতিল করে নিরপেক্ষ তদন্তও শুরু করা হয়েছে তাঁদের বিরুদ্ধে। অনুদান না দেওয়ার সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করার জন্য ৯টি দেশকেই আবেদন জানানো হয়েছে ইউএনআরডব্লিউএর তরফে। তবে ইউএনআরডব্লিউএর অভিযুক্ত কর্মীদের বিরুদ্ধে নিরপেক্ষ তদন্ত শুরু হওয়ায় খুশি জার্মানি। দীর্ঘদিন ধরে ইউএনআরডব্লিউএকে বিপুল সাহায্য করছে তারা। সেদেশের বিদেশ মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, ইউএনআরডব্লিউএর কর্মীদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ নিয়ে জার্মানি যথেষ্ট উদ্বিগ্ন। তবে সেটার বিরুদ্ধে তদন্ত শুরুর পদক্ষেপ গ্রহণ করায় খুশি জার্মানি।

জ্ঞানবাপী মসজিদের রিপোর্ট আসতেই তা হস্তান্তরের দাবি জানাল বিশ্ব হিন্দু পরিষদ

বারাণসী, ২৮ জানুয়ারি: জ্ঞানবাপী মসজিদের ‘বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা’র রিপোর্ট সামনে এসেছে। আর্কিয়োলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার রিপোর্ট জানাচ্ছে, বারাণসীর জ্ঞানবাপী মসজিদের ভিতর হিন্দু দেবদেবীর মূর্তির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। আর এই রিপোর্টকে সামনে রেখেই এবার মুসলিম পক্ষের কাছে জ্ঞানবাপী হস্তান্তরের দাবি জানাল বিশ্ব হিন্দু পরিষদ।

শনিবার একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের তরফে দাবি করা হয়, এএসআইয়ের হাতে যে সমস্ত প্রমাণ এসে পৌঁছেছে, তাতে এই উপসংহারে আসাই যায় যে এটি আসলে হিন্দু মন্দির। হিন্দু ধর্মাবলম্বীরাই এখানে আরাধনা করতেন। ভিএইচপির কার্যকরী সভাপতি অলোক কুমার জানান, ১৯৯১ সালের ‘ধর্মীয় উপাসনাস্থল রক্ষা আইন’ মেনেও তাই এই স্থানকে হিন্দু মন্দির বলে ঘোষণা করা উচিত। এমনকী ইন্তেজামিয়া কমিটিকে ভিএইচপির তরফে এও বলা হয়েছে, ‘সত্যি’টা মেনে নিয়ে তারা যেন সম্মানের সঙ্গে জ্ঞানবাপী হিন্দু তথা কাশী বিশ্বনাথ কর্তৃপক্ষকে দিয়ে দেয়। এবং অন্য স্থানে মসজিদ বানানোর পরিকল্পনা করা হয়। অলোক কুমারের দাবি, শান্তিপূর্ণ ভাবে জ্ঞানবাপী হিন্দুদের হস্তান্তর করলে তা ভারতের সম্প্রীতির আর এক দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। সেখানে শিবলিঙ্গ পুজোর অনুমতিও চাওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, এএসআইয়ের রিপোর্টে বলা হয়েছে, হনুমান, গণেশ এবং নন্দীর মতো মূর্তি জ্ঞানবাপীর অন্দরে পাওয়া গিয়েছে। শুধু তাই নয়, অসম্পূর্ণ শিবলিঙ্গের অস্তিত্বও পাওয়া গিয়েছে। একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম জ্ঞানবাপীতে পাওয়া বেশ কয়েকটি মূর্তির ছবিও তুলে ধরেছে।যদিও এএসআইয়ের রিপোর্টকেই চূড়ান্ত বলে ধরে নিতে রাজি নয় মুসলিম পক্ষ। বরং তারা এই রিপোর্ট নিয়ে সন্দীহান। অঞ্জুমান আঞ্জামিয়া (জ্ঞানবাপী) মসজিদ কমিটির তরফে আখলাখ আহমেদ দাবি করেন, এর আগে অ্যাডভোকেট কমিশনের যা পর্যবেক্ষণ ছিল, এএসআই তার চেয়ে নতুন কিছুই পায়নি। শুধু নতুন করে সমস্ত মাপঝোপের বিস্তারিত তথ্য দিয়েছে মাত্র। জ্ঞানবাপী মসজিদে ‘বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা’র যে রিপোর্ট ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ বারাণসী জেলা আদালতে জমা দিয়েছে তাকে ‘চূড়ান্ত’ বলে মানতে নারাজ মুসলিম পক্ষ। ‘অঞ্জুমান ইন্তেজামিয়া (জ্ঞানবাপী) মসজিদ কমিটির তরফে দাবি করা হয়েছে, তএএসআই-এর নথি কখনওই আদালতের রায়ের মতো চূড়ান্ত নয়।’

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

Guskara Municipality
Guskara: Purba Bardhaman
Notice Inviting e-Tender No:- 13/2023-24
Memo No: 3131/GM Dated: 24.01.2024
A corrigendum is published for N.I.e.T. 13/2023-24 (Sl. No. 01 to 12) for correction in the column of, “Cost of Agrement Paper.” For details visit **www.wbtenders.gov.in** & **www.guskaramunicipality.co.in**.
Sd/-
Chairman
Guskara Municipality

Short Notice Inviting Spot BID - 03/MSD/PHED OF 2023-2024
Sealed Tenders are invited by the Executive Engineer, Murshidabad-Division, PHE Dte., for Temporary arrangement of tubewell with submersible pump, toilet, pipe lines, Water Tank for water supply with allied works in connection with CM Visit on 31st January 2024 at Berhampore Stadium under Murshidabad Division, P.H.E. Dte. **Last date of application is 29/01/2024 up to 2.00 P.M.** For details, please visit the **website: www.wbphed.gov.in**
Sd/-
Executive Engineer
Murshidabad-Division
P.H.Engineering Dte.

E-TENDER
Sealed E-Tender vide NIT No. 20/Nalhati/2023-24 is hereby invited from the bonafide, resourceful and experience Contractor for **"Installation of 2 HP submersible pump 100 mm dia PVC casing pipe, 92 mtr Rig boring (300 ft.)"**
a) Tender Value : Rs. 2,95,270/-
b) Last date of application : 06/02/2024 up to 14:30 hrs. For details visit **www.wbtenders.gov.in**
Officer-in-Charge
WBCADC, Nalhati-I Project

Government of West Bengal
NOTICE INVITING TENDER
NIT NO: WB/DHE/BKB/SECY/NIT-1/2024-25
Online E-Tender is invited by the Director, Dr. B.K.Basu Memorial Research & Training Institute of Acupuncture, for Private Security Guards and scavenger for the Year 2024-2025 of this institution. For details visit - 'wbtenders.gov.in'. NIT will be available in website on 01.02.2024 at 9.00AM.

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
(A Statutory body of the Govt. of West Bengal)
City Centre, Durgapur - 713216
(Ph.: 0343-2546716/6815)
N.I.T. No: - ADDA/DGP/ED/N-89/2023-24
Exe. Engr., ADDA, Durgapur invites Percentage Rate Tender (ONLINE BID SYSTEM) for the works **(1)** Tender ID No. 2024_ADDA_654128_1. **(2)** Tender ID No. 2024_ADDA_654192_1. **(3)** Tender ID No. 2024_ADDA_654235_1. For other details visit our website **www.addaonline.in** or **http://wbtenders.gov.in** or contact Exe. Engr. (Civil), ADDA, Durgapur. **Sd/- Exe. Engr., ADDA, Durgapur**

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ফোন ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩ ফ্যাক্স ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০ দেখুন www.myhmc.in
কনসারভেন্সি ডিপার্টমেন্ট
সংবাদপত্রে প্রকাশক সংক্ষিপ্ত টেন্ডার নোটিশ
এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার এইচ এম সি, নিম্নোক্ত কাজের জন্য টেন্ডার আহ্বান করেছেন। আগ্রহী টেন্ডারদাতাগণ প্যান কার্ড, সাম্প্রতিকতম জিএসটি, ট্রেড লাইসেন্স, পিটিসিসি, আইটিসিসি এবং জীবনপঞ্জি সহ টেন্ডার দাখিল করবেন।

নং	কাজের নাম	টেন্ডার নং এবং তারিখ
১.	কনজারভেন্সি বিভাগে অধীনে জ্বালানি এবং লুব্রিক্যান্ট সহ পরিচালন এবং রক্ষণাবেক্ষণ সহ ১ টি ইঞ্জিন ২০০ এক্সক্যাভেটর মেশিন	Memo No-1565/Cons./23-24 তারিখ : ২২.০১.২০২৪
২.	এইচএমসি অধীনে ৪২, ৪৫, ৪৮, ২১, ৩৩ নং ওয়ার্ডে কভর স্ল্যাব সহ নিকাশি নির্মাণ, সংস্কার	
৩.	এইচএমসি অধীনে ৪ দক্ষ চালক, ১২ হেল্পার, এবং ৮ আধা দক্ষ চালক সরবরাহ।	Memo No-1566/Cons./23-24 তারিখ: ২২.০১.২০২৪
৪.	এইচএমসি অধীনে (প্রথম কল) বিটিপি অফিসের সামনে বেলগাছিয়া ট্রেডিং হাউজের জোন-১ স্থিত সড়ক পুনরুদ্ধার	Memo No-1567/Cons./23-24 তারিখ : ২২.০১.২০২৪
৫.	এইচএমসি ওয়ার্ড নং ৩৬ অধীন (২য় কল) শিবপুর গঙ্গা ঘাট নির্মাণ এবং সংস্কারসাধন।	
৬.	এইচএমসি ওয়ার্ড নং ২৬ এবং ২৭ অধীন কভার স্ল্যাব সহ নিকাশির সংস্কারসাধন (২য় কল)	Memo No-1568/Cons./23-24 তারিখ: ২২.০১.২০২৪

টেন্ডার দাখিলের শুরুর তারিখ (অনলাইনে) ২২.০১.২০২৪ সন্ধে ৬ টায় এবং টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ (অনলাইনে) ১২.০২.২০২৪ বেলা ১ টা পর্যন্ত।টেন্ডার তাখিলের শেষ তারিখ (অনলাইনে) : ২২.০২.২০২৪ বেলা ১ টা পর্যন্ত। টেন্ডার এনআইটি নং মেমো নং ১৫৬৭/কনস/২৩-২৪, তারিখ : ২২.০১.২০২৪ অনুগ্রহ করে দেখুন : https://wbtenders.gov.in
২৫২(৩)/২৩-২৪
২৫.১.২৪ হাওড়া
এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার
মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

CORRIGENDUM NOTICE
This is for information to all concerned that the following correction have to made against the **e-N.I.T No- WBMAD/DKM/CP/e-NIT-177, 192/2023-24, WBMAD/DKM/CP/e-NIT-161/2023- 24 (2nd Call). Bid Submission closing date (Online)- 05/02/2024 instated of 25/01/2024 and Bid Submission opening date (Online)- 08/02/2024 instated of 30/01/2024.** Details may be seen from **www.wbtenders.gov.in** the official website of e-Tender. All other terms & condition will be remain unchanged.
Sd/-
Chairperson
Dankuni Municipality

ময়দান

EKDIN, VOL. 17, ISSUE NO. 227, KOLKATA, MONDAY, 29 JANUARY 2024, PAGE 8

কলকাতা ২৯ জানুয়ারি ২০২৪

নাটকীয় সমাপ্তির আরেক টেস্টে ভারতের বিপক্ষে ইংল্যান্ডের জয়

নিজস্ব প্রতিনিধি: ব্রিসবেন দেখেছে নাটকীয় সমাপ্তির এক টেস্ট ম্যাচ। যাতে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৮ রানে জিতে ক্রিকেট,বিশ্বকে চমকে দিয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। একই দিনে শুরু হওয়া আরেকটি টেস্ট ম্যাচও একই রকম রুদ্ধশ্বাস সমাপ্তি দেখল এর কয়েক ঘণ্টা পরই। হায়দরাবাদ টেস্টের প্রথম ইনিংসে ১৯০ রানে পিছিয়ে থাকার পরও দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তনের এক গল্প লিখে ভারতকে ২৮ রানে হারিয়ে দিয়েছে ইংল্যান্ড।

দুই দলের প্রথম ইনিংস শেষ হওয়ার পর এই টেস্টে একটি দলকেই সম্ভাব্য বিজয়ী বলে ধরে নিয়েছিলেন সবাই। ১৯০ রানে পিছিয়ে থাকার পর ইংল্যান্ড আর কীভাবে জেতে! দেশের মাটিতে প্রথম ইনিংসে ১৫০ রান বা এর বেশি রানে এগিয়ে থাকা টেস্টে যে এর আগে কখনোই হারেনি ভারত। সব মিলিয়েই তো হেরেছে মাত্র একবার।

কিন্তু খেলাটা যখন ক্রিকেট, বিশেষ করে টেস্ট ক্রিকেট; সব সময় কি সেটি পরিসংখ্যানের আলোকে এগোবে! বিশেষ করে একটা দলের নাম যেখানে ইংল্যান্ড, টেস্ট ক্রিকেটের ব্যাকরণ যারা নতুন করে লিখছে। দ্বিতীয় ইনিংসে ওলি পোপের ১৯৬ রানে ইংল্যান্ড অলআউট হয়ে যাওয়ার আগে করে ফেলেছে ৪২০ রান। জয়ের জন্য ভারতের সামনে লক্ষ্য দাঁড়ায় ২৩১ রান।

১১৯ রানে ৭ উইকেট পড়ে যাওয়ার পর ইংল্যান্ডের জয় যখন শুধুই সময়ের ব্যাপার বলে মনে হচ্ছে, শ্রীকর ভরত-রবিচন্দ্রন অশ্বিনের অষ্টম উইকেট জুটিতে জমে উঠেছিল ম্যাচ। ৫৭ রানের জুটিটি অবশ্য ভেঙে গেছে দিনের নির্ধারিত ওভার শেষ হওয়ার আগেই। প্রথমে আউট হলেন ভরত, এর পরপরই অশ্বিন। ৯ উইকেট পড়ে যাওয়ায় আম্পায়াররা আধঘণ্টা সময় বাড়িয়ে দেন। শেষ দুই ব্যাটসম্যান বুমরা ও সিরাজ মিলে সেটিও প্রায় পার করে দিচ্ছিলেন। কমিয়ে আনছিলেন জয়ের সঙ্গে দূরত্বও। কিন্তু দিনের শেষ ওভারে ধৈর্য হারিয়ে ফেলে ডাউন দ্য উইকেটে খেলতে গিয়ে স্টাম্পড হয়ে গেলেন সিরাজ।ব্রিসবেনে দ্বিতীয় টেস্ট খেলতে নামা শামার জোসেফ ৭ উইকেট নিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজের জয়ের নায়ক, এখানেও ইংল্যান্ডের এক বোলারের ৭ উইকেট। ব্রিসবেনে সপ্তম উইকেট নিয়ে টেস্ট ম্যাচ শেষ করে দিয়েছেন জোসেফ, হায়দরাবাদে তা করেছেন অভিষিক্ত বাঁহাতি স্পিনার টম হার্টলি।

ইংল্যান্ডের অধিনায়ক বেন স্টোকস যেন ভারতের অস্ত্রেই ভারতকে বধ করতে চেয়েছেন। প্রথম ইনিংসে ৪ উইকেট নেওয়া পার্টটাইম স্পিনার জো রুটকে দিয়ে বোলিং উদ্বোধন করান তিনি। অন্য প্রান্তে ফাস্ট বোলার মার্ক উডকে বল দিলেও ১ ওভার পর তাঁকে সরিয়ে আনেন বাঁহাতি স্পিনার হার্টলিকে।

দুই প্রান্ত থেকে স্পিন আক্রমণের বিপক্ষে রোহিত শর্মা ইতিবাচক থাকলেও প্রথম ইনিংসের মতো ঝড় তুলতে পারেননি যশস্বী জয়সোয়াল। দলের ৪২ রানে আউট হয়ে ফেরেন প্রথম ইনিংসে আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ে ৭৪ বলে ৮০ রান করা এই ওপেনার।

একই স্কোরে ফিরে যান শুবমান গিলও। অধিনায়ক রোহিত ৩৯ রান করে আউট হন দলের ৬৩ রানে। হার্টলিকে সামলাতে বাঁহাতি অক্ষর প্যাটেলকে ৫ নম্বরে পাঠিয়ে দেয় ভারত, তবে তাতে কাজ হয়নি। চা-বিরতির ঠিক পরের ওভারেই আউট হয়ে যান অক্ষর। ভারতের প্রথম ৪টি উইকেটই নেন হার্টলি।

পরের ২টি উইকেট রুট ও ও হাঁটুর চোটে ভোগা জ্যাক লিচের। আর রবীন্দ্র জাদেজা ফিরেছেন বেন স্টোকসের অবিশ্বাস্য ফিল্ডিংয়ে রানআউট হয়ে। মিড অনে বল পাঠিয়ে রান নিতে গিয়েছিলেন জাদেজা, উল্টো ঘুরে পড়ে যাওয়ার আগে সরাসরি থ্রোয়ে নন স্ট্রাইক প্রান্তের স্টাম্প ভাঙেন স্টোকস। ১১৯ রানে ৭ উইকেট হারিয়ে ফেলার পরই ভরত ও অশ্বিনের ওই প্রতিরোধ।

এই জুটিও ভেঙেছেন হার্টলি। অসাধারণ এক ডেলিভারিতে তিনি ফেরান ৫৯ বলে ২৮ রান করা ভরতকে। ২৮ রান করে হার্টলির বলেই স্টাম্পড হয়ে ফেরেন অশ্বিনও।

শেষের নায়কও সেই হার্টলি। তবে ম্যাচটা তো ঘুরিয়ে দিয়েছেন আসলে ওলি পোপ। ইংল্যান্ডের শেষ ব্যাটসম্যান হিসেবে আউট হয়েছেন ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় টেস্ট দ্বিশতক থেকে মাত্র ৪ রান দূরে থাকতে। অথচ তাঁর দ্বিশতক পাওয়ার জন্য চোট নিয়েও লিচ মাঠে নেমেছিলেন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। রিভার্স স্কুপ খেলতে গিয়ে যশপ্রীত বুমরার বলে বোল্ড হয়ে যাওয়ার সময় ভারতীয় খেলোয়াড়েরাও পোপকে অভিনন্দন না জানিয়ে পারেননি। ভারতের মাটিতে কোনো সফরকারী ব্যাটসম্যানের অন্যতম সেরা ইনিংসের পর তা পারাও যায় না।

রিভার্স স্কুপ করতে গিয়ে দ্বিশতক মিস করলে যেকোনো ব্যাটসম্যানেরই আক্ষেপ হওয়ার কথা। যদিও পোপকে দেখে তা বোঝার উপায় ছিল না। এই ইংল্যান্ড দলের দর্শনটাই যে অন্য রকম। যে কারণে বড় একটা মাইলফলকের সামনে থেকেও অমন একটা শট খেলা যায়! যে শট আসলে ইনিংসজুড়েই খেলেছেন পোপ। ভারতীয় স্পিনারদের লেংথও এলোমেলো হয়ে গেছে এতেই। পোপের ১৯৬ ভারতের মাটিতে দ্বিতীয় ইনিংসে সফরকারী কোনো ব্যাটসম্যানের চতুর্থ সর্বোচ্চ স্কোর। গত ১৪ বছরে সর্বোচ্চ। সর্বশেষ ২০১০ সালে যা করেছিলেন ইংল্যান্ডের এই দলের কোচ ব্রেন্ডন ম্যাককালাম। সেই ২২৫-ও ছিল এই হায়দরাবাদেই।

বোলিং,বীরত্বের আগে ব্যাটিংয়েও অবদান রেখেছেন হার্টলি। করেছেন ৩৪ রান। রানের চেয়ে বড় অবশ্য ৮০ রানে অষ্টম উইকেট জুটিতে পোপকে সঙ্গ দেওয়া।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ইংল্যান্ড ২৪৬ ও ১০২.১ ওভারে ৪২০ (ক্রলি ৩১, ডাকেট ৪৭, পোপ ১৯৬, রুট ২, বেয়ারস্টো ১০, স্টোকস ৬, ফোকস ৩৪, রেহান ২৮, হার্টলি ৩৪, উড ০, লিচ ০*; বুমরা ৪/৪১, অশ্বিন ৩/১২৬, অক্ষর ১/৭৪, জাদেজা ২/১৩১, সিরাজ ০/২২)।

ভারত ৪৩৬ ও ৬৯.২ ওভারে ২০২ (রোহিত ৩৯, জয়সোয়াল ১৫, গিল ০, রাহুল ২২, অক্ষর ১৭, আইয়ার ১৩, জাদেজা ২, ভরত ২৮, অশ্বিন ২৮, বুমরা ৬*, সিরাজ ১২; রুট ১/৪১, উড ০/১৫, হার্টলি ৭/৬২, লিচ ১/৩৩, রেহান ০/৩৩)।

ফল ইংল্যান্ড ২৮ রানে জয়ী।

ম্যাচসেরা ওলি পোপ

সিরিজ ৫ ম্যাচ সিরিজে ইংল্যান্ড ১, ০ ব্যবধানে এগিয়ে।

সুপার কাপ লাল-হলুদের

নিজস্ব প্রতিনিধি: অবশেষে মিটল ১২ বছরের খরা!

আবার জাতীয় পর্যায়ের ট্রফি জিতল ইস্টবেঙ্গল। ২০১২ সালের ফেডারেশন কাপের পর ২০২৪-এর সুপার কাপ। স্পেনের কোচ কার্লেস কুয়াদ্রাতের হাত ধরে স্বপ্ন পূরণ লাল-হলুদে। রবিবার ভুবনেশ্বরের কলিঙ্গ স্টেডিয়ামে সেখানকারই ক্লাব ওড়িশা এফসি-কে অতিরিক্ত সময়ের ম্যাচে ৩-২ গোলে হারিয়ে ট্রফি জিতল ইস্টবেঙ্গল। প্রথমে পিছিয়ে পড়ে এবং নির্ধারিত সময়ের খেলা শেষের কয়েক মুহূর্ত আগে গোল খেয়েও ঘুরে দাঁড়াল তারা। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই করল গোটা দল। নন্দকুমার, সাউল ক্রেসপো এবং ক্লেটন সিলভা গোল করলেন। ওড়িশার গোলদাতা দিয়েগো মৌরিসিয়ো এবং আহমেদ জাহু।

মহাভারতে পাণ্ডবদের ১২ বছরের জন্য বনবাসে পাঠানো হয়েছিল। ইস্টবেঙ্গলের এই ট্রফি খরাও যেন পাণ্ডবদের বনবাসের মতোই। ১২ বছর ধরে জাতীয় পর্যায়ের কোনও ট্রফি পায়নি তারা। অপেক্ষা করতে করতে সমর্থকেরাও এক সময় ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছিলেন। নামীদামি কোচেরা আসা সত্ত্বেও ইস্টবেঙ্গলের ভাগ্য বদলাচ্ছিল না। বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে সমস্যা থাকায় পাওয়া যাচ্ছিল না ভাল মানের বিদেশিও। এ বার সবই যেন হয়েছে নিখুঁত পরিকল্পনা মেনে। মরসুমের শুরুতে কুয়াদ্রাতকে আনা। তাঁর পরামর্শ নিয়ে ভাল মানের বিদেশি আনা, দেশীয় ফুটবলারদের ট্রান্সফার ফি দিয়ে ছিনিয়ে নেওয়া; এ সব কিছুরই ফলশ্রুতি ছিল ডুরান্ড কাপের ফাইনাল। সেই লক্ষ্য পূরণ না হলেও সুপার কাপ জিতে ইস্টবেঙ্গলের স্বপ্ন পূরণ হল।

এ দিন খেলার শুরুতেই সুযোগ পেয়ে গিয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। মাঝমাঠে ফাউল হয়েছিল। হোসে পারদোর ফ্রিকিক থেকে বল পেয়েছিলেন নন্দকুমার। তবে তাঁর শট বাঁচিয়ে দেন বিপক্ষ গোলকিপার মাউইয়া। এর পরে দু'দলের খেলাতেই আক্রমণ লক্ষ করা যেতে থাকে। ১২ মিনিটের মাথায় ডান দিক থেকে বল নিয়ে উঠেছিলেন রয় কৃষ্ণ। বক্সের বাইরে থেকে শট নিয়েছিলেন। তা গোলের বাইরে দিয়ে বেরিয়ে যায়। তিন মিনিট পরে আবার সুযোগ পেয়েছিল ওড়িশা। কৃষ্ণ আবার বল নিয়ে উঠে পাস দিয়েছিলেন সাই গর্ডার্ড। তাঁর থেকে বল যায় মৌরিসিয়োর কাছে। ব্রাজিলের ফুটবলারের শট অল্পের জন্য বাইরে যায়।

দুই দলই গোলের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। ইস্টবেঙ্গল সুযোগ তৈরি করলেও ফাইনাল থার্ডে গিয়ে সুযোগ নষ্ট করছিল। সেই সুযোগ চলে আসে দ্রুতই। পর পর দু'মিনিটে গোলের দু'টি সুযোগ চলে এসেছিল ইস্টবেঙ্গলের কাছে। দু'বারই ওড়িশার পতন রুখে দেন গোলকিপার মাউইয়া। প্রথম বার বক্সের বেশ কিছুটা দূরে ফ্রিকিক পেয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। সতীর্থের পাস থেকে তাঁর জোরালো শট কোনও মতে রুখে দেন মাউইয়া। কর্নায় পায় ইস্টবেঙ্গল। ক্লেটন সিলভার কর্নার থেকে জেভিয়ার সিভেরিয়োর হেড আবার বাঁচিয়ে দেন ওড়িশার গোলকিপার।

শ্রীলঙ্কার নিষেধাজ্ঞা তুলে নিল আইসিসি

নিজস্ব প্রতিনিধি: শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ডের (এসএলসি) ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছে আইসিসি। এখন থেকেই এ সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে বলে আজ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানায় ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা।

গত নভেম্বরে বোর্ডের ওপর সরকারি হস্তক্ষেপের কারণে এসএলসিকে নিষেধাজ্ঞা দেয় আইসিসি। সদস্য হিসেবে নিয়ম ভাঙা;বিশেষ করে সরকারি হস্তক্ষেপের প্রভাবমুক্ত হয়ে কার্যক্রম চালাতে ব্যর্থ হওয়ায় এমন নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল।

আইসিসি জানিয়েছে, এরপর থেকে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেছে তাদের বোর্ড। এখন আর সদস্যপদের কোনো নিয়ম লঙ্ঘন করছে না তারা, সে ব্যাপারে আইসিসির বোর্ড সন্তুষ্ট হয়েছে।

প্রাথমিকভাবে যখন শ্রীলঙ্কার সদস্যপদ স্থগিত করার ঘোষণা দেওয়া হয়, সেটিকে ভাবা হচ্ছিল বোর্ডটির প্রতি আইসিসির এক রকম সতর্কতা হিসেবেই। তবে পরে ইএসপিএনক্রিকইনফো জানায়, মূলত এসএলসিই আইসিসিকে এমন নিষেধাজ্ঞা দিতে বলেছে, যাতে শ্রীলঙ্কা সরকারের হস্তক্ষেপ তারা

সহ্য করবে না, সে বার্তা যায়।

মূলত গত নভেম্বরে স্থূল দুর্নীতির অভিযোগ তুলে পুরো ক্রিকেট বোর্ডকে তখনকার ক্রীড়ামন্ত্রী রানাসিংহে বরখাস্ত করার পরই ঘটনার শুরু। আগের বোর্ডকে বরখাস্ত করে সাবেক অধিনায়ক অর্জুনা রানাতুঙ্গাকে চেয়ারম্যান করে বোর্ডে অন্তর্বর্তীকালীন কমিটিও গঠন করা হয়। কিন্তু শ্রীলঙ্কার আপিল আদালত অন্তর্বর্তীকালীন কমিটির কার্যক্রম দুই সপ্তাহের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেন। তবে যখন আইসিসির নিষেধাজ্ঞা আসে, তখন এসএলসির মূল বোর্ডই কার্যক্রম পরিচালনা করছিল।

নিষেধাজ্ঞার সময় শ্রীলঙ্কাকে সব পর্যায়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলার অনুমতি দেওয়া হয়। এরই মধ্যে জিম্বাবুয়ের সঙ্গে সীমিত ওভারের সিরিজও খেলেছে তারা। তবে নিষেধাজ্ঞার পর আইসিসি অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ শ্রীলঙ্কা থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় দক্ষিণ আফ্রিকায়। এ সময়ে শর্ত সাপেক্ষে আইসিসির ফান্ডিং দেওয়ার কথাও বলা হয় বোর্ডটিকে।

এরই মধ্যে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটকে ঘিরে দেশটিতে বেশ একটা পালাবদল ঘটে গেছে। দেশটির প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে বরখাস্ত হয়েছেন রানাসিংহে। এরপর গত মাসে এসএলসিকে বরখাস্ত করার সরকারি সিদ্ধান্ত তুলে নেন দেশটির নতুন ক্রীড়ামন্ত্রী হারিন ফার্নান্ডো। তখন বলা হয়েছিল, আইসিসি যাতে দেশটির ক্রিকেট বোর্ডের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়, তাঁর সিদ্ধান্ত সেটিরই একটি প্রচেষ্টা।

সাম্প্রতিক সময়ে দ্বিতীয় পূর্ণ সদস্য হিসেবে আইসিসির নিষেধাজ্ঞা পেয়েছিল শ্রীলঙ্কা। এর আগে ২০১৯ সালে একই কারণে জিম্বাবুয়ে ক্রিকেটকে নিষিদ্ধ করেছিল আইসিসি।

হেডের গোল্ডেন ডাকের হ্যাটট্রিক!

নিজস্ব প্রতিনিধি: শামার জোসেফ অস্ট্রেলিয়ার রাতটা দুঃস্বপ্নের করে তুলেছেন জশ হ্যাজলউডকে বোল্ড করে। রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনায় দুই দিকে দুলতে থাকা ম্যাচে হ্যাজলউডের আউটেই নিশ্চিত হয় ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে অস্ট্রেলিয়ার ৮ রানের হার। তবে ট্রাভিস হেডকে শামার দুঃস্বপ্ন 'উপহার' দিয়ে যান আরও আগেই।

৫ নম্বরে ব্যাট করতে নামা হেড প্রথম বলেই শামারের দুর্দান্ত এক ইয়র্কারের সামনে পড়েন। ঘণ্টায় ১৪১ কিলোমিটার গতির যে ইয়র্কার সামলাতে না পারায় শূন্য রানেই ফিরতে হয় স্বপ্নের মতো এক বছর কাটিয়ে আসা হেডকে।

গ্যাবায় হেডের প্রথম বলে আউটটি ছিল এই মাঠে তাঁর টানা তৃতীয়। এই টেস্টের প্রথম ইনিংসে নিজের প্রথম বলে কেমার রোচের বলে ক্যাচ দিয়েছিলেন উইকেটের পেছনে। এর আগে ব্রিসবেনে খেলা সর্বশেষ টেস্ট খেলেছিলেন ২০২২ সালের ডিসেম্বরে। ১৭ ডিসেম্বর দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ম্যাচের দ্বিতীয় ইনিংসে প্রথম বলে আউট হয়েছিলেন কাগিসো রাবাদার বলে।

অস্ট্রেলিয়ানদের মধ্যে টানা দুই ইনিংসে প্রথম বলে আউট হওয়া

তৃতীয় ব্যাটসম্যান হেড। 'কিং পেয়ার' নামে পরিচিত এই বিব্রতকর রেকর্ডে প্রথমবার নাম লিখিয়েছিলেন অ্যাডাম গিলক্রিস্ট, ২০০১ সালে ভারতের বিপক্ষে কলকাতায়। আর দ্বিতীয় ঘটনাটি রায়ান হ্যারিসের, ২০১০ সালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে অ্যাডিলেডে।

টেস্ট ইতিহাসে দুই ইনিংসেই প্রথম বলে আউট হওয়া ব্যাটসম্যানদের মধ্যে হেড ২৪তম। আর দুই ইনিংসে শূন্য রানে আউট হওয়াদের মধ্যে ৩১তম। তবে একই মাঠে টানা তিনটি ইনিংসে শূন্য রানে কেউ আউট হয়েছেন কি না, সে এক গবেষণার ব্যাপার!

অথচ গোল্ডেন ডাকের হ্যাটট্রিকের আগে এই ব্রিসবেনেই কী ধারাবাহিকই না ছিলেন হেড।

প্রত্যাবর্তনের মহাকাব্য লিখে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের নতুন রাজা ইয়ানিক সিনার

নিজস্ব প্রতিনিধি: দশম গেমে দানিল মেদভেদেভের সার্ভিস ব্রেক করে চতুর্থ সেটটা জিতে ইয়ানিক সিনার ম্যাচটাকে নিয়ে গেলেন পঞ্চম সেটে। আর তাতেই উঁকিঝুঁকি মারতে শুরু করল দুদিন আর দুবছর আগের দুই ম্যাচের স্মৃতি। আজকের মতো সেই ম্যাচ দুটিও হয়েছিল রড লেভার অ্যারেনায়। যার প্রথমটি হয়ে আছে দানিল মেদভেদেভের জন্য অনন্তকাল আক্ষেপ করার গল্প। ২০২২ সালের ফাইনালটিতে প্রথম দুই সেট জিতেও শেষ পর্যন্ত রাফায়েল নাদালকে রেকর্ড গড়া ২১তম গ্র্যান্ড স্লাম উপহার দিয়েছিলেন মেদভেদেভ। তবে দুদিন আগের টাটকা স্মৃতিটা অনন্ত অনুপ্রেরণা হতে পারত রুশ তারকার জন্য। প্রথম দুই সেট হেরেও যে প্রত্যাবর্তনের মহাকাব্য লিখে আলেকসান্দার জভেরেভকে হারিয়েছিলেন মেদভেদেভ।

অনুপ্রেরণা নয়, আজ সেই রড লেভার অ্যারেনাতে আক্ষেপের গল্পটাই ফিরে এল মেদভেদেভের কাছে। অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের আরেকটি ফাইনালে যে প্রথম দুই

সেট জিতেও ইয়ানিক সিনারের হাতে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের ট্রফিটা তুলে দিলেন তৃতীয়বার অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের ফাইনালে ওঠা মেদভেদেভ।

পাঁচ সেটের ম্যারাথন লড়াই শেষে ইতালির সিনার জিতেছেন ৩-৬, ৩-৬, ৬-৪, ৬-৪, ৬-৩ গেমে। ৩ ঘণ্টা ৪৪ মিনিট লড়াই শেষে সিনারের এটি ক্যারিয়ারের প্রথম গ্র্যান্ড স্লাম একক। ছেলেদের গ্র্যান্ড স্লামে ইতালিয়ানদের ৪৮ বছরের শিরোপা-খরাও ঘুচল তাঁর এই জয়ে।

মেলবোর্নে গড়া ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে ছেলেদের টেনিসে সিনার রোমান সাম্রাজ্য গড়তে পারেন কি না, দেখার বিষয় সেটিই। দুদিন আগেই তো অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের অবিসংবাদিত 'সম্রাট' নোভাক জোকোভিচকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছেন চতুর্থ বাছাই ইতালিয়ান তারকা। তবে ২২ বছর বয়সী সিনারের কাঁধে 'টেনিসের ভবিষ্যৎ'; এই ভারী জোয়ালটাও কিন্তু উঠে গেল।

টেনিসের 'বিগ থ্রি'র বাইরে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের পুরুষ এককটা সর্বশেষ জিতেছিলেন স্ট্যান ভাভরিঙ্কা।

শামার জোসেফের বীরত্বে ২৭ বছর পর অস্ট্রেলিয়ায় টেস্ট জয় ওয়েস্ট ইন্ডিজের

নিজস্ব প্রতিনিধি: কে হবেন নায়ক; স্টিভ স্মিথ, নাকি শামার জোসেফ? ব্রিসবেনে দিবারাত্রির টেস্টের চতুর্থ দিনের খেলা ঘণ্টাখানেক পেরোতে না পেরোতেই এই আলোচনার শুরু। ওয়েস্ট ইন্ডিজের ফাস্ট বোলার জোসেফ তখন মাত্রই প্রলয়নাচন শুরু করেছেন। অন্যদিকে অস্ট্রেলিয়ার 'নতুন' ওপেনার স্মিথ ধ্যানমগ্ন এক যোগীর মতো নিবিষ্ট চিত্তে ব্যাট করে যাচ্ছেন। আলোচনাটা আরও তুঙ্গে ওঠে রাতের খাবারের বিরতির সময়। জয়ের জন্য অস্ট্রেলিয়া তথা স্মিথের তখন প্রয়োজন ছিল ২৯ রান, আর ওয়েস্ট ইন্ডিজ বা জোসেফের লাগে ২ উইকেট।

রাতের খাবারের বিরতি শেষে উইকেটে ফিরে স্মিথ যেন একটু অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। অস্ট্রেলিয়াকে ২০০ রানের ওপারে নিয়ে যেতে তিনি একটা ছয়ও মারলেন আলজারি জোসেফকে। অন্য প্রান্তে নাথান লায়নের উইকেট পড়তে দেখেই হয়তো এই অস্থিরতা ভর করেছিল শান্ত,স্থির স্মিথের। আলজারিকে ছয় মারার পরের ওভারেই বল করতে এলেন টানা বোলিং করে যাওয়া শামার। তাঁর দ্বিতীয় বলে ২ আর চতুর্থ বলে ১ রান নিলেন স্মিথ। হয়তো ভেবেছিলেন ওভারের শেষ দুটি বল সামলে নিতে পারবেন জস হ্যাজলউড।

কিন্তু হ্যাজলউড পারেননি। পঞ্চম বলে হ্যাজলউডের অফ স্টাম্প উড়িয়ে দিয়ে পাখির মতো দুই হাত দুই দিকে মেলে দিয়ে উড়তে চাইলেন শামার। তা তো চাইবেনই, তাঁর ৬৮ রানে ৭ উইকেটেই যে রুদ্ধশ্বাস এই ম্যাচে অস্ট্রেলিয়াকে ৮ রানে হারিয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ ম্যাচটি যখন জেতে, ধারাভাষ্য কক্ষে ছিলেন কিংবদন্তি ব্রায়ান লারা। লারার সহধারাভাষ্যকার ইয়ান স্মিথ তখন চিৎকার করে বলছেন, ২৭ বছর পর অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে টেস্ট জিতল এক সময়ের পরাক্রমশালী ওয়েস্ট ইন্ডিজ। হ্যাঁ, ১৯৯৭ সালের ১ ফেব্রুয়ারি, শামার জোসেফের তখন জন্মও হয়নি। কিংবদন্তি কার্টলি অ্যামব্রোসের বয়স তখন ৩৪ বছর। ক্যারিয়ারের গোধূলিবেলায় অ্যামব্রোসের দুর্দান্ত ফাস্ট বোলিংয়ে ও কোর্টনি ওয়ালশের নেতৃত্বে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে সেবারই সর্বশেষ টেস্ট ম্যাচ জিতেছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। সেঞ্চুরি করেছিলেন ব্রায়ান লারা। এর দুই বছর পর পৃথিবীর আলো দেখেন জোসেফ। সেই জোসেফই ফাস্ট বোলিংয়ের অনন্য এক প্রদর্শনীতে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ২৭ বছর পর টেস্ট ম্যাচে জয় এনে দিলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজকে। সেই জোসেফ, আগের দিন ব্যাটিংয়ে মিচেল স্টার্কের ইয়র্কারে ডান পায়ের আঙুলে চোট পাওয়ায় যাঁর বোলিং করারই কথা ছিল না।

টেস্ট শুরুর আগে এমন সমাপ্তি কেউ কল্পনা করেছিলেন কি না সন্দেহ। অ্যাডিলেডে সিরিজের প্রথম টেস্টে তিন দিনের মধ্যে হেরে যাওয়া ওয়েস্ট ইন্ডিজ ব্রিসবেনে দিবারাত্রির ম্যাচটিতেও সহজেই হেরে যাবে বলে মনে করেছিলেন অনেকেই। প্রথম ইনিংসে ৩১১ রানে অলআউট হয়ে যায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। কিন্তু কেমার রোচ আর আলজারি জোসেফের অসাধারণ বোলিংয়ের পর অস্ট্রেলিয়া তাদের প্রথম ইনিংস ঘোষণা করে ৯ উইকেটে ২৮৯ রান তুলে। দ্বিতীয় ইনিংসে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ১৯৩ রানে অলআউট হয়ে গেলে অস্ট্রেলিয়ার লক্ষ্য দাঁড়ায় ২১৬। ২ উইকেটে ৬২ রান তুলে তৃতীয় দিনের খেলা শেষ করা অস্ট্রেলিয়া জয়ের পথেই ছিল।

চতুর্থ দিনেও শুরুটা ভালোই করেছিল অস্ট্রেলিয়া। কোনো উইকেট না হারিয়ে রানটা নিয়ে গিয়েছিল ৯৩,এ। সেই সময় অধিনায়ক ক্রেগ ব্রাফেট বল তুলে দেন শামারের হাতে। প্রথম ওভারে ১০ রান দেওয়ার পর কতটা ফিট তিনি, এই প্রশ্নও জেগেছিল। এই প্রশ্নের উত্তর শামার দিলেন নিজের পরের ওভারে;শেষ দুই বলে গ্রিন ও হেডকে বোল্ড করে দিয়ে। এর মধ্যে হেডকে দুর্দান্ত এক ইয়র্কারে। ওই যে শুরু করলেন, শামার আর থামেননি। রাতের খাওয়ার বিরতির আগে টানা ১০ ওভার বোলিং করেছেন। তুলে নিয়েছেন ৬ উইকেট।

এরপর অস্ট্রেলিয়ার ভরসা হয়ে ছিলেন একমাত্র স্মিথ। দুই জোসেফের দুর্দান্ত বোলিংকে বশ মানানোর চেষ্টা করে সফলও হচ্ছিলেন। ডেভিড ওয়ার্নারের বিদায়ের পর অনেক 'দেনদরবার' করে ওপেনার বনে যাওয়া স্মিথ শেষ পর্যন্ত অপরাজিত ছিলেন ১৪৬ বলে ৯১ রান করে। কিন্তু এমন একটি ইনিংস খেলেও টেস্ট ইতিহাসের সবচেয়ে বড় অঘটনের একটিকে এড়াতে পারেননি। অঘটন কেন, তা বুঝতে সিরিজ শুরুর আগের আলোচনা মনে করিয়ে দেওয়াই যথেষ্ট। ওয়েস্ট ইন্ডিজের তরুণ এই দলকে অস্ট্রেলিয়ায় পাঠিয়ে দিতে দেখে সাবেক উইকেটকিপার,ব্যাটসম্যান জেফ ডুজনের মনে হয়েছিল, এটা একদল ভেড়াকে কসাইখানায় পাঠানোর মতো হয়ে যাচ্ছে।

ডুজনের কথাটা তখন বাড়াবাড়ি বলে মনে হয়নি। শামার জোসেফ নামের এক তরুণ যে এই সিরিজে বিশ্ব ক্রিকেটের নতুন এক তারকা হিসেবে আবির্ভূত হবেন, ডুজন তা কীভাবে ভাববেন! কেই,বা তা ভেবেছিলেন!

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৩১১ ও ১৯৩।

অস্ট্রেলিয়া ২৮৯/৯ ডিক্লে. ও ৫০.৫ ওভারে ২০৭ (স্মিথ ৯১*, গ্রিন ৪২, স্টার্ক ২১, খাজা ১০, মার্শ ১০, লায়ন ৯; শামার ৭/৬৮, ২/৬২, গ্রিভস ১/৪৬)

ফল ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৮ রানে জয়ী।

সিরিজ ২ ম্যাচের সিরিজ ১,১ ড্র।

ম্যান অব দ্য ম্যাচ শামার জোসেফ।

ম্যান অব দ্য সিরিজ শামার জোসেফ

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**